গগন-গুহা।

(আধ্যাত্মিক গ্রন্থ)

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

শ্রীনিমাইচরণ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৪৯ নং খুরুট রোড, হাওড়া।

কলিকাতা।
১০৭ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, শ্রীপ্রেসে
শ্রীবদ্রনাথ শীল দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৯।

মূল্য ॥৵০ আনা।

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—

ক্রেতৃগণ উপরের সহি দেখিয়া পুস্তক ক্রয় করিবেন।

প্রাপ্তিস্থানঃ—

বি, এন, চৌধুরী।

৪৯ নং খুরুট রোড, হাওড়া।

—ঃ—

এস, সি, ঘোষ।

২২৯।২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

—ঃ—

মিনার্ভা লাইব্রেরী।

৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,

—ঃ—

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী।

৩০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।
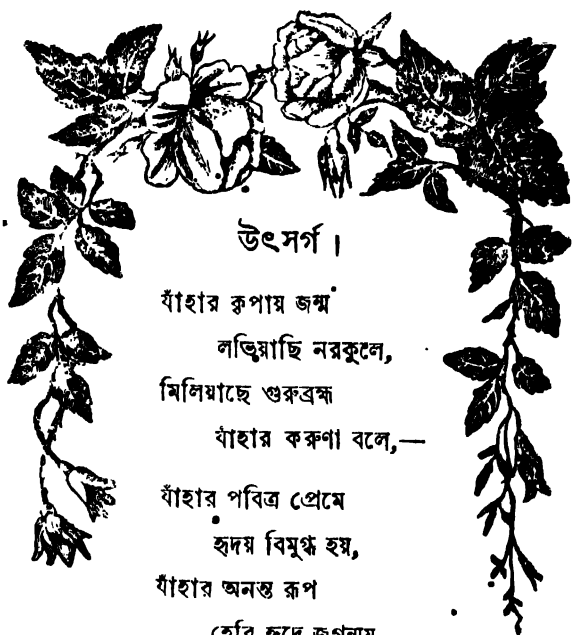
উৎসর্গ।

যাঁহার কৃপায় জন্ম
লভিয়াছি নরকুলে,
মিলিয়াছে গুরুব্রহ্ম
যাঁহার করুণা বলে,—

যাঁহার পবিত্র প্রেমে
হৃদয় বিমুগ্ধ হয়,
যাঁহার অনন্ত রূপ
হেরি হৃদে জগন্ময়,—

যার নামে ভাসে শিলা
প্রেমে কাঁদে মনপ্রাণ,
জীবন যৌবন গেল
ভাবি যাঁরে অনুক্ষণ—

সেই কৃষ্ণ নিধি আজি,
উদিত হৃদি-গগনে,
রচিত "গগন-গুহা"
দিনু তাঁর শ্রীচরণে।

অবতরণিকা।

—:—

সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ জ্ঞানে সৃষ্টি নাই। অজ্ঞান অর্থাৎ মোহ এবং মায়া দ্বারা এই সমস্ত সৃষ্টি হইতেছে। এই দেহ-রাজ্যে রাজা মোহ এবং রাজ্ঞী মায়া। তাহাদের পরস্পর সংসর্গ দ্বারা তিন পুত্র এবং এক কন্যা জন্মিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম দুই পুত্র প্রবৃত্তি পক্ষীয় রজো-তমোগুণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র ও কন্যা নিবৃত্তি পক্ষীয় সত্ত্বগুণ ও নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি বা আত্মবিদ্যা নামে অভিহিত। সত্ত্বগুণ নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি দ্বারা আত্মরাজ্য স্থাপনে যত্নবান; এতদ্দর্শনে তাহা হইতে নিবৃত্তি করিবার জন্য প্রবৃত্তি পক্ষীয় রজো-তমোগুণ উদ্যত। সত্ত্বগুণ ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রভাবে রজো-তমোগুণ হ্রাস হওয়ায়, প্রবৃত্তি পক্ষীয় মোহ মায়া নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিকে অন্তর হইতে অন্তর্হিত করিয়া সত্ত্বগুণকে মিথ্যাচারে প্রবৃত্ত করণার্থে তদনুচর (হৃদয়ের বামভাগস্থিত) পাপপুরুষকে নিয়োগ করে। ভবশক্তি (প্রাণশক্তি) সাহায্যে পাপপুরুষ-সমরে সত্ত্বগুণের জয় এবং প্রাণশক্তির আবির্ভাবে পাপ ধ্বংস। পাপ ধ্বংস হওয়ায় শরীরাভ্যন্তরিক অন্যান্য রিপুগণের নিস্তেজতা বশতঃ আত্মানারায়ণের প্রকাশ। এই প্রকাশ ভাব দর্শনে মোহ হইতে মোহ ভাব অন্তর্হিত হওয়ায়, নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিরূপা

আত্মবিদ্যার সহিত আত্মানারায়ণরূপ পুরুষের মিলন হইল। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন হওয়ায়, সাধক আত্মসংসর্গে স্বদেশে (সহস্রারে) গমন পূর্ব্বক তথায় স্থিতিলাভ করেন। এই স্থিতিকালে পুরুষ-প্রকৃতি একীভূত হওয়ায় সাধক (এই দেহে জীবদ্দশায়) আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই সমগ্র পুস্তকের তাৎপর্য্য।

গগন-গুহা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

দেবী দর্শন।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহুর্ম্মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥

"আমি এই যোগ প্রথমে সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলাম, সূর্য্য মনুকে উপদেশ করেন এবং মনু ইক্ষ্বাকু রাজাকে উপদেশ করেন। এইরূপ পরম্পরা-প্রাপ্তি দ্বারায় রাজর্ষিরা পাইয়াছিলেন। পুনরায় অদ্য সেই পরম গুহ্য-বাক্য বলিব, অসূয়াবিহীন হইয়া শ্রবণ করিবে।"

গু শব্দে অন্ধকার, রু শব্দে আলো, অর্থাৎ মোহরূপ অন্ধকার কাটাইয়া, যিনি জ্ঞানরূপ আলোর দ্বারা হৃদয়

আলোকিত করেন, তিনিই গুরু। সেই গুরুদেব, দিব্ শব্দে আকাশ অর্থাৎ যিনি গুরু, তিনি পরব্যোম-সদৃশ, রূপ-গুণ-বর্জ্জিত, সুতরাং অব্যক্ত। সেই অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মন, মন হইতে বাক্য এবং বাক্যের [illegible] মনের লয় হইয়া থাকে। সেই লয়-সৃষ্টি-স্থিতি প্রতি মুহূর্ত্তে জীব মাত্রেরই এই দেহে হইতেছে এবং তৎসঙ্গে সত্ত্ব-রজ-তম, এই তিন গুণ চলিতেছে। গুণাতীত হইতে না পারায়, জীবের কর্ম্ম ক্ষয় হইতেছে না। সেই কর্ম্ম—যাহা নিষ্কাম অর্থাৎ কামনাশূন্য, আপনা আপনি চলিতেছে,—(না চলিলে জীব মরিয়া যাইত) তাহাই চঞ্চল-প্রাণ। এই চঞ্চল প্রাণকে যিনি রাখিয়াছেন, তিনিই প্রাণের প্রাণ আত্মারাম। সেই আত্মারাম ঘনীভূত হইয়া আদিত্যস্বরূপ প্রকাশিত হইলেন, সাধক মন দিয়া দেখিলেন।

সাধক বলিতেছেন, আত্মারাম স্বরূপ গুরু পাইলাম,—কিন্তু তিনটা শত্রু অনবরত পশ্চাতে লাগিয়া রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের হস্ত হইতে কি প্রকারে রক্ষা পাইব?

শত্রু—অর্থাৎ দেহের বামভাগস্থিত পাপপুরুষের অনুচর-ত্রয়, কাম, ক্রোধ ও লোভ। এই দুর্জ্জয় রিপুত্রয় দ্বারা জীবগণ অহঃরহ জর্জ্জরীভূত হইয়া, নিজ শিবকে হারাইয়া ফেলিতেছে। বর্ত্তমানে শিবস্বরূপ সদ্‌গুরু পাইয়া, জীব তৎ-চরণে নিজ মন-প্রাণ সমর্পণ করিয়া সাধন আরম্ভ করিল।

হৃদয়কে পাষাণবৎ দৃঢ় করতঃ (মমতাশূন্য হইয়া) ত্রিকূট পর্ব্বতোপরি* উপর্য্যুপরি তিনটী আসন† স্থাপন করিয়া তদূর্দ্ধে উপবেশন‡ করিলেন।

সোজা রামনাম§—যাহা জীবমাত্রেরই সম্মুখে অহর্নিশি জপ হইতেছে, তাহাকে উল্টাইয়া পশ্চাদ্ভাগে জপিতে লাগিলেন||—যেমত বাল্মীকি জপিয়াছিলেন; এবং যে হংস¶ এতকাল বাহিরে বিচরণ করিতেছিল, তাহাকে শ্রীনাথ আদেশে কূর্চবীজে** অর্পণার্থে গঙ্গা-যমুনার†† মধ্যবর্ত্তী সরস্বতী‡‡ নদীতে ছাড়িয়া দিলেন। অনন্তর শুক্লবর্ণাদেবী§§ ঐ হংস পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক দ্বিদলপদ্মে|||| অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই শুক্লবর্ণা জ্যোতির্ম্ময়ী নিজ হৃদয়-মধ্যে প্রাণ স্বরূপ শালগ্রাম¶¶ ধারণ পূর্ব্বক নিজেই নিজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া লইলেন।

---

* ত্রিকূট—ভ্রূমধ্য; ভ্রূমধ্য বলিতে সচরাচর আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, তাহা নহে (গুরু উপদেশ গম্য)। † অ, উ, ম এই তিন স্থান।

‡ অর্থাৎ শরীরকে সরল ও নিশ্চলভাবে ধারণ করিয়া, মেরুদণ্ডের মধ্যস্থিত তিনটী চক্রের ঊর্দ্ধে মনকে স্থাপন পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। § সোজা রামনাম—বহিঃপ্রাণায়াম।

|| অন্তঃ-প্রাণায়াম (গুরু উপদেশ গম্য)। ¶ হংস—শ্বাস প্রশ্বাস।

** কূর্চবীজ—হংসের উৎপত্তি ও লয় স্থান। ‡‡ সত্ত্বগুণাধিষ্ঠাত্রী দেবী।

†† গঙ্গা—ইড়া, যমুনা—পিঙ্গলা। §§ সরস্বতী—সুষুম্না।

|||| দ্বিদল—নাসিকাগ্র। সচরাচর নাসিকাগ্র বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তথায় মন রাখিলে মস্তিষ্কের পীড়া উপস্থিত হইতে পারে।

¶¶ শালগ্রাম—শীলা নহে (গুরুকৃপালভ্য)।

হৃদয়াকাশে উক্ত প্রকার দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত হইলে পর, দেবতাগণ মেঘের অন্তরাল হইতে প্রকাশিত হইয়া মনে মনে স্তব করিতে লাগিলেন। দিব্যদৃষ্টি-দ্বারা সাধক এই সমস্ত দর্শন করিতে লাগিলেন।

সত্ত্বগুণে ওই, শুক্লা জ্যোতির্ম্ময়ী,
পুরুষে জড়িত কিবা।
যতি হৃদে স্থিত, জ্যোতিতে আবৃত,
জ্যোতিতে হ'য়েছে শোভা॥
যোগ হ'তে জ্যোতি, প্রকাশিত অতি,
মতিতে জড়িত চরণ আভা।
অন্তর-অম্বরে, প্রকাশিত ক'রে,
জগতে প'ড়েছে তাহার শোভা॥
চন্দ্র-সূর্য্য-তেজ, হ'য়েছে নিস্তেজ,
স্বতেজে নিশীথ হ'য়েছে দিবা।
পুরুষ প্রকৃতি, অভেদ মূরতি,
নিত্য হৃদে স্থিতি মহিমা কিবা॥

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

—:—

দশচক্র।

সত্ত্ব, রজ, তম, এই তিন গুণ হইতে তিন প্রকার ভাবের উৎপত্তি হইতেছে। সত্ত্ব হইতে জ্ঞান, রজ হইতে লোভ এবং তম হইতে প্রমাদ মত্ততা এই তিন ভাব। এই তিন গুণ তিন ব্যক্তির দেহের ভিতর পৃথক পৃথক ভাবে প্রবেশ করায় তিনজনের পৃথক পৃথক তিনটী নাম রাখা হইল। অর্থাৎ সত্ত্ব-প্রধান ব্যক্তির নাম সত্যময়, রজ-প্রধান ব্যক্তির নাম রজনী এবং তম-প্রধান ব্যক্তির নাম তমোময়। উক্ত গুণত্রয় এই গতিশীল জগতে মানব-হৃদয়ে জন্মগ্রহণ করতঃ অপরাপর সকল মানবের ন্যায় নিজ নিজ গুণের দ্বারা চালিত হইয়া আসিতেছিল। দৈবানুগ্রহে হঠাৎ সদ্‌গুরু লাভ হওয়ায়, সত্যময়ের হৃদয়ে সত্যের প্রকাশ হইতে লাগিল। রজনী এবং তমোময়—তমসাচ্ছন্ন নিশিতে সদ্‌গুরুর দর্শন অভাবে, কাম ক্রোধের ব্যাপারে রত হইল।

অমাবস্যার নিশি—রাত্রি দ্বিপ্রহর। কাম-ক্রোধাশ্রিত রজনী এবং তমোময় ভীষণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত। উভয়ের মুখ-মণ্ডলে অপরিমিত চিন্তারেখা দৃষ্ট হইতেছে। উভয়ে প্রান্তর স্থিত একটী বৃহৎ শিলাখণ্ডে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথন

করিতেছিল। রজনী বলিল,—তমোময়! তুমি বৃথা ভাবিত হইও না, আমি উহার উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি।

তমোময় বলিল,—কি উপায়?

রজনী।—আমি রজোগুণ-সম্ভূত লোভ হইতে জাত, সুতরাং আমার ইষ্টদেব ব্রহ্মা—তিনি ইচ্ছার রাজা। সেই ইচ্ছার দ্বারায় সত্যময়কে আমাদের নিকট চিরকালের জন্য দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিতে পারি।

তমোময়।—তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যুক্তিযুক্ত বটে—তবে অনেক দেবতা ও ঋষিগণ তাহাব পক্ষে আছেন; এমত স্থলে আমাদের বল অপেক্ষা তাহার বল সহস্রগুণ অধিক। সুতরাং আমাদেরই পরাজয় হওয়া সম্ভব।

রজনী।—তমোময়! তুমি তমোগুণ হইতে উত্থিত হইয়াছ, সুতরাং তামসিক ব্যাপারে রত হইতে অবসাদগ্রস্ত হওয়া তোমার ন্যায় বীরের কর্ত্তব্য কার্য্য নহে।

তমোময়।—অবসাদ গ্রস্ত কি আমি হইতেছি? আমাকে দশচক্রে মিলিয়া অবসন্ন করিতেছে, উহাতে আমার কোন ক্ষমতা নাই।

রজনী।—দশচক্রের কোন ক্ষমতা নাই। ক্ষমতা কেবল তোমার—আমার—একটু সাহস করিয়া অগ্রসর হইলে নিশ্চয়ই বাঞ্ছা মাত্র হইবে।

তমোময়।—তুমি নিতান্ত অবোধ, তাই দশচক্রের ক্ষমতা নাই

বলিতেছ। দশচক্রের অসীম ক্ষমতা। কথায় বলে,—

"পত্নিগর্ভে পতি জন্মে নিজে হ'ল সুত।
দশচক্রে ভগবান হইলেন ভুত॥"

রজনী।—উহার অর্থ কি?

তমোময়।—নিজেই নিজের স্ত্রীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া নিজেই নিজের পুত্র হইলাম। আমি নিজে কিন্তু ভগবান ছিলাম, কেবল দশচক্রে আমাকে ভুত করিয়া রাখিয়াছে, অতএব দশচক্রের অসাধ্য কিছুই নাই।

রজনী।—দশচক্র কি এবং ভুত হইলে কি প্রকারে, তাহা আমাকে বুঝাইয়া বলু।

তমোময়।—সৃষ্টির পূর্ব্বে কিছুই ছিল না—সেই কিছু না থাকা অবস্থাই ভগবান,* সেই ভগবানের ভাব† হইতেই মনের উৎপত্তি হইল। সেই মন (মনুরাজা) ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চতত্ত্ব সৃষ্টি করিয়া সম্মুখে অর্থাৎ বহির্জ্জগতে রাখিলেন এবং সূক্ষ্ম পঞ্চতত্ত্বগুলি দেহের ভিতরে পঞ্চচক্রে এক একটী স্থাপন করিলেন। এই সম্মুখের পঞ্চচক্র এবং পশ্চাতের পঞ্চচক্র, উভয়ে মিলিয়া দশচক্র হইল। এই দশচক্র হইতে দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা মন অবশীকৃত হইয়া বহির্বিষয়ে আসিয়া পড়িল। মন বহির্বিষয়ে আসিবামাত্র সম্মুখের পঞ্চচক্রে আসক্ত

* ভগবান—ষড়ৈশ্বর্য্যবান। † ভাব—গুণাতীত অরু

হওয়ায়, পশ্চাতের পঞ্চচক্র ভুলিয়া গেলেন। সুতরাং জীব পঞ্চচক্রের অতীত পরম ভাব হইতে চ্যুত হইয়া ভুতের মত (অজ্ঞানভাবে) দেহ ধারণ করিয়া রহিলেন।

রজনী।—যদ্যপি দশচক্র হইতে মনকে দশ ইন্দ্রিয় দ্বারা অপহরণ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে দেবতাগণের অভাবে ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা আমাদের অনেক সাহায্য হইতে পারে।

তমোময়।—দশচক্রে দেবতাগণের অভাব নাই, তবে বাহিরের পঞ্চচক্রে জড় ভাব হওয়ায়, ভিতরের পঞ্চচক্রেই দেবতাগণ অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহারা সাধকের সাধনার উপায় বলিয়া দেন, যোগবল দৃঢ় করিয়া দেন, তদ্দ্বারা সাধক তোমার ও আমার মত শত্রুকে পরাস্ত করিয়া থাকে।

রজনী।—তবে এখন উপায়?

তমোময়।—মিষ্ট কথায় তুষ্ট করা—ইহাই একমাত্র উপায়, নতুবা সমস্তই নিরুপায়।

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইবার পর স্থির হইল যে প্রথমে সাধকের গায়ে হাত বুলাইয়া কার্য্যোদ্ধার করা কর্ত্তব্য। যদি তাহাতে বিফল মনোরথ হইতে হয়, তাহা হইলে অন্য উপায় উদ্ভাবন করা যাইবে। এই বলিয়া উভয়ে সত্যময়ের গৃহাভিমুখে চলিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:—

প্রকৃতির ক্ষমতা।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সত্যময় নিজ হৃদয়মন্দিরে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে অকস্মাৎ হৃদয়-গগন মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আসিল; চঞ্চল বায়ু ঝটিকার মত চতুর্দ্দিকে বহিতে লাগিল। তৎসঙ্গে মন চঞ্চল হইয়া অবশভাবে সূক্ষ্ম ছাড়িয়া জড় বিষয়ে নিপতিত হইল। সাধকের এমম্বিধ ভাব দেখিয়া আলুলায়িত কুন্তলা নিদ্রাদেবী দ্রুতপদে আসিয়া স্বীয় ক্রোড়ে তাঁহার মস্তক স্থাপন করতঃ সমুদয় জ্ঞান হরণ করিয়া লইলেন। সেই নিদ্রিতাবস্থায় সত্যময় স্বপ্ন দেখিলেন :—

স্বপ্ন দর্শন।

উর্দ্ধে নীল আকাশ, নিম্নে অগাধ জলধিজল*। সেই জলরাশির উপর একখানি ক্ষুদ্র তরী† ভাসমান। তরিখানি জীর্ণ, অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট‡; কিন্তু উহার মনোহর পতাকা§ দর্শনে বিমোহিত হইতে হয়। সেই ক্ষুদ্র তরিখানি পবনবেগে

* ভবসমুদ্র। † দেহতরী। ‡ লোমকূপ সকল।

§ মেরুদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত সুদর্শন-চক্র।

সাগরগঙ্গাভিমুখে চলিয়াছে। জীর্ণ তরিবক্ষে আশ্রয় না পাইয়া পতাকা মধ্যে ত্রিগুণেশ্বর* আশ্রয় লইয়াছেন। যাইতে যাইতে তরিখানি অকস্মাৎ তুফানের মুখে লাগিয়া জল মধ্যে মগ্ন হইল, কিন্তু পতাকাটী শূন্যমার্গে উড়িতে লাগিল। পতাকাশ্রিত ব্যক্তিত্রয় রক্ষা পাইলেন, আর তরী-মধ্যস্থিত সত্যময় অতল জলে ডুবিয়া গেলেন।+

ডুবিয়া গেলে মানুষ মরিয়া যায়; মরিয়া গেলে সকল দুঃখের নাশ হয়; কিন্তু ভোগ থাকিতে মৃত্যু হইবে কি প্রকারে? কর্ম্ম ক্ষয় না হওয়ায়, মৃত্যু—যাহা খণ্ড প্রলয়, তাহা জীব মাত্রেরই নিয়ত হইতেছে। এইরূপ হইতে হইতে যতটুকু আয়ু পুঁজি ছিল, তাহা হ্রাস হওয়ায়, শেষে মহাপ্রলয় অর্থাৎ দেহত্যাগ হইল। দেহ ত্যাগ হইল বটে—পরন্তু দেহের প্রতি আসক্তি থাকায় পুনরায় পূর্ব্বসংস্কারানুরূপ দেহ প্রাপ্ত হইল। এইরূপে নিয়তই জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু হইতেছে। সত্যময়েরও তাহাই ঘটিল। স্বপ্নের তরীখানি কল্পিত সমুদ্র মধ্যে মগ্ন হইয়া শেষে ভাসিতে ভাসিতে একটী ভাসমান শুষ্ক কল্পবৃক্ষের‡ শাখা অবলম্বনে রক্ষা পাইল। তখন সেই ভেলার উপর চড়িয়া কল্পিত ভবসমুদ্রে§ ভাসিতে

* ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। ‡ কল্পনা দ্বারা যাহা কিছু হয়।

+ দেহের প্রতি আসক্তি থাকায়, যাতায়াত রূপ জোয়ার-ভাটার টানে।

§ মায়িক জগত—সাধুগণের চক্ষে ইহা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হয়।

লাগিলেন। দৈবানুগ্রহে একখানি নূতন তরীর, নূতন কর্ণধার মিলিয়া গেল। সত্যময় সেই নূতন তরীমধ্যে অবস্থান করিয়া দেখিতে পাইলেন, ঊর্দ্ধে নীল নভোমণ্ডল,* নিম্নে অগাধ জলধিজল। সেই জলের উপর অসংখ্য মরালগণ ক্রীড়া করিতেছে। মরালগণের মধ্যে একটী রাজহংস† শোভা পাইতেছে। ঐ রাজহংস অন্যান্য মরালগণের ন্যায় ক্রীড়ায় আসক্ত না হইয়া উর্দ্ধগতি দ্বারা নীল নভোমণ্ডল অতিক্রম করতঃ চন্দ্রমণ্ডলে‡ পৌছিল। তখন চন্দ্র নিজ মণ্ডল মধ্যে হংসকে স্থাপন পূর্ব্বক মহাশূন্যে বিলীন হইলেন। চন্দ্রমণ্ডলে চন্দ্র নাই, তৎপরিবর্ত্তে হংস বিরাজমান। অনন্তর এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ§ আসিয়া হংসপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, তখন হংস প্রকৃতিস্থ হইল।

সেই স্বপ্নাবস্থায় উক্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পশ্চাৎ হইতে একজন নরাকৃতি মহাপুরুষ বাহির হইয়া চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া সত্যময়কে ডাকিলেন। সত্যময় তাঁহার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, বহুদূর অনুভব করিয়া তথায় যাইতে অসুবিধা বোধ করিলেন। তখন সেই মহাপুরুষ ঈষদ্ধাস্যে নিম্নে

---

* সদ্‌গুরুর কৃপা লাভ হইল।

† রাজহংস—হংসের সূক্ষ্মাবস্থা।

‡ চন্দ্রমণ্ডল—মনের রূপ (গুরুবক্তৃ গম্য)।

§ অঙ্গুষ্ঠ মাত্রেন মুনয়ঃ বদন্তি।

অবতরণ পূর্ব্বক তাঁহার মস্তকে হস্তস্পর্শ করিয়া ডাকিলেন। অকস্মাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল—সুখের স্বপ্ন শূন্যে মিশিয়া গেল—সত্যময় চাহিয়া দেখিলেন "শৈল"।*

শৈল বলিলেন,—দাদা! অনেক বেলা হইয়াছে, আর ঘুমাইওনা। গাত্রোত্থান করিয়া অন্ন গ্রহণ কর, প্রস্তুত অন্ন পড়িয়া আছে। প্রস্তুত অন্ন গ্রহণ করিতে বিলম্ব করিলে শত্রু বৃদ্ধি হয়।

সত্যময় বলিল,—ভগিনি! তুমি আমাকে ঘুমাইতে নিষেধ করিও না। জাগ্রত অবস্থা অপেক্ষা নিদ্রিত অবস্থাকে আমি বড় ভালবাসি এবং বহির্জ্জগৎ অপেক্ষা স্বপ্নজগৎ আমার পক্ষে সুখকর বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে।

শৈল।—দাদা! প্রকৃত জাগ্রত অবস্থা না জানার দরুণ বর্ত্তমান জীবভাবকে জাগ্রতভাব মনে করিয়া নিদ্রিতাবস্থাকে উহার সহিত তুলনা দিতেছ। পরন্তু প্রকৃত জাগ্রত অবস্থা অবগত হইলে, নিদ্রিতাবস্থাকে একেবারে বিস্মরণ হইতে হয়। বর্ত্তমান জাগ্রত এবং বর্ত্তমান স্বপ্ন, দুইই তুল্য। ব্রহ্মজ্ঞানই প্রকৃত জাগ্রতভাব, তাহা হইতে চ্যুত হইয়াই এই বর্ত্তমান জীবভাব, যাহা ব্রহ্মজ্ঞানীর চক্ষে স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই জাগ্রত স্বপ্ন হইতে আবার নিদ্রিত স্বপ্ন—যাহা দেখিতেছ, তাহা মোহ

* শৈল—নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি।

ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব মোহকে ভালবাসিতে চাও? ইহাত প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম।

সত্যময়।—জগতের প্রত্যেক জীবইত এইরূপ কর্ম্মে আসক্ত, তবে তাহারা সকলেই কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে?

শৈল।—নতুবা এত রোগ শোক পাপ তাপ প্রভৃতি ভোগের দ্বারা অহঃরহ জীবগণ জর্জ্জরীভূত হইবে কেন?

সত্যময়।—তবে কি আদৌ নিদ্রা যাইব না?

শৈল।—আদৌ নিদ্রা না হওয়াইত সাধনের উদ্দেশ্য কিন্তু সেরূপ ক্ষমতা কাহার আছে? সেই ক্ষমতা সাধারণ জীবের নাই বলিয়া, বিধি নিষেধ মানিয়া চলা কর্ত্তব্য। সকল বিষয়েই এক একটা বিধি আছে, সেই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে বিপর্জ্জয় ফল ফলিয়া থাকে। আত্মাতে মগ্ন হইয়া না থাকায়, প্রতি মুহূর্ত্তেই মনের পরিবর্ত্তন হইতেছে; সুতরাং কষ্টের সহিত আত্মচিন্তা হইতেছে। মন চায় বিষয়, প্রাণ চায় সুখ। আত্মাতে থাকিলে সেই সুখ পাওয়া যায়, কিন্তু মন বিষয়ে দৌড়াইতে থাকে—সুতরাং সুখ উপলদ্ধি করিবে কে? বিধিপূর্ব্বক আত্মচিন্তার অভাব হওয়ায়, বলবান্ মন দুর্ব্বল প্রাণকে টানিয়া আনিয়া বিষয়ে ফেলিল। এইরূপ টানাটানি করিতে করিতে মন বিরক্ত হইয়া ছটফট করিতে লাগিল; অনন্তর অবশীকৃত মন বিশ্রামার্থে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে

আশ্রয় লইয়া সকল জ্বালার হস্ত হইতে নিস্তার পাইল। যে সাধকের এবম্প্রকার অবস্থা, তাহার পক্ষে একটা নিয়ম থাকা উত্তম। অর্থাৎ আহার বিহার শয়ন উপবেশন জন্য একটী সময় নির্দ্ধারিত করিয়া রাখা উচিত। নতুবা "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" অর্থাৎ শয়নকালে ভোজন এবং সাধনকালে শয়ন করা নিতান্ত গর্হিত কর্ম্ম। উহাতে অধিক পরিমাণে আয়ুক্ষয় হয়।

সত্যময়।—আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া একাগ্রভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেইত কোন দোষ ঘটিতে পারে না?

শৈল।—জীবের অন্নগত প্রাণ, অন্নাভাবে দেহ চলিবে না এবং নিদ্রাটাও একটা ভোগ; চিরকালই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। অদ্য হঠাৎ তাহাকে বন্ধ করিলে, বায়ুর বিকারে মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়া পীড়াদি হইতে পারে। উক্ত প্রকার অশাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম করিলে, শান্তি হইতে দূরে পড়িতে হয়।

সত্যময়।—আমি তোমার অনেকগুলি কথা শুনিলাম কিন্তু এখনও আমার মনের প্রকৃত ভাবের কথা বলি নাই।

শৈল।—ভাবের কথা আর বলিবে কি? যেখানে ভাব— সেখানে কথা থাকে না। আর তোমার যে ভাব লাগিয়াছে, তাহা আমি সম্যক বুঝিতে অক্ষম হইলেও কিছু কিছু অবশ্যই বুঝিয়াছি।

সত্যময়।—কি বুঝিয়াছ বলদেখি ?

শৈল।—তুমি যখন আমার কথার প্রতিবাদ করিতেছ, তখন অবশ্যই তোমার আশুপ্রীতিকর বিষয়ের অনুকূল বাক্যই প্রয়োগ করিবে। নিজের হিত বুঝিতে পারিলে, তর্ক বিতর্ক করিবার আবশ্যক হয় না।

"শৈল! তুমি রাগ করিও না,—আমার শরীর মধ্যে কে যেন প্রবেশ করিয়া, আমার মুখ দিয়া ঐ সকল কথা বলাইতেছে এবং দৈবভাব হ্রাস করিয়া আসুরিক ভাবের উদ্রেক করিয়া দিতেছে।" এই কথা বলিতে বলিতে সত্যময় অবশ হইয়া পড়িলেন।

ভ্রাতার এবম্বিধ ভাব অবলোকন করিয়া শৈল তাঁহাকে জলন্ধরমুদ্রা* দ্বারা ঝাড়িতে লাগিলেন। তিনবার ঝাড়িবার পর, ভয়ঙ্কর হুঙ্কার করিয়া একজন রক্তবর্ণ ভীষণকায় নরাকৃতি পুরুষ† সম্মুখে উদয় হইল। শৈল তৎপ্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, আপন মনে ভ্রাতাকে পুনরায় অন্য মন্ত্রদ্বারা ত্রাটক‡ যোগবল প্রয়োগ করতঃ ঝাড়িতে লাগিলেন। অনন্তর ত্রাটকবলে আর একজন নরাকৃতি পুরুষ§ বাহির হইল।

---

* জলন্ধরমুদ্রা—ক্রিয়া বিশেষ, যাহা দ্বারা কাম দমিত হয় (গুরুবক্ত্রগম্য)।

† রজঃ-তমোগুণাশ্রিত কাম। § রজঃ-তমোগুণাশ্রিত ক্রোধ।

‡ ত্রাটক অর্থে সাধারণতঃ যাহা বুঝায়, তাহা নহে। প্রকৃত ত্রাটকযোগে রজঃগুণের হ্রাস হয় (গুরুবক্ত্রগম্য)।

শৈল তাহাতেও দৃক্‌পাত করিলেন না দেখিয়া, সেই ভীষণ-কায় পুরুষদ্বয় ক্রমশঃ উগ্রভাব সম্বরণ করতঃ শৈলবালার সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইয়া কহিল, "মা! প্রসন্ন হউন।"

শৈল ভ্রাতার দিকে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিলেন। সত্যময় প্রকৃতিস্থ হইয়া শৈলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "শৈল! হাসিতেছ কেন?"

শৈল।—দাদা! তোমার আদর ও যত্নের দুইজন বন্ধু সম্মুখে হাজির আছে, একটু খাতির যত্ন কর!

সত্যময়।—উহারা কে? আমিত উহাদিগকে চিনি না!

শৈল।—একজন রজনী আর একজন তমোময়। ইহারাই তোমার শরীরাভ্যন্তরিক রজ ও তমোগুণ এবং ইহাদের দ্বারাই তোমার এই উপস্থিত ব্যাধির সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেক চেষ্টায় এবং গুরুর কৃপায় আজ তোমার এই দুইটা ভুত ছাড়াইয়াছি; সাবধান! আর কখনও উহাদিগকে ঘরে ঢুকিতে দিও না।

ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়ের কেহই রজ ও তমোগুণকে সাদর সম্ভাষণ না করায় উভয়েই মনের দুঃখে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেল। যাইতে যাইতে তমোময় রজনীকে বলিল, "দেখিলেত, ব্যাপারটা কি? তখন বলিয়াছিলাম, উহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার উপায় নাই। তুমি আমার কথায় বিশ্বাস না করিয়া, আজ কপালে এই লাঞ্ছনা ভোগ ঘটাইলে।"

রজনী।—আরে ভাই! স্ত্রীলোকটার কি বুদ্ধি?

তমোময়।—পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকেরই বুদ্ধি অধিক।

রজনী।—আচ্ছা ভাই! স্ত্রীলোকই কি সব করে? সেই "আত্মলীলার" বিজয়া মাগী না করিল কি? সেই মোহনটাকে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখাইয়া দিল!! পুরুষ অপেক্ষা প্রকৃতি কি সকল কাজের গোড়া?

তমোময়।—মাগীইতো সকল কর্ম্মের গোড়া। মাগীই সংসার গড়িতে পারে, আবার মাগীই সংসার ভাঙ্গিতে পারে। মাগী না থাকিলে কিছুই নাই। দেখ মাগীর দ্বারায় রাম বনে যায়, মাগীর দ্বারাই স্বর্ণলঙ্কা দগ্ধ হয়, আবার মাগীর দ্বারাই দেবতারা রক্ষা পায়। মাগী বরের ঘরের পিসি, ক'নের ঘরের মাসী। সংসার রাখা এবং সংসার জ্বালান—দুইই মাগীর কর্ম্ম।

রজনী।—মাগী কি সকল ঘটেই আছে?

তমোময়।—মাগী এই দেহরূপ ঘটের মধ্যে প্রকৃতি, সেই প্রকৃতি সকল কর্ম্ম করিয়া থাকে—পুরুষ কিছুই করেন না—নির্লিপ্ত। সেই মাগীইতো সাধকের সুমতি বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি। মাগী সাধকের কাছে সুবুদ্ধি আর আমাদের কাছে কুবুদ্ধি।

রজনী।—মাগীর এত গুণ?

তমোময়।—

মাগীর এত গুণ, বুদ্ধি চতুর্গুণ,

হরহৃদে পদ দেয় কপালে আগুণ।

রজনী।—তবে আর মাগীদের গুণ কোথায়? ঐ সকল তো দোষের বিষয়। স্বামীর বুকে যে পা দেয়, সে স্ত্রীলোক ভাল হইবে কি প্রকারে?

তমোময়।—দেখ ভাই! আমি তমোগুণাশ্রিত ব্যক্তি, দৈব-ভাব অবগত নহি, তবে যখন সত্ত্বগুণের আশে পাশে ঘুরি, তখন দু' একটী সাত্ত্বিক ভাবের কথা শুনিতে পাই, তাহাই তোমার নিকট বলিয়া থাকি।

রজনী।—সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের দিন যাপন করিবার কার্য্য কি? কাহারও ঘাড়ে চাপিয়া ভোগা-ভিলাষ পূর্ণ করা ভিন্ন, উপায়ান্তর নাই। আচ্ছা ভাই! আমি তো বিষয়ভোগে একান্ত আসক্তচিত্ত, সুতরাং আমার জীবন কি বৃথা?

তমোময়।—তোমার কাঞ্চন, আমার কামিনী; তুমি রজ, আমি তম, খাও দাও মজা কর, অপর সুখের বস্তু আর কিছুই দেখি না। আর ইহারই জন্য সমস্ত জগত লালায়িত, সুখের বস্তু না হইলে লোকে এত কষ্ট স্বীকার করিবে কেন?

রজনী।—হ্যাঁ ভাই! আমারও ঐরূপ মত।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান করিলে পর সত্যময় বলিলেন,—"শৈল! তুমি তো বহুদিন হইতে যোগ সাধন করিতেছ; কিন্তু তুমি কখন আমার মত এইরূপ অবসাদ গ্রস্ত হইয়াছ কি?"

শৈল।—মন দুর্ব্বল হইলেই অবসাদ আইসে; সুতরাং যত্ন পূর্ব্বক শরীর রক্ষায় রত থাকিলে, অবসাদ দূরীভূত হইয়া শারীরিক সুস্থতা লাভ হইবে।

সত্যময়।—শরীরের উপর আমার খুবই লক্ষ্য থাকে, তবে দুর্ব্বল হই কেন?

শৈল।—হাড়-মাসের উপর লক্ষ্য রাখিলেই কি শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়? তাহা নহে। যাহার তেজে এই হাড়-মাস বজায় রহিয়াছে, সেই তেজকে হীন* না করিয়া, বর্দ্ধিত† করাকেই শরীরের প্রতি লক্ষ্য রাখা কহে। ওঁকাররূপ শরীরই প্রকৃত শরীর, এই জড়দেহ তাহারই ছায়া মাত্র জানিও। সেই সূক্ষ্ম শরীরের ক্ষমতাই এই জড়দেহের ক্ষমতা, নতুবা ইহা অকর্ম্মণ্য জানিও। অতএব যাহাতে সূক্ষ্ম শরীরের পোষণ কার্য্য সমাধা হয়, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখাকেই যত্ন পূর্ব্বক শরীর রক্ষা কহে।

---

* শুক্র ক্ষয় না করা। † চিন্তাশূন্য হইলে শুক্র বর্দ্ধিত হয়; গুরু প্রদর্শিত উপায় দ্বারা চিন্তাশূন্য হইতে পারা যায়।

সত্যময়।—তুমি যে এই সূক্ষ্ম এবং জড়ের বিচার করিতেছ, তুমি কি এই দু'য়ের অন্ত দেখিয়াছ?

শৈল।—অন্ত না দেখিলে কোনও বিষয়ের বিচার করা যাইতে পারে না। আমি অন্ত দেখিয়াছি বটে কিন্তু অন্তে মিশিতে পারি নাই। না পারায় প্রকৃতি রহিয়াছি, পারিলেই পুরুষ হইয়া যাইতাম, সর্ব্ব জীবেরই এইরূপ ভাব।

সত্যময়।—সে অন্ত কোথায়?

শৈল।—সে অন্ত শীর্ষ এবং মার্গে লক্ষিত হয়।

সত্যময়।—শীর্ষ এবং মার্গে লক্ষ্য হয় বটে, কিন্তু স্থিতি কোথায়?

শৈল।—স্থিতি সর্ব্বত্রে। যাহা অগতির গতি, যাহা ব্যতীত অপর দ্বিতীয় বস্তু নাই, এবং যিনি অনন্ত ভাবে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহার আবার থাকিবার স্থান কোথায়? "বৃহত্তাৎ ব্রহ্ম উচ্চতে"—যাহার তুল্য বড় কিছুই নাই, সেই বড়, এই ক্ষুদ্র ত্রিভুবনের ভিতর কি প্রকারে প্রবেশ করিবেন? এই স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল যাহা, তদপেক্ষা অতি ক্ষুদ্র, তাহা সেই ব্রহ্মের এক অণুর সহস্রাংশের একাংশেতে রহিয়াছে। সেই ত্রিলোকের মধ্যে আবার কত অসংখ্য দেশ ও নগর রহিয়াছে। সেই নগরের মধ্যে আবার তুমি—আমি রহিয়াছি। এখন বুঝিয়া দেখ তুমি ও আমি কত ছোট।

সত্যময়।—আমি ছোট—আর আত্মা বড়, তাহাই যদ্যপি স্থির হয়, তবে আমার দেহস্থিত আত্মা দেহাপেক্ষা ক্ষুদ্র অনুভব হইতেছে কেন ?

শৈল।—ভগবান ভাবময়; যাহার যেমন ভাব, তাঁহার কাছে তদ্রূপ ভাবে প্রকাশিত হয়েন। দর্পণের সম্মুখে যেমন ভাবে দাঁড়াইবে, তদ্রূপ প্রতিমূর্ত্তিই তাহাতে প্রতিফলিত হইবে। তুমি অহংমদে মত্ত হইয়া নিজেকে বড় জ্ঞান কর, এইহেতু তোমার চক্ষু আত্মাকে ছোট দেখিতেছে। যখন তুমি অহং জ্ঞান হারাইবে, তখন দেখিবে আত্মারাম সর্ব্বত্রে ব্যাপিয়া আছেন। তুমি ও আমির সত্ত্বা একেবারে লোপ পাইয়াছে।

সত্যময়।—শৈল! তোমার মুখে এই সমস্ত ধর্ম্ম কথা শুনিয়া ক্রমশঃ সাধনে আমার দৃঢ়তা হইতেছে।

শৈল।—দৃঢ়তা হইলেই সাধনের অন্ত দেখিতে পাইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পাত্র নির্ণয়।

রাত্রি দ্বিপ্রহর।—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হানিতেছে। প্রভঞ্জন ভীমনাদে বড় বড় বৃক্ষের শাখা সকল ভাঙ্গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিতেছে। ক্ষণপ্রভার দিগন্ত-ব্যাপী ক্ষণিক হাসি রাশির সহিত মিশ্রিত হইয়া ভয়ঙ্কর বজ্রনিনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই তমসাচ্ছন্ন অমা নিশাতে মা কাঁদিতেছেন।

শৈল ও সত্যময় দুঃখিনী মায়ের প্রতি বিমুখ। প্রাণের পুত্র-কন্যা ক্রোড় হইতে অন্তরাল হওয়ায়, আজ মায়ের এই বিষাদ উপস্থিত। মায়ের মায়া অসীম, মায়ামুগ্ধ জীব মায়ের বশীভূত হইয়া তাঁহার পূজায় রত হইয়া থাকে; কিন্তু শৈল ও সত্যময়ের পক্ষে সকলই বিপরীত। মা'র পূজা পরিত্যাগ করিয়া তৎপীড়নে সততই রত আছেন। তবে কি ইনি আমাদের সেই ত্রিজগৎপূজিত গর্ভধারিণী জননী নহেন? পাঠক! একটু স্থির হউন, এখনই রহস্য ভেদ করিবেন না। সময় হইলেই সকল সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া মা আপনিই প্রকাশ হইবেন।

মা কাঁদিতেছেন আর শৈল ও সত্যময় তৎসম্মুখে নীরবে দণ্ডায়মান আছেন। মা বলিতেছেন, "দেখ শৈল! আমার প্রতি বিমুখ হইও না—সৎপাত্রে মাল্য অর্পণ কর। যুবতী-হৃদয় যুবক পুরুষে অর্পণ করিয়া প্রকৃতি অনুরূপ কর্ম্ম কর।

সত্যময়।—মা! আপনার বাক্য যুক্তিযুক্ত বটে; কিন্তু আপনার বাক্য অনুরূপ সংযোগ ঘটিলে অমতের কোন কারণ নাই। আপনি যে সৎপাত্র স্থির করিয়াছেন, অগ্রে তাহা প্রকৃত সৎ কিনা দেখা উচিত। আমার বিবেচনায় ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসৎ। সকল জীবই প্রকৃতিবিশিষ্ট; সুতরাং পুরুষ কি কামিনী সকলেই স্ত্রীলোক বিশেষ। সেই স্ত্রীলোকগণের কর্ত্তব্য নিজ মন প্রাণ ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া তৎপত্নি ভাবে অবস্থান করা, যেহেতু তিনিই একমাত্র জগতস্বামী।

সত্যময়ের কথা শ্রবণ করিয়া মা তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন সত্যময় ও শৈল সত্যসনাতনের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন।

এক প্রহর অতীত হইলে পর তথায় এক যোগী পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শৈল তাঁহাকে দেখিয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকাইত হইলেন। সত্যময় পাদ্যার্ঘ দিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। তখন সেই যোগী পুরুষ সত্যময়কে আশীর্ব্বাদ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"বৎস! সমস্তই মঙ্গল তো?"

সত্যময়।—প্রভু! আপনার কৃপায় সমস্তই মঙ্গল।

যোগী।—শৈলের জন্য একটী পাত্র স্থির করিয়াছি, পাত্রটী অতি সুপাত্র, তাহাই জ্ঞাত করণার্থে তোমার নিকট আসিলাম।

সত্যময়।—প্রভু! আপনার অশেষ কৃপা। পাত্রের রূপ-গুণাদি বর্ণন করিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন।

যোগী।—পাত্র শব্দে আধার;—যেমন জলপাত্র অর্থাৎ যে পাত্রে জল রক্ষা হয়, পতিত হইয়া না যায়, তাহাকেই পাত্র কহে। তদ্রূপ শৈলের পাত্র জড় বস্তু সমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন,* তাঁহার আপন পর নাই, সকলকেই ধারণ করিয়া আছেন,† এই জন্য তিনি সুপাত্র। সু শব্দে সুন্দররূপে এবং পাত্র শব্দে যাহাতে রক্ষা হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে আশ্রয় করিলে অশান্তিরূপ নরকে পতিত হইবার আশঙ্কা হইতে রহিত হইয়া সুন্দররূপ ব্রহ্মে থাকা যায়। তাঁহার নাম?—তাঁহার নাম কিছুই নাই; কে তাঁহার নামকরণ করিবে? তাঁহার পূর্ব্বে কেহই ছিল না, তাঁহার বর্ত্তমানে কেহ নাই (অর্থাৎ তিনিই জীবরূপে লীলা করিতেছেন, অপর কেহ নহে)

* অস্থি-চর্ম্ম-বিশিষ্ট জড়দেহ।

† প্রাণের অস্তিত্বেই দেহের অস্তিত্ব।

এবং পরও কেহ নাই, সবই আপন। সেই আপনকে চিনিতে হইলে, তাঁহার নাম কীর্ত্তনই একমাত্র উপায়। জগতে কালী কৃষ্ণ প্রভৃতি যত নাম শুনা যায়, সবই তাঁহার নাম; কিন্তু তাহা জিহ্বারূপ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা উচ্চারণ করায়, ইন্দ্রিয়াতীত যে পরম ভাব তাঁহাতে পৌছায় না। এই হেতু ঐ সকল নামের দ্বারা তাঁহাকে স্মরণ করা হয় না। সদ্‌গুরু উপদিষ্ট প্রণবের ক্রিয়া দ্বারাই প্রকৃত নাম স্মরণ হইয়া থাকে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ" অর্থাৎ প্রণবই একমাত্র তাঁহার নাম। সেই নাম স্মরণ দ্বারা সমস্তই হরণ হইয়া যায় বলিয়া লোকে তাঁহাকে "হরি" বলিয়া থাকে। তাঁহার ধাম?— সর্ব্বত্রে। এমন কোনও স্থান নাই, যথায় তাঁহার অধিকার নাই। এই জন্য তাঁহাকে সর্ব্বেশ্বর কহে। তিনি সর্ব্বময় হইলেও, তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইতে হইলে, অগ্রে দেহ মধ্যস্থিত তপলোকে তাঁহার অনুসন্ধান করা উচিত। সেই আজ্ঞাচক্রস্থিত তপোবনই তাঁহার ধাম। সেই ধামে তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়। রূপ—তাঁহার রূপ এই চক্ষের অগোচর, এই জন্য শাস্ত্রে বলে তিনি পরব্যোম স্বরূপ। পরব্যোম বলিলেই নিরাকার বুঝায়। নিরাকারের আবার রূপ কি? ইহা সকলেরই মনে উদয় হইতে পারে; কিন্তু শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব আত্মযোগ

দ্বারা অবগত হইলে, জানা যায় যে নিরাকারেরও একটী রূপ আছে; কিন্তু তাহা এই সকল সাধারণ মূর্ত্তির ন্যায় জড় নহেন, কেন না জড় হইলেই নাশশীল। তাঁহার সূক্ষ্ম রূপ এই বাহ্য চক্ষু দ্বারা দর্শন হয় না এবং সেই রূপের মত আর দ্বিতীয় রূপ নাই; এই জন্য তিনি অতুলনীয়। তাঁহার রূপটী কিরূপ, না—অরূপের রূপ। আর গুণের মধ্যে—তিনি নির্গুণ। জীবমাত্রেই তিন গুণে মোহিত হইয়া আছে, এবং প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে গুণ সকল চলিতেছে। সেই গুণ সকলের মধ্যে অর্থাৎ প্রাণের আদি ও অন্তে* তিনি গুণাতীত ভাবে নিহিত থাকায়, ব্রহ্মবিদেরা তাঁহাকে নির্গুণ ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। জাতিকুল—তাঁহার জাতিকুলের সীমা নাই। হিন্দু মুসলমান, খৃষ্টিয়ান প্রভৃতি সকল দেহেই বিরাজমান। এই হেতু তাঁহার জাতির স্থিরতা নাই অর্থাৎ সকল জাতিই তিনি। আর কুলও তাঁহার পাওয়া যায় না, এই জন্য তাঁহার একটী নাম নকুল। বিদ্যার মধ্যে তিনি চুরি বিদ্যাতেই সুনিপুণ।

সত্যময়।—সে কেমন চুরি?

যোগী।—মন চুরি—প্রাণ চুরি—আর যাহা সকল লোকের পুঁজি, তাহাই চুরি। এই তাঁহার বিদ্যার পরিচয়।

* অর্থাৎ সন্ধিক্ষণে।

সত্যময়।—প্রভু! কোনও লোকের ত কিছুই পুঁজি নাই। সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়—(ধনরত্নাদি) তাহা লোভের বশীভূত হইয়া তস্করে অপহরণ করিয়া থাকে; কেবল মাত্র দেহটা বাকী থাকে, তাহাও আবার কালের গর্ভে যাইতেছে। তবে আর কাহার কি পুঁজি রহিল যে তাহা হরির হরণের অপেক্ষায় থাকিবে?

যোগী।—বৎস! তুমি ভুল বুঝিতেছ। মানবগণ সামান্য ধনরত্ন বা দেহাদিতে আসক্ত হইয়া মনোমধ্যে তাহাই সঞ্চিত করিয়া রাখে বটে কিন্তু তাহা প্রকৃত পুঁজি নহে। প্রকৃত পুঁজি জীবগণ জন্মের সহিত পাইয়া থাকে, সেই জন্য তাহাকে "সহজ" বলে। সেই সহজ (একটী কর্ম্ম বিশেষ) প্রত্যেক জীবের ভিতর হইতেছে, তাহাই জীবগণের একমাত্র পুঁজি। সেই মূলধনে নজর না থাকায়, ক্রমশঃ তাহার ক্ষয় হইতে থাকে। খরচ হইতে হইতে পুঁজি ফুরাইয়া গেলে অন্নাভাবে জীবলীলা সম্বরণ করিতে হয়। যিনি মূলধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহা বর্দ্ধিত করিতে চেষ্টা করেন, তিনি অচল ধনের অধিকারী হইয়া, অচল ভাবে অবস্থান করায় শ্রীহরি সেই পুঁজি হরণ পূর্ব্বক আপনাতে মিলাইয়া লয়েন।

সত্যময়।—প্রভু! মনের চঞ্চলতা হেতু আপনার বাক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। অনুগ্রহ পূর্ব্বক পুনরায়

স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলুন, যাহাতে সহজে অনুভব করিতে সক্ষম হই।

যোগী।—প্রত্যেক জীব এই শ্বাসের পুঁজি পাইয়াছে। সেই শ্বাস চঞ্চলভাবে দেহের ভিতরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে। সেই পুঁজি শেষ হইলে জীবের জীবনী-শক্তি হ্রাস হওয়ায়, দেহ শবে পরিণত হয়। কিন্তু যিনি সদ্‌গুরু উপদেশ দ্বারা শ্বাসকে অন্তর্মুখী করিয়া অন্তর মধ্যে গমনাগমন করাইতে সক্ষম হয়েন, তিনি অচল (স্থিরভাবে) থাকায়, অন্ন ব্রহ্ম দ্বারা যোগবল প্রাপ্ত হইয়া হরি-পাদ-পদ্মে স্থিত হয়েন। তখন আজ্ঞাচক্র মধ্যস্থিত শ্রীহরি সমস্ত বায়ু স্থির করতঃ মোক্ষপ্রাপ্তি করাইয়া দেন।

সত্যময়।—আপনি যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, সেই পাত্রটীর একবার দর্শন পাইলে, কৃতার্থ হই।

যোগী।—তুমি দীক্ষাকালীন তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলে, তাহা কি বিস্মরণ হইয়াছ?

সত্যময়।—প্রভু! আপনার কথিতরূপ পুরুষের দর্শন পাই নাই। এক শুক্লবর্ণা প্রকৃতির দর্শন পাইয়াছিলাম। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী তৎকালে দর্শন দিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাঁহার দর্শন পাইতেছি না। আর দর্শন পাইলেই বা কি বিশেষ

ফলোদয় হইবে? যেহেতু তিনি প্রকৃতি। নারায়ণরূপ পুরুষ ব্যতীত আমার এ প্রাণ-পাখী আর কাহারও নিকট পোষ মানিতে চাহে না।

যোগী।—তুমি যে শুক্লবর্ণা প্রকৃতি দর্শন করিয়াছ, তাহা সেই পুরুষের শুভ্র তেজরাশি জানিও। সত্ত্বগুণান্বিত সাধক আত্মবিদ্যার প্রভাবে শুভ্রবর্ণা প্রকৃতি দর্শন করেন, তিনি দেবী সরস্বতী। রজোগুণান্বিত সাধক পীতবর্ণা প্রকৃতি দর্শন করেন, তিনি লক্ষ্মীদেবী নামে অভিহিতা। উক্ত লক্ষ্মী-সরস্বতী নারায়ণের সম্মুখে রহিয়াছেন, তাই সাধকের অগ্রে লক্ষ্য হইয়া থাকে। এই লক্ষ্য হইতে হইতে তন্মধ্যস্থিত দেবী বিন্দুবাসিনী* প্রকাশিতা হইয়া থাকেন। সেই দেবী তৃতীয় চক্ষুস্বরূপ দুর্গ (কেল্লা) মধ্যে রহিয়াছেন, এই হেতু তাঁহার নাম দুর্গা† দশভুজা। সেই দুর্গা জীবদেহে কুলকুণ্ডলিনীরূপে মূলাধারে নিদ্রিতা আছেন। সাধন দ্বারা তাঁহাকে জাগ্রত করিয়া আজ্ঞাচক্রস্থিত বিষ্ণু-পাদ-পদ্মে স্থিতি করিতে পারিলেই নারায়ণের দর্শন পাইবে।

সত্যময়।—প্রভু! এ দাস যে ভাবে সাধনা করিতেছে, তাহাতে সেই মুকুন্দমুরারীর দর্শন কি ভাগ্যে ঘটিবে?

---

* বিন্দুব্রহ্ম [গুরু উপদেশগম্য]।
† যাঁহাকে দুঃখেতে লাভ হয়, তিনিই দুর্গা দশভুজা।

"ভাগ্যে সকলেরই ঘটিয়া থাকে তাহা তোমার ঘটিবে। বিধি পূর্ব্বক সাধন করিয়া চল, তাহা হইলে শৈলের বিবাহে তাঁহার দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইবে।" এই বলিয়া যোগী পুরুষ অন্তর্হিত হইলেন।

শৈল ভ্রাতার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে পিতার নিকট লইয়া গেলেন। পিতা উভয়কে সস্নেহে চুম্বন করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আমি তোমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ কত অন্বেষণ করিতেছিলাম।"

পিতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যময় বলিলেন,—"পিতঃ! দৈব কর্ত্তৃক শৈলের জন্য সুপাত্র স্থিরীকৃত হইয়াছে; আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" পুত্রপ্রমুখাৎ এই কথা শ্রবণ করিয়া পিতা আনন্দিতচিত্তে তাহাতে সম্মতি প্রকাশ করিলে পর, শৈল ও সত্যময় নিজ নিজ মন্দিরাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:—

সাধু নির্ণয়।

মা শৈল ও সত্যময়ের নিকট হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তাহার প্রিয় পুত্র রজনী ও তমোময়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রদ্বয় নিজ জননীকে পূজা করিল। মা তখন উভয়কে বর প্রার্থনা করিতে বলায়, তাহারা তমো-রজো প্রবৃত্তি অনুযায়ী বর প্রার্থনা করিল। মা বরদানে প্রবৃত্ত হইল।

"বৎস! তোমরা আমার দ্বারা একান্ত মুগ্ধ হইয়াছ; সুতরাং মোহনিদ্রা দ্বারা অবশ হইয়া নিয়ত আত্মহত্যা* প্রভৃতি কর্ম্মে রত থাকিয়া সংসারের মজা লুটিয়া লও। এই পঞ্চতত্ত্বের দেহখানি সর্ব্বদা নানা আভরণে সুশোভিত রাখিয়া স্বেচ্ছাচারিতা ব্রতে দীক্ষিত হও এবং দেহ মধ্যস্থিত আত্মাকে বিস্মৃত হইয়া আমার ভুবনমোহিনী রূপের চিন্তায় রত হও। যোগক্রিয়া সকলকে মনোমধ্যে স্থান না দিয়া ব্রত-উপবাস-তীর্থাদি ভ্রমণ দ্বারা দেহকে নিষ্পাপ কর। কামিনী ও কাঞ্চনের সহিত প্রীতি সংস্থাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ব-

---

* আত্মহত্যা—আজ্ঞাচক্রের নিম্নে থাকায়, আত্মাকে অধঃপাতিত করা হয়। আত্মার অধঃগতি করার নামই আত্মহত্যা।

পুরুষগণের যশ ও কীর্ত্তি রক্ষা কর। নিত্য নব নব ভোগের দ্বারা রসনা পরিতৃপ্ত করতঃ অকিঞ্চিৎকর মোক্ষাভিলাষ পরিত্যাগ কর।

মা'র* আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া পুত্রদ্বয় মায়িক জগতের পাঞ্চভৌতিক বিষয়ে বিশেষরূপে আসক্ত হইয়া লীলা পরায়ণ হইল। আর মা প্রত্যেক পদার্থের মধ্যে প্রবেশ করতঃ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করাইতে লাগিল। পুত্রদ্বয় তখন মায়ার লীলা-সমুদ্রে ঝম্ফ প্রদান করিল।

রজনী—অন্ধকার রজনীতে চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন দ্বারা অসাবধান পথিকের ধনরত্নাদি অপহরণ করিতে লাগিল। এবং তমোময় প্রমাদ ও মত্ততা প্রযুক্ত নিদ্রা ও আলস্যের বশীভূত হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে পর রজনী ও তমোময়ের অল্প রজো-তমো গুণ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এবং তৎসঙ্গে উভয়ের ক্ষুদ্র সংসার বৃহদাকার ধারণ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পাপকর্ম্ম করাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে গো হত্যা, ব্রহ্ম হত্যা প্রভৃতি পাপকর্ম্ম অভ্যাস হইয়া আসিল। এই সময়ে তাহাদের মনাকাশে এক নারীমূর্ত্তি† অঙ্কিত হইল। সেই ষোড়শ বর্ষীয়া গৌরাঙ্গীর বাম হস্তে সুধাভাণ্ড এবং দক্ষিণ হস্তে সিদ্ধিপাত্র অবস্থিত। কামিনীর পরণে নীলাম্বরী

* মা—মায়া।

† মায়ার অন্য রূপ।

সাটী এবং চরণে নূপুর। সেই নূপুর বাজিতেছে আর তাহার শব্দে উভয়ে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে। রমণীর নৃত্য শেষ হইলে পর সে ঈষদ্ধাস্য সহকারে উভয়কে নিকটস্থ হইতে বলিল। তখন উভয়ে আপনা ভুলিয়া দ্রুতপদে রমণী গ্রহণার্থে তাহার দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।* তাহারা যতই দৌড়ায়—রমণীও ততই অগ্রসর হয়। এইরূপে উভয়ে দ্রুতগতি দ্বারা কত গ্রাম নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিল। কামিনী সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। পথশ্রান্তিতে অতিশয় কাতর হইয়া পিপাসিত-কণ্ঠে কামিনীর নিকট বারি ভিক্ষা করিল; কামিনী পুনরায় ঈষদ্ধাস্যে নিজ বাম হস্তস্থিত সুধাভাণ্ড হইতে কয়েক বিন্দু সুধা তাহাদের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহারা উভয়ে কর প্রসারণ পূর্ব্বক সেই কয়েক বিন্দু সুধা গ্রহণ করতঃ জীহ্বাগ্রে স্পর্শ করিবামাত্র রসনা সুধালোলুপ হইয়া, পুনঃপ্রাপ্তির জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া রমণীর দিকে ছুটিল; রমণীও পূর্ব্ববৎ দৌড়াইতে লাগিল। রজনী ও তমোময় পরস্পর পরস্পরকে বাধা দিয়া অগ্রগামী হইতে লাগিল; তাহাদের সেই বাধায় ঈর্ষার উৎপত্তি হইল। তখন উভয়ের মহা দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইল। ঈর্ষা-কুমারী* বলিতেছে বৎসগণ তোমরা কেহই মল্লযুদ্ধে পরাস্ত

* হিংসা।

হইও না, এবং যুদ্ধে বিরত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় গৃহে প্রত্যাগমন করিও না। ঈর্ষাকুমারীর বাক্য শ্রবণ করিয়া উভয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।

ঈর্ষাকুমারীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া উভয়ে বিশেষরূপে মল্ল-যুদ্ধে রত হইলে পূর্ব্বোক্ত রমণী সেই অবসরে নিজ হস্ত-স্থিত সুধা ও সিদ্ধি উভয়ের বদনে ঢালিয়া দিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মানা রহিল।

কামিনী-প্রদত্ত সুধা-সিদ্ধি পানে বিমোহিত হইয়া উভ-য়ের চক্ষে দিব্য জ্ঞানের প্রকাশ হইল। সেই অদ্ভুত দিব্য-জ্ঞান প্রভাবে দেখিল কামিনী উভয়কে সুধা-সিদ্ধি পান করাইয়া তৎপরে নিজ গলদেশস্থিত পুষ্পমাল্য তাহাদের উভয়ের গলদেশে স্থাপনপূর্ব্বক পতিত্বে বরণ করিল। তখন উভয়ে ঐ কামিনীর সংস্পর্শে থাকিয়া কিছুদিনের মধ্যে বহু পুত্র-কন্যার পিতা হইয়া পড়িল। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতিতে বৃহৎ সংসার হইয়া উভয়কে নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। বিদ্যা-বুদ্ধির অভাব হেতু উভয়ে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। ভিক্ষার্থে বহুদূর গমনাগমন করায় পথশ্রান্তি এবং পিপাসায় অস্থির হইয়া ছটফট করিতে লাগিল। অনন্তর সেই দিব্যজ্ঞানদাত্রী কামিনী অঙ্গুলী নির্দ্দেশে সম্মুখস্থিত

জলরাশি* দেখাইল। তখন জলপানার্থে উভয়ে কামিনীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে লাগিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইল; নিশাদেবী ধীরে ধীরে আগমন করিলেন। তখনও বারিপানেচ্ছায় উভয়ে কামিনীর পশ্চাৎ ছুটিতেছে। এইরূপে বহুকালাবধি পিপাসান্বিত হইয়া রহিল,† কিছুতেই জল পাইতেছে না। রমণী কেবল আশ্বাস দিতেছে আর বলিতেছে, "সবুরে মেওয়া ফলে।"

এইরূপে যুবকদ্বয়কে অদ্ভুত দিব্যজ্ঞানে আবৃত করিয়া শেষে ঐ কামিনী বাঘিনীরূপে উভয়কে গ্রাস করিল। তখন উভয়ে সেই নারীর জঠর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ! নিজেই নিজের স্ত্রীর গর্ভে জন্মিয়াছে।

অনন্তর মাতৃরূপা পত্নীর গর্ভে দশ মাস দশদিন থাকিয়া পুনরায় এই মায়ার সংসারে খোকা হইয়া কাঁদিল। পুনরায় পিপাসায় অস্থির হইয়া বারি অন্বেষণে ধাবিত হইতে লাগিল। এইরূপে বারম্বার গমনাগমন করিতে করিতে শরীর অবসন্ন হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ অদ্ভুত দিব্যজ্ঞান অন্তর্হিত হইল এবং মায়ামরীচিকার সহিত আশানদী

---

* মায়ামরীচিকা।

† ইহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। জীবগণ নিয়ত মায়ার কুহকে পতিত হইয়া কাল্পনিক সুখেচ্ছায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ঘুরিতেছে। কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত সুখ না পাওয়ায় পিপাসিত হইয়া রহিয়াছে।

শুকাইল। তখন কাহার মধুর কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। উভয়ে চমৎকৃত হইয়া শুনিল অদূরে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি হইতেছে।

গীত।

ওহে জীব অন্ধকারে কতকাল রবে আর।
রাক্ষসী প্রকৃতি সনে কেন মুগ্ধ বারে বার॥
বাসনা-রমনী ল'য়ে, আসক্তি ডোরে বাঁধিয়ে,
রাক্ষসীর কামানলে তনু হ'ল জর জর।
তথাপি না ছাড় তারে, ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোমারে,
বদ্ধ হ'য়ে মায়া পাশে ফরিতেছ হাহাকার॥
ত্যজ আশা, ভালবাসা, ঘুচাও ভবে যাওয়া আসা,
মায়ামরীচিকা ভ্রমে পড়িও না আর।
নারী নহে মায়া উহা, সুধা নহে সুরা তাহা,
বিষয়-গরল যাহা সিদ্ধির আকার॥
আকারে ভুল'না কভু, ভজ নিরাকার বিভু,
তা' হ'লে পতন কভু না হইবে আর।
আর না যাইতে হবে, আর না আসিতে পাবে,
হেরিবে সর্ব্বত্রে হরি অখণ্ড অপার।
মণ্ডল আকারে যিনি বিশ্ব চরাচর॥

সঙ্গীত শেষ হইলে রজনী ও তমোময় চাহিয়া দেখিল, তাহাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিত সত্যময় সম্মুখে দণ্ডায়মান

রহিয়াছেন। তখন তাহারা উভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"বন্ধু! তোমার এত দয়া? আমরা নিতান্ত অকৃতজ্ঞ, তাই তোমার ন্যায় সত্ত্বগুণাশ্রিত সখাকে পরিত্যাগ করিয়া, রজো-তমোগুণাবলম্বন করতঃ বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া, পরিণামে নিরয়গামী হইতে বসিয়াছি। হায় সখে! তোমার প্রতি কত প্রকার শত্রুতা আচরণ করিয়াছি; আমাদের পূর্ব্বকৃত অপরাধ বিস্মরণ হইয়া, এই ত্রিতাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তিবারি সিঞ্চন কর।"

সত্যময়।—এই জগতে সকলকেই আমি বন্ধু জ্ঞান করি; আত্মীয়বোধে কদাচিৎ কেহ আমাকে হৃদয়ে স্থান দেয়। তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করতঃ কুহকিনী মায়ার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া, জলাশয় ভ্রমে মরীচিকায় পতিত হইয়াছিলে। জগতের প্রত্যেকেই সেই মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে; অতএব মায়ার প্রলোভনে আর ভুলিও না। বারি অন্বেষণার্থে আর কোথাও ধাবিত হইও না—নিজের কাছেই বারি আছে; সেই ভক্তি-বারিদ্বারা সদ্‌গুরুপাদপদ্মরূপ বৃক্ষমূলে জলসেচন কর, তাহা হইলে ফল জল সমস্তই পাইবে এবং তাহা ভক্ষণে ভবক্ষুধা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

তমোময়।—বন্ধু! মায়ামরীচিকায় ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলাম ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বজীবই আমাদের ন্যায় ঘুরিতেছে; এই

ঘুরাফেরা হইতে রহিত হইয়া স্থিরত্বপদে অবস্থান করিতেছেন, এমত সাধু সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

রজনী।—ছাইভস্ম মাখা জটা-চিমটাধারী অনেক মহাপুরুষের সঙ্গে বাস করিয়াছি; প্রথমতঃ মহাত্মা জানিয়া পূজাদি করিয়া, শেষে মার্জ্জার সদৃশ তপস্বী জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছি। এবম্বিধ সাধুসঙ্গ দ্বারা সাধুতার পরিবর্ত্তে অসাধু ভাব প্রাপ্ত হওয়ায় হৃদয় সংশয়পূর্ণ হইয়াছে; সুতরাং কাহাকেও সাধু বলিয়া বিশ্বাস হয় না।

সত্যময়।—যে যে সাধুর সঙ্গে থাকায় উক্ত প্রকার সন্দেহ বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহাদের দু'এক জনের নাম বল দেখি।

তমোময়।—চিন্ময়ানন্দ পরিব্রাজক, হরনারায়ণ পরমহংস, নন্দেরচাঁদ বৈরাগী, ওঁকারনাথ তান্ত্রিকচূড়ামণি ইত্যাদি।

রজনী।—গিরি, পুরী, ভারতী ও দশনামী প্রভৃতি আরও অনেকানেক সম্প্রদায়ভুক্ত সাধুবেশধারী আছেন, তাঁহাদের নাম স্মরণ নাই।

সত্যময়।—সাধুগণ কোন দলাদলির মধ্যে থাকেন না। তাঁহারা যে বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই বংশ অনুযায়ী বাহ্যিক আচরণ করিয়া থাকেন। সাধন দ্বারা অন্তর্জগতে স্বামী বা পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও বহির্জগতে তাহা প্রচার করেন না। কেবল জীবের উপকারার্থে সাধন-প্রণালী বলিয়া দেন, ইহা বহির্বিষয়ের কথা।

রজনী।—অন্তর্বিষয়ের ব্যাপার কি?

সত্যময়।—সাধু প্রথমতঃ উপদেশ দানে জীবকে নিষ্পাপ করিয়া তৎপরে ব্রহ্ম দর্শন দ্বারা জীবের ভববন্ধন মোচন করিয়া দেন। গুরু সর্ব্বদা শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, শিষ্যের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন এবং শেষে শিষ্যের বুকে বসিয়া সর্ব্বনাশ করেন।

তমোময়।—সত্যময়! তুমি যে গুরুর কথা বলিতেছ, তাঁহার সমস্তই উত্তম কেবল শেষোক্ত বিষয়টী ভয়াবহ।

সত্যময়।—কেন?

তমোময়।—যিনি শিষ্যের বুকে বসিয়া সর্ব্বনাশ করেন, তিনি কি প্রকারে প্রশংসার যোগ্য হইতে পারেন? আজকাল কুলগুরুরা শিষ্যের বুকে বসিয়া দাড়ি উৎপাটন করিয়া থাকে। সে সব গুরু ত্যাগ করিয়া, তোমার কথিত-রূপ গুরুর উদ্দেশ্যে গিয়া সর্ব্বনাশটা ঘটাইবার আবশ্যক কি?

সত্যময়।—সাধন দ্বারা অন্তরে শ্রীগুরু মূর্ত্তি স্থাপিত হইলে, তাঁহার তেজে সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি ভস্মীভূত হইয়া যাইবে; ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল নাশ হওয়ার নামই সর্ব্বনাশ।

রজনী।—এই রকম ঋষিস্বরূপ গুরুই তো পাওয়া দরকার।

তমোময়।—আমাদের এমন কি সৌভাগ্য হইবে যে প্রকৃত ঋষিগণের নিকটস্থ হইতে পারিব?

সত্যময়।—আর্য্য সন্তান মাত্রেই এককালে ঋষিগণের সঙ্গে বাস করিতেন; কিন্তু নিজ নিজ (কর্ম্মানুসারে) স্বভাব (আত্মভাব) হইতে চ্যুত হওয়ায় বর্ত্তমানে সে সুযোগ পুনঃপ্রাপ্তি বিষয়ে অনিশ্চিত বোধ হইতেছে; নতুবা ইহাতে অনিশ্চিত কিছুই নাই—যেহেতু আমরা তাঁহাদিগের দ্বারা উদ্ভূত হইয়াছি।

রজনী।—আমরা কি ঋষিকুলোদ্ভব?

সত্যময়।—আমাদের আদি পুরুষগণ ঋষি ছিলেন, এবং তাঁহাদের নামে আমাদের গোত্র চলিতেছে যথা—ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, শৌকালীন, শাণ্ডিল্য, গৌতম ইত্যাদি। এই সকল মহাত্মাগণ বহির্জগত হইতে অন্তর্হিত হওয়ায় আত্মবিদ্যা এক প্রকার লোপ পাইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। দুই একজন মহাত্মা যাঁহারা আছেন, ভণ্ড সন্ন্যাসীগণ তাঁহাদিগকে বিদ্রূপাদি করিয়া থাকে; কারণ এই যে—এই সকল সন্ন্যাসীগণের মধ্যে কোন দৈবশক্তি না থাকায় তাহাদের প্রতি কাহারও ভক্তিভাবের উদয় হয় না; কাজে কাজেই মান বজায় রাখিবার জন্য নিজের প্রশংসা এবং অন্যের অপযশ ঘোষণা দ্বারা সাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।

তমোময়।—ভাই সত্যময়! তোমার নিকট সদ্‌গুরুর মহিমা কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি।

রজনী।—আমাদের সংশয়যুক্ত মন—সহজে কিছুই বিশ্বাস করিতে চাহে না; এই হেতু দু' দশজন প্রকৃত সাধুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদিগের সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দাও।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সত্যময় বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

ভগবানের লীলা অনন্ত। সেই লীলাময় আত্মারাম সর্ব্বজীবের অন্তরে সমভাবে বিরাজ করিতেছেন। যখন ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের আধিক্য হয়, তিনি সাধুগণের পরিত্রাণ এবং দুষ্কর্ম্মকারীগণের বিনাশের জন্য* আবির্ভূত হন। এইরূপে প্রতি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য সাধুরূপে প্রকাশিত হয়েন। সাধুর কোন রূপ নাই, যে দেহে সৎস্বরূপ ব্রহ্মের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়—সেই বিবেকযুক্ত দেহী সাধুপদবাচ্য। অতএব পূর্ব্বাপর হইতে এই আর্য্যাবর্ত্তে যে সকল সাধু প্রকাশিত হইয়াছেন ও হইতেছেন, তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ কহিতেছি—শ্রবণ কর।

সত্যযুগ অর্থাৎ সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাব সময়ে হিরণ্যকশিপু-তনয় প্রহ্লাদ আত্মানারায়ণের সেবা দ্বারা সাধুপদ বাচ্য হইয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষীয় শিশু ধ্রুব গহন-কানন মধ্যে সমাহিত চিত্তে পদ্মপলাশলোচনা দর্শন দ্বারা মহাত্মা-পদবাচ্য

* দুষ্প্রবৃত্তির নাশ। † তৃতীয় চক্ষু কূটস্থ

হইয়াছিলেন। অন্য সময়ে কোন এক পরম কারুণিক মহাত্মা রামানন্দ নামে প্রকাশিত হয়েন। তিনি কবির সাহেবকে আত্মজ্ঞান প্রদান করতঃ নিতাই অদ্বৈত প্রভৃতি বৈষ্ণবগণকে প্রকৃত হরিনাম শুনাইয়াছিলেন। তাঁহার হরিনামের ভাব এই প্রকার যথা—

"এ হরিনাম নয় রে ও ভাই, আর হরিনাম আছে।
এ হরিনাম যেতে নাবে সে হরিনামের কাছে॥"

তাঁহার এবম্বিধ মধুময় ভাবে হরি সংকীর্ত্তনের ভাব যে যে মহাত্মা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই ভাবে বিভোর হইয়াছিলেন।

কোন সময়ে ৺কাশীধামে কোন এক জোলার গৃহে কবির নামে এক মহাত্মা প্রকাশিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মজ্যোতি দ্বারা জগত আলোকিত ছিল। তিনি হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি শিষ্যগণ সহ কিছুকাল এই অবনীমণ্ডলে ধর্ম্ম প্রচার দ্বারা জীবের উপকার করেন; তৎপরে দেহত্যাগের সময় শবের পরিবর্ত্তে চামেলী প্রসূনাকারে পরিণত হয়েন।

গুরুনানক নামে শিখবংশীয় কোন এক মহাত্মা এই অবনীমণ্ডলে প্রকাশিত হয়েন। সেই অন্তর্য্যামী পুরুষ জীবের উদ্ধার জন্য নানা স্থানে গমন করতঃ নানাপ্রকার স্বীয় বিভূতি দ্বারা লোক সকলকে বিমোহিত করিয়া আত্মজ্ঞান দান করিয়াছিলেন।

মুচির গৃহে সুরদাস, চণ্ডাল গৃহে জাবাল এবং চিত্রকূটে তুলসীদাস নামে সাধুপুরুষ ছিলেন। গোরক্ষনাথ সাধন দ্বারা সাধুপদবাচ্য হইয়াছিলেন।

অধুনা কতিপয় সাধু মহাপুরুষ প্রকাশিত আছেন, যাঁহাদের কৃপায় বহুসংখ্যক জীবকুল আত্মজ্ঞান দ্বারা ভব-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন। তাঁহারা সাধারণের ন্যায় সংসারভুক্ত থাকিয়াও সংসার হইতে নির্লিপ্ত। তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে প্রকৃত সাধুসঙ্গ করা হয়—কারণ যতক্ষণ তাঁহাদের নিকট থাকা যায়, ততক্ষণই আত্মানন্দ অনুভব করা যায়, যদ্যপি কেহ অণু হইয়া থাকিতে পারে। এই সাধু বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বলিলাম। এক্ষণে যেমত অভিরুচি হয়, সেই মত পথ অনুবর্ত্তন কর।

রজনী।—উক্ত মহাত্মাগণের মধ্যে এখন কে কে জীবিত আছেন?

সত্যময়।—জীবিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে, মহাত্মা পদবাচ্য হয়েন। মৃত্যু দুইবার হয় না, একবারই হয়; সুতরাং যাঁহারা জীবিতাবস্থায় মরিয়াছেন, তাঁহাদের আবার মরণ হইবে কি প্রকারে? তবে এই মাংসপিণ্ড দেহটা বিনাশশীল। দেহ মধ্যস্থিত অবিনাশী সাধু খোলসস্বরূপ দেহটা পুরাতন হইলে, তাহা ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম শরীর মধ্যে অবস্থান করেন; সেই লোককে সালোক্য প্রাপ্ত

কহে। অতএব সালোক্যে অবস্থিত থাকায় তাঁহারা সকলেই জীবিত আছেন; জড়দেহে নহে, সূক্ষ্মদেহে। বর্ত্তমানে একজন মাত্র জড়দেহে অবস্থিত আছেন। তাঁহার প্রদত্ত সাধন প্রাপ্ত হইয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে পুরাতন সাধুগণের সহিত সাক্ষাৎকার লাভ ঘটিয়া থাকে।

রজনী ও তমোময় আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল,—আমারা তাঁহার দর্শন পাইব না?

সত্যময় বলিলেন,—আমার সঙ্গে আইস, সত্বর দর্শন করাইয়া দিব।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:—

গুণত্রয়-সম্মিলন।

রজনী ও তমোময় সত্যময়ের সঙ্গে যাইতেছে; কিন্তু তাহাদের মন-পাখী, সঙ্গে না গিয়া, নানাপ্রকার বিষয়বৃক্ষের শাখায় গিয়া উড়িয়া বসিতে লাগিল। চিরদিনের ছাড়া পাখী চঞ্চল-স্বভাব প্রযুক্ত কিছুতেই স্থির হইল না দেখিয়া, উভয়ে সত্যময়কে কহিল,—ভাই! এই পাখিটার জ্বালায় অস্থির হইতেছি; কিছুতেই আমাদের সঙ্গে যাইতেছে না।

সত্যময়।—পাখী পোষ মানে নাই, তাই ঐরূপ ছট্‌ফট্‌ করিতেছে; আমার গুরুদেব তোমার পাখীকে পোষ-মানাইয়া দিবেন, কোন ভাবনা নাই।

তমোময়।—পাখী যদি একান্ত পক্ষে পোষ না মানে, তবে তাহাকে কি করা কর্ত্তব্য?

সত্যময়।—এতো বাহিরের পক্ষী নহে যে ছাড়িয়া দিলেই চলিবে? উহাকে ছাড়িয়া দিলে তোমার প্রাণপিঞ্জরকে মুখে করিয়া পলাইয়া যাইবে সুতরাং মনপ্রাণের অভাবে শূন্য গৃহ পড়িয়া থাকিবে।

রজনী।—তবে কি করা কর্ত্তব্য?

সত্যময়।—অবাধ্য পক্ষীকে বাধ্য করিতে হইলে, উহার একটী চক্ষের বিন্দুতে বাণবিদ্ধ করিতে হইবে। বাণ

দ্বারা বিদ্ধ হইলে পক্ষী আর পূর্ব্ববৎ চঞ্চল থাকিবে না; কারণ দুইটী চক্ষু থাকায় দুইদিকে* মন যাইতেছে। একটী চক্ষু নষ্ট হইলে একটী চক্ষু দ্বারা একটী বস্তু দৃষ্ট হইবে; সেই এককে দেখিতে দেখিতে তাহাতেই পোষ মানিয়া যাইবে † তৎপরে তাহাকে উত্তম ভোগ এবং মধুর বাক্য দ্বারা ভালবাসিলে পক্ষী মাথায় উঠিয়া তোমাকে মধুর রামনাম‡ শুনাইবে।

তিনজনে এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে একটী প্রান্তরে যাইয়া উপস্থিত হইল।

প্রান্তরটী প্রশান্ত—চতুর্দ্দিক শূন্যময়। সেই শূন্য প্রান্তর মধ্যে শুভ্রবসনধারী একজন যুবাপুরুষ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার শ্যাম বর্ণ, আজানুলম্বিত বাহু এবং সুচারু মুখপদ্মে ঈষৎ হাসির রেখা দৃষ্ট হইতেছে। সত্যময় দূর হইতে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া উভয়কে কহিলেন,—ঐ আমার দয়াল ঠাকুর! জীবের উদ্ধারের জন্য দাঁড়াইয়া আছেন; চল—ঐ চরণপ্রান্তে আশ্রয় লইয়া কৃতার্থ হইবে।

উভয়ে সত্যময়ের সঙ্গে শ্রীগুরুসমীপে পৌঁছিল। তখন সেই মহাপুরুষ উভয়ের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া নিজ ঐশীশক্তি প্রদান করিলেন; তদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ অন্তর্জগত

---

* বিষয় এবং ভগবান। † আত্মাতেই ভালবাসা জন্মিবে।
‡ ঝঙ্কার রব (গুরুবক্তুগম্য)।

দর্শন করিতে লাগিল। তখন গুরুদেব তাঁহাদের সম্মুখে এক চাঁদমারী অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যস্থলে শর নিক্ষেপ দ্বারা লক্ষ্য স্থির করিতে কহিলেন।* তৎপরে গুরুদেব ধনুর্শিক্ষার কার্য্য দেখাইয়া উভয়ের পৃথক পৃথক দুইটী দীক্ষাকালীন নাম রাখিলেন। তমোময়ের নাম শান্ত এবং রজনীর নাম শুদ্ধ রহিল। এইরূপ নামকরণ করিয়া গুরুদেব অন্তর্হিত হইলেন।

সত্যময়ের আজ আনন্দের সীমা নাই। পূর্ব্বপরিত্যক্ত বন্ধুদ্বয় আজ এক সূত্রে† গাথা হইল এবং তমো-রজোগুণ হইতে বঞ্চিত করিয়া সত্যময়ের সত্ত্বগুণে তাহাদিগকে আবদ্ধ করিল। তাই আজ তিনজনে মিলিয়া এক হইল দেখিয়া শৈল সকলের গলা জড়াইয়া বলিল,—দাদারা, তোমরা আমার বর এনে দাও।‡

অজ্ঞান রহিত বালিকাস্বভাব শৈলের কথা শুনিয়া ভ্রাতাগণ সস্নেহে বলিলেন "ভগিনি! আর বিলম্ব নাই, শীঘ্রই সে মাহেন্দ্রযোগ ঘটিবে।"

---

* প্রণবরূপ ধনুতে আত্মা স্বরূপ শর যোজনা দ্বারা শিবনেত্রস্থিত বিন্দুভেদ প্রণালী এবং তাহার আনুসঙ্গিক যম নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম প্রভৃতি আত্মকর্ম্ম সকল দেখাইয়া দিলেন। † প্রাণরূপ সূত্র।

‡ রজো-তমো-সত্ত্বতে মিলিত হইয়া "শান্ত-শুদ্ধ-সত্ত্বগুণ" মাত্র রহিল। সেই অবস্থায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির প্রভাবে চিত্তে নারায়ণরূপ স্বামীর আবশ্যক হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিবাহে মতভেদ।

রজো তমো সত্ত্বতে মিলিত হইল দেখিয়া মায়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে এক শ্মশানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ শ্মশানে নরকঙ্কালাসনে জনৈক কাপালিক* তন্ত্রোক্ত সাধনায় রত ছিল। মায়াকে চিনিতে না পারিয়া সামান্যা মানবী জ্ঞানে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জননী! তুমি কে? ক্রন্দন করিতেছ কেন?"

মায়া বলিল—"ঠাকুর! আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমার দুইটী সদ্‌গুণসম্পন্ন পুত্র ছিল, দৈববশে আজ তাহাদিগকে চির জনমের মত হারাইয়াছি। আমায় এ জগতে মা বলিয়া ডাকে, এমন আর কেহ নাই। বৎস! আমার সোণার সংসার অকালে ভেঙ্গে গেল—আমার সুখের নিদ্রা অকালে কে জাগাইল!"

কাপালিক মনে ভাবিল, বুঝি উহার পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হইয়াছে, তাই সে আশ্বাস বাক্যে বলিল,—"মা! আমি আজ হইতে তোমার পুত্র হইলাম এবং তুমি আমার জননী হইলে, আর কাঁদিও না, আমি তোমার সকল দুঃখ দূর করিব।"

---

* পাপপুরুষ।

কাপালিকের বাক্য শুনিয়া সয়তানী তাহার নিকটবর্ত্তী হইল এবং আশীর্ব্বাদ করিল। কাপালিক মায়ার পদরজ মস্তকে ধারণ করতঃ আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল। মায়া তাহাকে সম্মুখস্থিত সুধাভাণ্ড হইতে কারণ বাহির করিয়া খাওয়াইল। কাপালিক মাতৃপ্রদত্ত সুধা পানে আনন্দে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সেই অবসরে মায়া তাহার কর্ণমূলে কি এক মন্ত্র প্রদান করিয়া চলিয়া গেল; অমনি বীরদর্পে কাপালিক শৈল-গ্রহণে ধাবিত হইল।

এদিকে মায়া কাপালিকের নিকট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শৈলের পিতার অন্তরে আবির্ভূতা হইল। পিতা শৈলকে কাপালিকের সহিত বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইল। শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময় ইহা শুনিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করতঃ অন্যত্র থাকিয়া, এই বিবাহে বাধা প্রদান-সূচক গুপ্ত ষড়-যন্ত্রে ব্যাপৃত হইল; জয় পরাজয় বিবাহকালে বুঝা যাইবে।

সত্যময় শৈলের জন্য যে সৎপাত্র স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা সে পাত্রকে কন্যা দান না করিয়া কাপালিকের হস্তে প্রদান করিবে স্থির করিল। শৈল পিতার চরণে মিনতি করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"পিতঃ! ঐরূপ পাত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবেন না; কারণ আমি সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করায়, আর্য্য ঋষিদিগকেই মাল্য অর্পণ করিব স্থির করিয়াছি।"

শৈল শৈশবাবধি ধর্ম্ম কর্ম্মে রত থাকায় তাহার পিতা তাহাকে শাক্তধর্ম্মাবলম্বী কাপালিকের সহিত বিবাহ দিবে স্থির করিল; কোন ক্রমেই কন্যার বাক্য শ্রবণ না করিয়া নিজ মতানুযায়ী শুভ দিন দেখিয়া কাপালিকের বাটীতে সংবাদ দিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—:—

পঞ্চমকার সাধন বর্ণনা।

ধাত্রীগ্রাম নিবাসী নগেন্দ্র* সিংহের কন্যা শৈলের আজ শুভ বিবাহ! রাজপ্রাসাদের চারিদিক নানাবিধ মনোমুগ্ধকর পুষ্প-পতাকা প্রভৃতিতে সুসজ্জিত করা হইয়াছে। পাত্র মিত্র সকলেই আমোদে মত্ত। রাজা ও রাজ্ঞী সুবর্ণ ভ্রমরী স্বরূপা নিজ কন্যাকে সুপাত্র করে অর্পণ জন্য সদাই উৎসুক। গ্রামবাসী জনগণ রাজ-প্রাসাদের নৃত্য-গীতাদিতে রত। প্রফুল্লিত কমলের ন্যায় রাজ-অন্তঃপুর-চারিণীগণ সকলেই আনন্দিত। এই আনন্দ-সাগর মধ্যে একটী ক্ষুদ্র বুদ্বুদ স্বরূপা শৈল কোথায়?

পাঠক! আপনার সেই চিরপরিচিতা শান্তিস্বরূপা দেবী শৈলবালা এখন কোথায়? দিনমণি যেমন দিবাবসানে পশ্চিমগগনে রক্তিমাভ ধারণ পূর্ব্বক (অস্তাচলে) পাটে বসিয়া থাকেন, তদ্রূপ শৈলবালা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বরহিতাবস্থা লাভের জন্য অথবা ইহলীলা পরিসমাপ্তির জন্য পাটে বসিয়াছেন।

এদিকে রাজসভায় গৈরিক বসন পরিধৃত জটাজুটধারী কাপালিক শৈল লাভের জন্য উপবিষ্ট আছে। সভাস্থ

* নগেন্দ্র—মোহ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ মধ্যে মধ্যে কাপালিকের মুখে তন্ত্রোক্ত ভাবের "তারা—তারা" ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবিতেছেন যে, শৈলের শিবপূজা আজ সফল হইবে।

ক্রমে বিবাহের সময় উপস্থিত দেখিয়া কন্যাপক্ষীয়গণ বরপক্ষের অনুমতি ক্রমে স্ত্রী-আচার জন্য বরকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া যাইতেছেন; এমত সময়ে সেনাপতিবেশে এক-জন গৌরবর্ণ যুবাপুরুষ সশস্ত্র আসিয়া সংবাদ দিল যে "শৈল মন্দিরাভ্যন্তরে শৈলেশ্বরের পূজায় রত আছেন, কেহ তথায় যাইবেন না।"

শৈলের পিতা যুবকের রূপ দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "তুমি কে?"

যুবক কহিলেন, "আমার পরিচয়ে আপনার আবশ্যক কি?"

ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ সকলেই একদৃষ্টে যুবকের দিকে চাহিয়া আছেন, যেন সকলের মন হরণ করিয়া যুবক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার গৌর অঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ সুচিকণ যোদ্ধৃ-পরিচ্ছদোপরি রক্তবর্ণের জবামাল্য দোদুল্যমান; কর্ণে সুবর্ণ-ময় মণিমুক্তা খচিত কুণ্ডল এবং মস্তকে মহামূল্য উষ্ণীষ শোভা পাইতেছে। মৃদুহাসি বিজড়িত মুখমণ্ডলোপরি কুরঙ্গ-নয়ন ভাসমান। সেই নয়নের কটাক্ষবাণে যাবতীয় সভ্য-মণ্ডলী মোহিত হইতেছে। সকলেই নির্ব্বাক ও নিষ্পন্দ!

অকস্মাৎ এই নীরবতার কারণ কি? কারণ এই যে এরূপ রূপলাবণ্যযুক্ত মনুষ্য কেহ কখনও দেখে নাই।

ক্রমে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হইল দেখিয়া ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাক্রমে শৈলের পিতা শৈলকে তথায় আনয়ন করিবার জন্য অনুমতি করিল; তচ্ছ্রবণে যুবক সদর্পে বলিলেন,— "কার সাধ্য শৈলকে এখানে আনয়ন করে?"

কাপালিক এতক্ষণ নীরব হইয়া ছিল, বর্ত্তমানে শৈল-প্রাপ্তির বাধা দর্শনে কুপিত হইয়া, যুবকের প্রতি সক্রোধে কহিল,—"রে দুর্বৃত্ত! তুই কোন্ সাহসে রাজসভায় আগমন করিয়াছিস্?"

যুবক।— বীরবর! হ'ওনা কুপিত,
পশু সম অধীরতাভাবে কিবা ফল?
ভাবী শ্বশ্রূ সম্মুখে থাকিতে,
উচিত না হয় তব হেন আচরিতে।

কাপালিক।—যোদ্ধ্‌বেশে কাপুরুষ আসিয়া হেথায়,
সমর বাসনা ত্যজি বাক্যযুদ্ধে রত?
কর্ত্তব্যের ত্রুটি মোর না হবে দর্শাতে,
উপদেশ-বাক্য তব না চাই শুনিতে।

যুবক।— কেমনে শুনিবে তুমি উপদেশ মোর?
অহংমদে মত্ত থাকি দিবস শর্ব্বরী,
কামিনী কাঞ্চন মাত্র করিয়াছ সার,

রমণীর কণ্ঠস্বর, চরণের সাড়া
অথবা সে পিককুহু বসন্ত-সমীর
তব প্রিয়তর বস্তু, চাহ সেই ধন ;
গরল সদৃশ বুঝ অমৃত বচন।

কাপালিক।—(সহাস্যে)

কেমনে বুঝিবে তুমি উদ্দেশ্য আমার?
সাধারণ জীব সম কাম ক্রোধ তরে,
জগতে আমার স্থিতি নহে কলেবরে।
তন্ত্রোক্ত সাধনে রত তান্ত্রিক ভাবেতে,
পঞ্চমকার* ভাব সদা অন্তরেতে।
জগত জননী মায়ে করি আরাধনা,
অবশ্য পুরাবে মাতা এ মম বাসনা।

যুবক।— কহি তবে শুনহ তান্ত্রিকচূড়ামণি,
তন্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম নাহি জান তুমি।
শরীর প্রকৃত যন্ত্র, তার মাঝে আছে তন্ত্র,
তাহার সাধনে মন্ত্র হইবে চৈতন্য।
করিলে চৈতন্য তারে, সত্ত্ব-রজো-তমো তারে,
বাজিবে ঝঙ্কার রব ওঙ্কার সহিতে,
প্রণব মন্ত্রের সার আছে অন্তরেতে।

---

* পঞ্চমকার—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন
(ইহা সাধুগণের পরিত্যাজ্য)।

মদ্য-মাংস-মৎস্য-মুদ্রা-মৈথুন কর্ম্মেতে,
কেমনে লভিবে জ্ঞান না পারি বুঝিতে।
পঞ্চমকারে জীব নিয়ত মজিছে,
রোগ শোক জরা জীর্ণ সতত ভুগিছে।
ইহা যদি পুণ্যকর্ম্ম হয় হে ধাম্মিক !
পাপে লিপ্ত কিসে হবে, কে যাবে নরক ?

কাপালিক।—(চিন্তিত হইয়া)
কে তুমি ? কোথায় বাস, কাহার নন্দন ?
শুনিয়া তোমার কথা জুড়াইল মন ॥

যুবক।— তোমার যথায় বাস আমার তথায়,
ভুলিয়াছ তুমি মোরে, আমি ভুলি নাই ;
"ভবশক্তি" নাম ধরি ভবেতে রয়েছি,
ঘুচাতে তোমার ভ্রম হেথা আসিয়াছি।

কাপালিক।—ওহে ভাই ভবশক্তি, যদি কৃপা হ'ল,
পঞ্চমকার সার সংক্ষেপেতে বল।

ভবশক্তি।— ধরা-জল-বহ্নি-বাত ব্যোম মিলি রয়,
এই পঞ্চতত্ত্ব দেহে অধিষ্ঠিত হয়।
সবিস্তারে শুন আমি কহি যেই মত,
মন প্রাণ দিয়া তত্ত্বে পূজিবে সতত।
পূজিতে পূজিতে যবে জিহ্বা উঠে যাবে,
তখন বুঝিবে তার মাংস খাওয়া হবে।

মাংসাশী জীবের হয় মদ্য প্রীতিকর,
ব্রহ্মরন্ধ্রে সোমধারা ক্ষরে নিরন্তর।
সে ধারা খাইয়া যবে আনন্দে মাতিবে,
তখন বুঝিবে সেই মদ্যপায়ী হবে।
গঙ্গা যমুনার মাঝে যে মৎস্য* বিচরে,
মৎস্য সাধক যেই তারে গ্রাস করে।
মুদ্রা শব্দে অর্থ তাহা জানে সর্ব্বজন,
অর্থ শব্দে (আত্ম) রূপ জানে সাধুগণ।
সেই রূপে মুগ্ধ হ'য়ে জগত ভুলিবে;
তবে তুমি মুদ্রা-সাধক অবশ্য হইবে।
মৈথুন তত্ত্বের কথা কি বলিব আর,
যোগীজন যাহা লয়ে থাকে অনিবার।
পুরুষ প্রকৃতি মিলে হবে যবে লয়,
সেই লয়ে ব্রহ্ম হ'তে আনন্দ উদয়।
ব্রহ্মবীর্য্য হয় যাহা পারদের বর্ণ,
শিববীর্য্য হয় তাহা শৈবীর স্বধর্ম্ম।
পঞ্চমকার কথা কহিনু এখন,
যাহা ইচ্ছা কর বীর ল'য়ে নিজ মন।

কাপালিক।—(স্বগত) আহা! কি মধুর ভাব নিহিত অন্তরে
রহিয়াছে নিরন্তর কে বুঝিতে পারে?

* ইড়া পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী বায়ু।

এহেন পঞ্চমকার থাকিতে সাধন,
জঘন্য ব্যাপারে রত চিত্ত অনুক্ষণ!

(প্রকাশ্যে)

ওহে ভবশক্তি! কর মোরে মুক্তি,
লইয়া ভবের পারে,
কেন হেন বেশে, থাক কোন দেশে,
কহ কহ কৃপা ক'রে।

ভবশক্তি।— ঊর্দ্ধদেশে বাস মম, যথা তব দেশ,
একত্রেতে করিয়াছি কতকাল বাস।
ভুলেছ সে সব কথা পড়িয়া কুহকে,
স্বদেশ বারতা কিছু কহিব তোমাকে।
ভেবে দেখ মনে তুমি, শুদ্ধ তপোবনে-
করিতাম বাস মোরা কেমন নির্জ্জনে!
জরায়ু মাঝারে তুমি হেরিয়া আমারে,
আনন্দে গাহিতে গীত ঊর্দ্ধজিহ্বা করে।
ঊর্দ্ধ হ'তে সোমরস খাওয়াতাম যবে,
প্রতিজ্ঞা করিতে তুমি "না আসিব ভবে।"
আর এক কথা তব গাঁথা আছে হৃদে,
ব'লেছিলে "ভবে গিয়ে তোষাগিব মদে"।
না ত্যজি সে মোহ-মদে মত্ত অনুক্ষণ,
আপনি ভুলিয়া গেলে আপন বচন?

ভুলেছ ভুলেছ তুমি আমি ভুলি নাই,
প্রাণসূত্রে গাঁথা হ'য়ে সর্ব্ব জীবে রই।
এখন চিনিতে নার ওহে প্রাণসখা,
আপনে চিনিলে তবে পাবে মোর দেখা।

কাপালিক :—(স্বগতঃ)

আহা! কি মধুর ভাব অন্তরে জাগিছে,
কে যেন হৃদয়ে আসি মনেতে বলিছে,—
"ভবশক্তি মুক্তি হেতু উদয় হয়েছে,
পরম আরাধ্য বস্তু ছদ্মবেশে আছে।"

(প্রকাশ্যে) কে তুমি হে মায়াময়! মহা মায়াডোরে,
বাঁধিয়া ছলনা তুমি কর বারে বারে।
ভবশক্তি নাম তব এ বাহ্য-জগতে,
প্রকৃত কি নাম ধর অন্তর-জগতে।
চন্দনে চর্চ্চিত জবা যুগল চরণে,
গলায় জবার মালা দুলিছে পবনে।
সেনাপতি বেশ দেখি, বামকরে অসি,
এ গূঢ় রহস্য দেব কহ গো প্রকাশি।

ভবশক্তি।— রয়েছে নিগূঢ় তত্ত্ব সবার অন্তরে,
সদ্‌গুরু করুণা বিনা কে বুঝিতে পারে?
নিশ্বাসে বিশ্বাস যবে হইবে তোমার,
দেখিবে এ ভবশক্তি অন্তরে সবার।

ভালবাসি জবামালা আর মনফুল,
বাম করে অসি ধরি নাশি রিপুকুল।
দৈবী প্রকৃতি আমি অসুরনাশিনী,
কখন পুরুষ হই কখন কামিনী।
কভু রাজসিংহাসনে রাজরাজেশ্বরী,
ভিখারিণী বেশে কভু শ্মশানেতে ফিরি।
দীনহীনে কভু তুষি অন্নপূর্ণারূপে,
কখন বা কারাগারে থাকি অন্ধকূপে।
মহামায়া প্রভাবেতে সংসারের স্থিতি,
সংসার অসার বোধে ত্যজ শীঘ্রগতি।
বাসনা শিকড় হয় মন অটবীর,
যজ্ঞকুণ্ডে ভস্মীভূত কর তারে বীর!

কাপালিক।—এখন(ও) তোমার ভাব বুঝিতে নারিনু,
ছদ্মবেশে আসিয়াছ কেবল বুঝিনু।
কে তুমি হে ছদ্মবেশী দেহ পরিচয়,
সন্দেহ ভঞ্জন কর ওহে কৃপাময়।

ভবশক্তি।— আর না থাকিব আমি যাইব এখনি,
কালেতে মিলিব পুনঃ দেখিবে তখনি।

ভবশক্তি চলি যায়, দেখি কাপালিক,
সবিনয়ে কহে তাঁরে "তিষ্ঠহ ক্ষণিক।

একান্ত যাইবে যদি না করিব মানা,
কে তুমি পুরুষ বেশে কুরঙ্গনয়না ?
দেহ পরিচয় সত্য কহ নিজ নাম,
যাত্রাকালে কৃপাময় কেন এত বাম ?"
শুনি কাপালিক বাণী ভ্রূকুটী কটাক্ষে,
কহিলা "আমার রূপ দেখ এই চক্ষে।
লহ এই ভবশক্তি, ঘুচাও অহং,
একমাত্র আমার নাম জানিহ সোহং।"
সোহং শুনিয়া হংস রুদ্ধ হ'য়ে এল,
মা মা বলি কাপালিক ভুমিতে পড়িল !

নবম পরিচ্ছেদ।

সাধনে উন্নতি।

শিব মঙ্গলময়। তিনি স্বয়ম্ভু-লিঙ্গ-স্বরূপ এই অস্থি-চর্ম্ম-বিশিষ্ট দেহরূপ মন্দিরে স্থাপিত আছেন। শৈল তৎসম্মুখে জানু পাতিয়া করযোড়ে ন্মোজা* হইয়া শিবের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন। তাঁহার চারিদিকে জয়া, বিজয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি নামে চারিজন সখী মঙ্গলগীত গাহিতেছেন।

জয় জয় প্রভু শঙ্কর।
হর হর দুঃখ হর ॥
ওহে ত্রিগুণাচরণ, কর কৃপা বিতরণ,
বিপদে শ্রীপদে রাখ দিগম্বর।
যিনি জীবের জীবন, তাঁরে ক'রেছি মনন,
কর দান রাখ প্রাণ মহেশ্বর ॥
তুমি শ্রীনাথ আমার, হৃদে অখণ্ড অপার,
নবীন নীরদ শ্যাম মণ্ডল আকার।

---

* ন্মোজা—অর্থাৎ নোমাজ [মহম্মদ ধর্ম্মের ক্রিয়া বিশেষ] সাধারণতঃ নোমাজ বলিলে যাহা বুঝা যায়, তাহা নহে; বিশেষ অন্তর্নিহিত কার্য্য আছে, সে কার্য্য যতই করা যায়, ততই আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে থাকে (গুরুবক্তৃগম্য)।

অন্তর দিয়েছি তোমায়, হও অন্তরে উদয়,
ওহে গুরু কল্পতরু করি নমস্কার ॥

সখিদিগের সঙ্গীত শেষ হইল। মন্দির নীরব—সেই নীরবতার মধ্যে কেবল স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পৃষ্ঠদেশবেষ্টিত সর্পের গর্জ্জন শ্রুতিগোচর হইতেছে। সেই সময়ে লিঙ্গবাহন গো† (বৃষ) তিনি শায়িত অবস্থা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উর্দ্ধে উঠিলেন‡ অনন্তর শিব লিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করতঃ ঐ বৃষোপরি আরোহণ করিলেন; তখন বৃষ স্থির হইল।

সাধনায় শৈলের প্রথমোন্নতি অবলোকন করিয়া, বিজয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল। অন্যান্য সখিগণ করতালির কারণ জিজ্ঞাসা করায় বিজয়া বলিল, "শৈল এ যাবৎকাল সাধন করিয়া আসিতে আসিতে অদ্য গুরুর কৃপায় তাহার প্রথম গ্রন্থি ভেদ হইল।

শ্রদ্ধা।—এতদিন পরে তবে প্রথম গ্রন্থিভেদ হইল! উহাতে প্রশংসা বা আমোদের বিষয় কি আছে? আর চর্ম্মের জিহ্বা চর্ম্মেতেই লাগিয়া থাকিবে, সুতরাং ভেদাভেদ উভয়েই সমতুল্য। বিশেষতঃ প্রথম গ্রন্থি ভেদ তো অনেকেরই হইয়াছে, আমারও তো হইয়াছে; জিহ্বার বৃত্তি যে লালসা, তাহাতো এখনও ঘুচে নাই।

† গো -জিহ্বা। ‡ জিহ্বাগ্রন্থি ভেদ হইল।

বিজয়া।—লালসা ঘুচে নাই বলিয়া তোমাদের গ্রন্থিভেদ হইয়াও হয় নাই। প্রাণায়ামাদির* দ্বারা প্রথমতঃ মন-প্রাণকে একত্র করিয়া তৎপরে জীবকে শিবভাবে উর্দ্ধে রাখিলে প্রকৃত গ্রন্থিভেদের কার্য্য হইয়া থাকে। নতুবা আত্মকর্ম্ম বা স্থিরত্বের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কেবল গ্রন্থিভেদের জন্য লালায়িত হইলে কোন ফল হয় না।

প্রীতি।—প্রথম গ্রন্থিভেদের অবস্থা ব্যতীত সামান্য জ্ঞানের বিকাশ হওয়াও অসম্ভব, এমত অবস্থায় শৈল উক্ত গ্রন্থি-ভেদের পূর্ব্বে সত্যময়কে অনেক জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা কি তাহার প্রত্যক্ষ জ্ঞানের কথা নহে।

বিজয়া।—যত্নপূর্ব্বক দৃঢ়তার সহিত স্থিরভাব লক্ষ্য করতঃ সাধনে প্রবৃত্ত হইলে এবং যোগের কৌশলটী জানিলে অল্প কর্ম্মে অধিক জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। স্থিতি অর্থাৎ শিবভাব, তাহা প্রতি পলে পলে উদিত হইতেছে; জীব মনের সহিত অঙ্গ প্রত্যাঙ্গাদি চালনা

* প্রাণায়াম—অর্থাৎ প্রাণের বিস্তার [গুরু উপদেশ গম্য] আমাদের দেশে প্রচলিত প্রাণায়াম যাহা "করপুট দ্বারা নাসাছিদ্র রোধ করিয়া" করা হয় তাহা নহে। ঐরূপ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কর্ম্ম সাধুগণের পরিত্যজ্য।

† রেচক পূরক স্বতঃ বজ্জিত অবস্থা, শ্বাসরোধ করা নহে।

দ্বারা সেই স্থিতিভাব হারাইয়া চঞ্চল যাহা (রূপাদি) তাহাতেই মগ্ন থাকায়, স্থিতিস্বরূপ আত্মারাম উদয় হইয়া পুনঃ প্রস্থান করিতেছেন; জীব তাহা অনুভব করিতে পারিতেছে না। শৈল দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়াই নিত্য স্থিতিস্বরূপ নিত্যানন্দ লাভ করিয়া আজ প্রথম গ্রন্থিভেদ দ্বারা চিরস্থিতিস্বরূপ চিন্ময় চিদানন্দ পদ লাভার্থে শিবস্বরূপ আত্মধ্যানে নিমগ্ন আছেন; তাহাই প্রশংসার যোগ্য।

শ্রদ্ধা।—গ্রন্থি কি একটী মাত্র আছে?

বিজয়া।—গ্রন্থি তিনটী; মূলাধার—হৃদয় এবং জিহ্বা।

জয়া।—মানবী প্রকৃতিতে শৈলের ন্যায় শুদ্ধমতি বিশিষ্টা কামিনী কুত্রাপি দেখা যায় না; মানব বা মানবীর কার্য্য অন্য প্রকার।

বিজয়া।—কি প্রকার?

জয়া।—মানবগণ সাধন রহস্য বা ভগবানের বিভূতি-মহিমা শ্রুতিগোচর করিয়াও অবিশ্বাস বশতঃ তাহা সত্য মনে করে না; কেন না তাহারা বাহ্যজগতে স্বচক্ষে উক্ত প্রকার লীলাদি দর্শন করিতে পায় না বলিয়া; কিন্তু হৃদয় মধ্যস্থিত ঘটনাগুলি অন্তর্নিবাসীদিগের নিকট সর্ব্বদা প্রকাশ থাকায় তাঁহাদের মনে আর অবিশ্বাস হইবার কারণ থাকে না।

প্রীতি।—শৈল যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে মানুষের মত ক্ষমতা হইত ; শৈল নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট সাধকের কাছে রহিয়াছে, তজ্জন্য শীঘ্র দৈবীভাব প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

বিজয়া।—কোন্ বস্তুটীকে মানুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছ? সকল মানবেরই সুমতি কুমতি দুইটী ভাব আছে এবং সেই সুমতি কুমতি চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এবং হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত একত্রিত হইয়া কার্য্য করিতেছে, অথচ লোকে ভাবিতেছে যে, অস্থি-চর্ম্মবিশিষ্ট পুতুলটীদ্বারা সকল কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে, সেই পুতুলটীই মানুষ। বাস্তবপক্ষে পুতুলটী মানুষ নহে ; পুতুলটীর মধ্যে যে শক্তি বর্ত্তমান থাকায় উহার অস্তিত্ব রহিয়াছে, সেই শক্তিই মানুষ, জীব বা পশু-পক্ষী ইত্যাদি। অতএব সাধন-ভজন হউক আর বাহ্যিক কার্য্যাদিই হউক, সকল বিষয়ই ভিতরের সাহায্যে হইতেছে এবং ভিতর হইতে ক্রমশঃ বহির্বিষয়ে প্রকাশিত হইতেছে। প্রথমে যেমন কোন বিষয় মনে উদয় হয়, তৎপরে শরীরের দ্বারা মনের সেই সেই আবশ্যকীয় সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া লয় ; তদ্রূপ সুমতির সুচিন্তা অনুযায়ী আবশ্যকীয় বিষয়গুলি অচিন্তনীয়ভাবে সম্মুখে উদয় হইয়া থাকে।

এইরূপে সখিদিগের কথোপকথন চলিতেছে এমত সময় শৈল গুরুর কৃপায় দ্বিতীয় গ্রন্থিভেদের কার্য্য (ক্রিয়া বিশেষ) প্রাপ্ত হইলেন। অকস্মাৎ শৈল সখিদিগের সহিত যোগ-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ মন্দিরস্থিত প্রদীপ নিবিয়া গেল।*

---

* প্রদীপ—জীবাত্মা অর্থাৎ জীবাত্মার জঠরানল নির্ব্বাপিত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ।

—ঃ—

অসুর বিনাশ।

কাপালিক মূর্চ্ছিত হইলে সভাসদ্‌গণ সকলেই তাহার চৈতন্য সম্পাদন জন্য উষ্ণবারি সেচন ও তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র সিংহ ভাবী জামাতার আশু বিপদ অবলোকন করিয়া অধীর হইলেন। রাজ-সভায়* হাহাকার রব উঠিল; অন্তঃপুরচারিণীগণ হরিষে বিষাদ বুঝিয়া নিজ নিজ অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিতে লাগিলেন। প্রহরীগণ† ভবশক্তিকে এই বিপদের কারণ বিবেচনা করিয়া লৌহ-শৃঙ্খলে‡ আবদ্ধ করিল। ভবশক্তি অকাতরে তাহা সহ্য করিয়া বসিয়া রহিলেন।

অনেকদিনের পর এই সময় সত্যময় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন যে ভবশক্তির করযুগল লৌহশৃঙ্খল দ্বারা আবদ্ধ রহিয়াছে; কারণ জিজ্ঞাসা করায় ভবশক্তি বলিলেন,—"ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা।"

---

* রাজসভায়—ইন্দ্রিয় সমাজে।

† প্রহরীগণ—ঘৃণা-লজ্জা-ভয় কপটতা প্রভৃতি।

‡ লৌহশৃঙ্খল—নিষ্ঠুরতা ভাব।

সত্যময় পিতৃ সমীপে উপস্থিত হইয়া ভবশক্তির বন্ধন মোচন জন্য নিবেদন করিলেন। সত্যময়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহার পিতা ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহাকেও বন্ধন জন্য, প্রহরীগণকে আদেশ করিলেন। রাজ আজ্ঞায় প্রহরীগণ রাজকুমার সত্যময়কে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে উদ্যত,—এমন সময়ে সমুদ্র গর্জ্জনের* ন্যায় "মাভৈঃ মাভৈঃ" রব উঠিতে লাগিল; রাজা ও সভাসদ্‌গণ সকলেই ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া প্রস্তর পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। সকলেই নির্ব্বাক নিস্পন্দ! চলৎশক্তিরহিতাবস্থায় বসিয়া দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করিতে লাগিলেন। মাভৈঃ মাভৈঃ রবে অসংখ্য ভূতপ্রেতগণ†‡ নৃত্য-গীত করিতে করিতে সভা মধ্যে প্রবেশ করিয়া সভাসদ্‌গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ভবশক্তি ও সত্যময়ের চতুর্দ্দিকে ঘেরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

ভূতপ্রেতগণের সঙ্গীত শেষ হইলে ভবশক্তি ভবানীর বেশে মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন§ এবং সত্যময় তৎচরণ-প্রান্তে ধ্যানস্থ হইলেন। সেই অবসরে ভূতপ্রেতগণ পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিল।¶

---

* বায়ুর প্রকোপে রস রক্ত চলাচলের শব্দ। † আচাভুয়া।

‡ মানসিক বৃত্তি সকল ছায়াবাজীর ন্যায় মোহরূপ অন্ধকারে অনুভব হয়।

§ মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন—পুংদেহ মধ্যস্থিত শক্তি প্রকাশিত হইলেন।

¶ চঞ্চল বায়ু সকল চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণিত হওয়ার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

মাভৈঃ! মাভৈঃ! কে ঐ কে ঐ,
মার্ মার্ মার্ রে।
(মোরা) উনপঞ্চাশ প্রাণ, ভুতপ্রেত অগণন,
ধিন্ ধিন্ ধিন্ ডাক্ রে॥
মোহমুগ্ধ জীব যত, সকলি করিব হত,
বিদীর্ণ করিব বক্ষ কাম কামিনীরে।
নিশ্বাস জপের মালা, না জপিবে যে দুবেলা,
জীবন্তে দহন জ্বালা তারে দিব রে॥
পাপিদের দেখ্‌লে পরে, জিহ্বাতে পাণি সরে,
মনে হয় অমনি ধ'রে খেয়ে ফেলিরে।
খর্পরেতে মাথা ল'য়ে, লক্ লক্ লক্ জিহ্বে,
রসাতলে ফেলে দিয়ে নেচে নেচে যাইরে॥

ভুতপ্রেতগণের আগমন হইবার ক্ষণকাল পরেই নগেন্দ্র সিংহ পাত্র মিত্র সকলের সহিত মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন, কিছুক্ষণ পরে কাপালিক ও নগেন্দ্র সিংহ প্রভৃতি সকলের চৈতন্য সঞ্চার* হইলে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। তখন সকলেই বুঝিলেন যে উহা কোন ভৌতিক কাণ্ড হইবে। দ্রব্যগুণে ঐ সকল ভৌতিক কাণ্ড দেখান যায়, ভবশক্তি ও সত্যময় তাহাই করিয়া থাকিবে, এই নিশ্চয় করিয়া পূর্ব্ববৎ আচরণে রত হইলেন।

* মায়ীক অবস্থা প্রাপ্ত হইল।

অতঃপর কাপালিক মোহে মুগ্ধ থাকায় ভবশক্তির উপদেশ বাক্য ও তৎবিভূতি সকল বিস্মরণ হইয়া আশু-প্রীতিকর বিষয়ে ধাবিত হইল। কামিনীর আশায় কাম ধাবিত হইতেছে, পরন্তু কাম প্রতিহত হইবার একমাত্র কারণ ভবশক্তি। ইচ্ছায় বাধা পড়িলে, ক্রোধের উৎপন্ন হইয়া থাকে; বর্ত্তমানে সত্যময় ও ভবশক্তি দ্বারা শৈল প্রাপ্তির আশায় বাধা প্রাপ্ত হওয়ায় কাপালিকের সহিত সত্যময়ের ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইল। যুদ্ধের ক্ষণকাল পূর্ব্বে ভবশক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; সত্যময় একা কাপালিকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

সত্ত্বগুণ হইতে সদ্গুরু প্রদত্ত বাণ আসিয়া কাপালিকের উপর নিপতিত হওয়ায় কাপালিক সক্রোধে গর্জ্জন করিয়া কহিল :—

"আরে আরে বেটা, তুই এলি কেটা,
জঞ্জাল ঘটাতে মোর?
চিরকাল আমি, জীবে হ'য়ে স্বামী,
পাতক করাই ঘোর।
বাসেতে আমার, স্থান নিরন্তর,
প্রহরী প্রাপ্তির পথে।
রাখ প্রাপ্তিভেদ, বাড়াওনা খেদ,
চলি যাও উঠে রথে॥"

সত্যময়।—

এস এস বীর, স্পর্শ কর তীর,
ধনুতে যোজন ক'রেছি গুণ।
এ গুণে আগুন, ছুটিবে দ্বিগুণ,
ব্রহ্মাণ্ড জ্বালাব দেখ এখন॥
বামে চন্দ্রনাড়ী* ফেলিব উপাড়ি,
সূর্য্যনাড়ী† পথে পড়িবে কাঁটা।
বক্ষ করি স্থির করিব অস্থির,
মারিব তোমার প্রহরী ন'টা‡॥
দেখি শূন্য ঘরে, কে রাখিতে পারে,
তুমিত সামান্য পুরুষ পাপ।
তব আস্ফালন, ঘুচিবে এখন;
অগ্নিবাণে পাবে দারুণ তাপ॥

কাপালিক।—বায়ু স্থির হ'লে অগ্নি কোথা রবে?
অগ্নির অভাবে দেহী মরে যাবে।
গৃহ পুড়ে যায়, দেহ পুড়ে যায়,
আমার সাধক চিরানন্দে রয়।
তাই বলি সাধু সেবা কর মোর,
হ'য়ে রবে সদা অজর অমর।

---

* চন্দ্রনাড়ী—ইড়া। † সূর্য্যনাড়ী পিঙ্গলা।
‡ নবদ্বারের নয় বৃত্তি।

সত্যময়।— জানি আমি তুমি পাপ আছ বহুকাল,
কুস্থানে থাকিয়ে সদা হরিতেছ কাল।
আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, উদ্বন্ধন আদি,
সুখকর ভোগ কিবা উপদংশ ব্যাধি।
তোমার মহিমা আমি কত কব আর,
নির্লিপ্ত থাকিয়া কর বারাঙ্গনা সার।
হৃদয়ের বামভাগে বসতি তোমার,
পার্ব্বতি ত্রিশূলাঘাতে* যাবে যমঘর।

কাপালিক।—পর্ব্বতকুমারী শৈল পার্ব্বতী সদৃশ।
তারে ল'য়ে যাব গৃহে প্রতিজ্ঞা ঈদৃশ।

সত্যময়।— অকারণ বৃথা পণ করিয়াছ সার,
শুম্ভ নিশুম্ভের দশা ঘটিবে তোমার।
অবোধ নিশুম্ভ শুম্ভ রমণীর তরে,
সবংশে নির্ব্বংশ হ'ল কৌশিকীর করে।
সেই কথা একবার ভেবে দেখ মনে,
চেয়ে দেখ ন্যাংটা মেয়ে† কে আসে এখানে।

হৃদয়-গ্রন্থীর মুখে শ্লেষ্মা রক্ত ধরি,
পাপাত্মা দিতেছে বাধা রাগ সারি সারি।

* আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ তাপরূপ ত্রিশূল।
† ন্যাংটা মেয়ে— অর্থাৎ লজ্জাশূন্যা প্রকৃতি।

মুহুর্ম্মুহু উঠিতেছে যোগ-বিঘ্নকর,
সন্ধীর আভাস তাহে পাপ অনুচর।
এইরূপে পাপে গুণে তর্কাতর্কি হয়,
অকস্মাৎ রণস্থলে চপলা* উদয়।
নাচিছে চপলা কিবা চঞ্চল চরণে,
মেঘেতে বিজলী যেন পশ্চিম গগনে।
পশ্চিম-প্রদেশ-নারী অদ্ভুত আকার,
প্রণবে জড়িত তাহা নহে নরাকার।
নরাকার, নিরাকার কে বুঝিতে পারে,
কেবল হুঙ্কার রব উঠে বারে বারে।
প্রলয় কালীন রব দিগন্ত ব্যাপিয়া,
সে রবে মধুর রব বাজিছে মিশিয়া।
ইষু শিশু করতালি শ্রুতিযুগে দেয়,
নূপুর কিঙ্কিনী সনে মৃদঙ্গ বাজায়।
এলায়ে কুন্তলরাজি দিগন্ত ব্যাপিয়া,
অট্ট অট্ট হাসে বামা বামে নিরখিয়া।
উদয় বিবুধ বধু সুধাভাণ্ড ধরি,
বদনে ঢালিয়া দিল মহেশের নারী।
সুধাপান করি দেবী হুঙ্কার ছাড়িল,
হুঙ্কার ত্রিশূলাকার বামে বিদ্ধ হ'ল!

* চপলা - (ছদ্মবেশী ভবশক্তি; দেহস্থিত চঞ্চলাশক্তি।

করিল চীৎকার রব পাপ নরেশ্বর,
হৃদয়-গ্রন্থির ভেদ হইল এবার।

হৃদয় গ্রন্থির ভেদ হইলে কাপালিক মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে ব্যাধির* যাতনায় অস্থির হইয়া হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিতেছে। কাপালিকের পালনমাতা† (ধাত্রী) শিয়রে বসিয়া আশু প্রীতিকর বাক্য প্রয়োগ করিতেছে; কিন্তু কিছুতেই আর আশ্বাস প্রদান করিতে পারিতেছে না।

ধাত্রী বলিতেছে,—"বৎস! এখনও বহুকাল তুমি জীবিত থাকিবে; ভয় কি? রোদন করিতেছ কেন? তোমার মনোমধ্যে যে নারীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাহা কদাচ ভুলিও না; কারণ তাহার দ্বারা তোমার এই কামভোগ চিরকাল বজায় রহিয়াছে। আর যে যে বিষয় লালসা তোমার মনোমধ্যে আছে, তাঁহার বিন্দুমাত্র ছাড়িওনা। এই দেহে তুমি যথেষ্ঠ ভোগ করিতে পারিলে না; সুতরাং উহা পরকালের (পর জন্মের) জন্য রাখ, এখনও তোমার অনেক ভোগ বাকী আছে।"

মায়ার ভাব অবগত হইয়া কাপালিক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,—"উঃ! এখনও অনেক ভোগ

* ব্যাধি—ভবরোগ। † পালনমাতা—মায়া।

বাকী আছে? পরপত্নী গ্রহণ, পর দ্রব্য হরণ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি রাশি রাশি পাপ করিয়াছি; তাহার ফলে এই যাতনা ভোগ হইতেছে; আরও ভোগ বাকী আছে? উঃ!"

মায়া।—হ্যাঁ, এখনও অনেক ভোগ বাকী আছে।

কাপালিক।—মায়া! তোমার মায়া বুঝা ভার। তুমি আমাকে প্রলোভন দেখাইয়া এই সংসার-সমুদ্রে নিক্ষেপ করতঃ মায়িক ভেলায় তুলিয়া অকূল সাগরে ভাসাইলে; আবার ভেলা হইতে উত্থিত করিয়া অতল সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিতেছ। হায়! হায়! আমি তোমার প্রলোভনে ভুলিয়া আমার প্রিয় বস্তুটীকে চিনিতে পারিলাম না। আমি যখন ভেলায় বসিয়া জলের তরঙ্গ দেখিয়া আনন্দিত হইতাম, তখন সেই জল-কল্লোলের সহিত কি এক মধুর ধ্বনি উত্থিত হইয়া আমাকে সাবধান করিয়া বলিত—"জীব! জলের তরঙ্গ দেখিয়া মোহিত হইও না; ঐ তরঙ্গের মধ্যে অনেক রঙ্গ আছে, সেই রঙ্গরসে ভুলিয়া আত্মহারা হইও না; আত্মহারা হইয়া তরঙ্গ ও বুদ্বুদে মুগ্ধ হইলে, চিরকাল এই মায়ানদীর তুফানে হাবুডুবু খাইতে হইবে।" আমি সেই বাক্যে কর্ণপাত করিতাম না, তাই আজ আমার এই দুর্গতি।

মায়া।—কি দুর্গতি?

কাপালিক।—

ভয়ে প্রাণ কাঁপিছে আমার।

(প্রাণ) ছুটেছে সমুদ্রমুখে বল কে রোধিবে আর ?

যাহারা ছিল সম্বল, সকলি হ'ল নিষ্ফল,

শরীর ইন্দ্রিয়দল হ'ল অবশ অসাড়।

অনাদর করেছি যারে, এবে যায় সে ফেলে মোরে,

এমন সখা পাব কারে, যা বিনে সকলি আঁধার॥

শত্রুভাবে চিরদিন, ভেবে তনু হ'ল ক্ষীণ,

নয়নেতে দৃষ্টিহীন প্রলয়-তরঙ্গ অপার।

হ'য়ে সুখ অভিলাষী, নিজ গলে দিনু ফাঁসি,

(এবে) ফাঁসিতে জড়ায়ে শশী ছুটে রাশি চক্র বার॥

বাহিরে পবন গতি, ভিতরে অসংখ্য মূর্ত্তি,

চিত্র আঁকে গুপ্ত পতি চিত্রগুপ্ত কারিগর।

নাভিশ্বাসে কণ্ঠশ্বাসে, কণ্ঠরোধ শ্বাসে কাসে,

মহারুদ্র বুকে ব'সে ধনুকে দেয় টঙ্কার॥

অন্তরে ত্রিশূল জ্বালা, শব্দে কর্ণে লাগে তালা,

হরিনাম নামের মালা বল কে জপিবে আর।

কুটস্থ রতনমণি, ভয়ঙ্কর এবে তিনি,

কালান্তক যম জিনি হস্তেতে মহা মুদ্গর॥

প্রাণকান্ত বিনা হায় ! জ্বলে হৃদি যাতনায়,

মুমূর্ষু শয্যায় দেখি বিভীষিকা ভয়ঙ্কর।

বিভীষিকা ল'য়ে মোরে, যেতে চায় স্থানান্তরে,
যাই তবে সকাতরে করিয়ে মহা চীৎকার ॥
(বুঝি) চীৎকার হইবে শেষ, ত্রিগুণে তিনখাবি শেষ,
ভ্রূমধ্যে অহং শেষ (বুঝি) হব এরে শবাকার।
হেরিয়ে ভীষণ মনের মূরতি।
কাঁদিতে লাগিল মানসিক বৃত্তি ॥
হ'য়ে একত্রিত উঠিল ত্বরিত।
মহা কলরবে হয় সবে ভীত ॥
অষ্ট প্রকৃতি সঙ্গেতে লইয়া।
চলিল জীবাত্মা পিঞ্জর ছাড়িয়া ॥

ভবশক্তি ও সত্যময় এই সমস্ত ব্যাপার দেখিতেছিলেন, কাপালিকের দেহত্যাগ হইলে পর, সত্যময়ের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল এবং দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"উঃ! কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য!"

ভবশক্তি সত্যময়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "তোমার চক্ষে জল কেন? তুমি কাঁদিতেছ কেন? কাপালিকের দেহ শবে পরিণত হইল দেখিয়া, তোমার ক্লেশ হইতেছে কি?"

সত্যময়।—সখা! আমি যদি না কাঁদিব, তবে কে কাঁদিবে?

ভবশক্তি —কাঁদিবার লোক অনেক আছে; মায়া আছে, মোহ আছে, তাহারাই চিরকাল কাঁদিবে, তুমি কাঁদিবার জন্য সৃষ্ট হও নাই।

সত্যময়।—মায়া-মোহ সাধারণের জন্য কাঁদিয়া থাকে; সাধুগণ সাধকের জন্য কাঁদিয়া থাকেন, আর ভগবান ভক্তের জন্য কাঁদিয়া থাকেন কিন্তু পাপীর জন্য কে কাঁদিবে? নিজ বুদ্ধির দোষে চিরকালের জন্য যে কলুষ-সাগরে নিমগ্ন আছে, তাহার জন্য কে কাঁদিবে? পুণ্যাত্মাকে সকলেই ভালবাসিয়া থাকে, পাপাত্মাকে কে ভালবাসিবে? তাহার ভালবাসার লোক না থাকায়, তাহার ভাগ্যে কি অনন্ত নরক লেখা আছে? হা বিধাতঃ! এই কি তোমার সৃষ্টি-তত্ত্ব-রহস্য! (রোদন)

ভবশক্তি।—সর্ব্বনাশ হইল! সত্যময়! মায়ায় অভিভূত হইওনা। আমি তোমাকে মায়া রহিত করিয়া এতদূর আনিলাম; এতদূর আসিয়া পুনরায় মায়ার কুহকে পড়িলে? বৎস! স্থির হও; দৃঢ়তারূপ যষ্টি ধারণপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় উত্থিত হও। কুহকিনী মায়ার ছলনায় পতিত হইয়া কাপালিক কত কষ্ট ভোগ করিয়া, শেষে দেহ ত্যাগ করিল; মায়ার আধার এই জড়দেহ; সুতরাং জড়দেহের অভাব হওয়ায়, স্থানাভাবহেতু (কাপালিক শরীর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া) মায়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিতে আসিয়াছে; তাই তোমার চক্ষের পাতায় মায়ার ধাঁধা লাগিয়া মায়াজল নিপতিত হইতেছে। ছিদ্র পাইয়া কলি নলরাজের শরীরে প্রবেশ

করিয়া কত কষ্ট দিয়াছিল; তদ্রূপ তোমার এই অবসন্ন ভাব উপস্থিত হওয়ায় মায়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিতেছে; এই মায়ার প্রভাবে তোমার চক্ষে জল আসিয়াছে। উহা তোমার আঁখিজল নহে, সেই কুহকিনীর মায়াজল এবং তুমি নিজ ইচ্ছায় কাঁদিতেছ না, মায়া তোমাকে কাঁদাইতেছে।"

সত্যময়।—অ্যাঁ! মায়া আমাকে কাঁদাইতেছে?

ভবশক্তি।—হ্যাঁ।

সত্যময়।—আচ্ছা সখা! আমি আর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কাঁদিব না; কিন্তু কাপালিকের অনন্ত নরক হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় অবশ্যই তোমাকে করিয়া দিতে হইবে।

ভবশক্তি।—জগদীশ্বর বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহার সৃষ্টবস্তু তাঁহার সম্মুখে নরক ভোগ করিবে, আর তিনি অকাতরে তাহা দেখিবেন, ইহা অতি অসম্ভব কথা। পাপীই হউক আর তাপীই হউক অনন্ত নরক ভোগ কাহারও হয় না।

সত্যময়।—নরক কাহাকে বলে?

ভবশক্তি।—নঃ+অক=নরক অর্থাৎ যাহারা (স্বর্গ) সুখ না পাইয়া দুঃখে পড়িয়া থাকে, তাহাদিগকে নারকী কহে; নরক অর্থাৎ দুঃখের স্থান। যে ব্যক্তি যাহা

দ্বারা দুঃখ পাইয়া থাকে, তাহার পক্ষে তাহাই নরক। চোরের পক্ষে কারাগার নরক, ধার্ম্মিকের সংসারাসক্তি নরক এবং অন্যান্য সাধারণের নিকট কাম, ক্রোধ ও লোভ, এই তিনটী নরকের দ্বার স্বরূপ।

সত্যময়।—পুরাণ বা পটে যেরূপ ভীষণ নরক ও যমদণ্ড বর্ণনা আছে তাহা কি মিথ্যা? নরক বা যমপুরী নামক কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই কি?

ভবশক্তি।—মিথ্যা কিছুই নহে, সবই সত্য, তবে প্রকার ভেদ মাত্র।

সত্যময়।—কিরূপ প্রকার ভেদ?

ভবশক্তি।—প্রকার ভেদ এই যে, সমস্তই আছে, তবে লোকে যাহা বলে, তাহা নহে। লোকে যমপুরী ও নরককুণ্ডর ভীষণ ব্যাপার এবং পাপীদিগকে তথায় যেরূপ শাস্তি দেওয়ার বিষয় কহিয়া থাকে, তাহা যদি সত্য হয়, তবে জগদীশ্বরের অকলঙ্ক নামে কলঙ্ক আরোপ করা হয়; কেননা অন্তর্য্যামী জগদীশ্বরের বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বে তাঁহার সম্মুখে তাঁহারই সৃষ্ট পদার্থ নিদারুণ যমদণ্ড ভোগ করিতে করিতে হৃদয় বিদারক চীৎকার করিতেছে, আর তিনি অকাতরে তাহা সহ্য করিতেছেন, ইহাই কি তাঁহার দয়াময় নামের মহিমা?

সত্যময়।—সাধারণ লোকের বাক্য যখন স্বীকার্য্য নহে,

এবং উহার প্রকৃত তাৎপর্য্যও আছে, তখন তাহা সবিস্তারে কহিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর।

স্তবশক্তি।—জগদীশ্বর সর্ব্বদা সকলের নিকট প্রকাশিত আছেন, যে দেখিতে ইচ্ছা করে, সেই দেখিতে পায়। যিনি সদ্‌গুরু প্রদর্শিত উপায় দ্বারা নিত্য তাঁহাকে সেবা* করিয়া থাকেন, তিনি দেহত্যাগ কালে সেই নিত্য আরাধ্য প্রিয় বস্তুতে লয়† হয়েন; আর যিনি পাপী অর্থাৎ ভুলেও ভগবানকে ডাকেন না,‡ তাঁহার মন সর্ব্বদা বহির্বিষয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাতে (স্ত্রী-পুত্র-ধনরত্নাদিতে) আসক্ত হইয়া থাকে, পরে দেহত্যাগ সময়ে জগদীশ্বর উদয় হইলেও পূর্ব্ব সংস্কার বশতঃ এই চক্ষু ও মন সেই ব্রহ্মজ্যোতি দর্শনের পরিবর্ত্তে তথায় স্ত্রী-পুত্র-ঘরবাড়ী প্রভৃতি আসক্তির বস্তু সকল দেখিতে থাকে। আজীবনকৃত পাপকর্ম্ম তৎকালে সম্মুখে উদয় হইয়া হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া থাকে; যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে দেহাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিয়া থাকে এবং তাহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য গো হত্যা, ব্রহ্মহত্যা প্রভৃতি যাবতীয় অন্যায় কার্য্য করিতে পশ্চাৎপদ হয় না, এমত স্ত্রী-পুত্রকে ছাড়িয়া

* সদ্‌গুরু উপদিষ্ট প্রাণায়ামাদি কার্য্য। † শান্তিধামে আশ্রয় লাভ হয়।
‡ অর্থাৎ গুরূপদিষ্ট ক্রিয়াদি করে না।

মৃত্যুমুখে পতিত হইতে বসিয়াছে, তখন সে স্বীয় মন দিয়া দেখিতেছে যে, সেই প্রিয় পুত্র ও পত্নী তাহার সম্মুখে অনাথ অনাথিনী বেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। হৃদয়ে আত্মারাম বর্ত্তমান, কিন্তু মন তাহা গ্রহণ না করিয়া সেই আত্মারামকে চাপা দিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিমূর্ত্তি চিত্রিত করিতেছে। যাঁহার প্রভাবে এইরূপ গুপ্তভাবে চিত্র অঙ্কিত হয়. তিনিই চিত্রগুপ্ত নামে অভিহিত। উক্ত চিত্র সকল দেখিয়া হৃদয়ে দুঃখ অনুভব করাকেই নরক (দুঃখ) ভোগ বলিয়া থাকে। এবম্প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে যমদণ্ড অনুভব হয়। যম— অর্থাৎ সংযম অবস্থা, লয়; দণ্ড—যষ্ঠি, মেরুদণ্ড; অর্থাৎ মেরুদণ্ডস্থিত লয়ের অবস্থায় জীব প্রকৃষ্টরূপে লয় হয়, এইহেতু তাহাই প্রলয়।

সত্যময়।—তাহার পর?—

ভবশক্তি।—তাহার পর যাহা হয়, তাহা অব্যক্ত; কারণ মন দিয়া গ্রহণ করা যায় না। তবে তাহার কত কাল পরে পুনরায় এই সৃষ্টি, যাহা বরাবর চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বক্তব্যের বিষয়; অতএব কাহারও দেহ গ্রহণে আনন্দ এবং দেহ ত্যাগে দুঃখ অনুভব করা উচিত নয়। জগতে আসিয়া, শুদ্ধবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, সুখ-দুঃখের বশীভূত হইওনা; কেবল আপনার কর্ম্ম (আত্মকর্ম্ম)

করিয়া চল, ইহাই সকলের কর্ত্তব্য; এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করাকে সুর কহে, ইহা হইতে বিচ্যুত হইলেই অসুর। সেই অসুর সকলের হৃদয়ের বামভাগে অবস্থিত; দেবী দশভুজারূপে সেই অসুরের বক্ষে ত্রিশূলাঘাত করিয়াছিলেন (দুর্গা প্রতিমায় তাহাই দেখান হইয়াছে), তাহাতেই অসুররূপ পাপপুরুষ বিনষ্ট হইল, তাহার জন্য শোক করিতেছ কেন? শত্রুদিগকে আমি বধ করিলাম, এখন তুমি সাধন করিয়া স্বধামে গমন কর।

সত্যময়।—স্বধাম কোথায়?

ভবশক্তি।—বৈকুণ্ঠধাম।*

---

* সহস্রার।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—•—

মোহনিদ্রা।

ভাবী জামাতার মৃত্যু হইলে পর নগেন্দ্র সিংহ ও মায়া পতি-পত্নী উভয়ে মিলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, "কাপালিকের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে ক্ষতি কি? পুনরায় অপর পাত্র যোগাড় করিব, তথাপি সত্যময়ের পরিচিত কোন পাত্রকে শৈল দান করা হইবে না।" সত্যময় এই সকল বিষয় অবগত হইয়া, পিতৃ সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন যে, "যদ্যপি আপনি ভগ্নি শৈলকে আমার পূর্ব্বকথিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত না হয়েন, তাহা হইলে বিপর্য্যয় ঘটিবে।"

নগেন্দ্র সিংহ সত্যময়ের সংবাদ পাইয়া শৈল অপহরণ আশঙ্কায় রাজ ভবন এবং শিব মন্দিরের চতুর্দ্দিকে শান্তি-পাহারা নিযুক্ত করিলেন। দুর্গ মধ্যে সৈন্যগণকে রণসাজে সুসজ্জিত হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ* রাজ আজ্ঞায় তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রে রণবেশে সজ্জিত হইয়া দুর্গ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল।

শৈলের গাত্রহরিদ্রা হইয়া গিয়াছে; সুতরাং অদ্য কিম্বা পরদিন রাত্রের মধ্যে সৎপাত্র না পাইলে, অগত্যা যে কোন

* খলতা, কপটতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি সৈন্যগণ।

পাত্রে হউক শৈল-অর্পণ করিতে হইবে। কালবিলম্বে দৈব-দুর্ব্বিপাক ঘটিতে পারে, এই আশঙ্কায় সকলেই জাগরিত থাকিয়া নিশি যাপন করিতে লাগিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত, তখনও শৈলের পিতা মাতা প্রভৃতি রাজ ভবনে সকল লোকই জাগিয়া আছেন; কারণ সত্যময়ের সংবাদ পাইয়া অবধি শৈল-হরণ আশঙ্কা প্রবল হওয়ায় এই নিশি জাগরণের ধুম পড়িয়া গিয়াছে।

এই নিশি জাগরণ সময় শৈল শিবমন্দিরে নিত্যসেবায় রত আছেন; মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রহরিগণ পাহারায় নিযুক্ত রহিয়াছে। নগেন্দ্র সিংহ ও মায়াদেবী শয়ন কক্ষে পালঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক কথোপকথন করিতেছিলেন।

নগেন্দ্র সিংহ।—অবাধ্য মেয়েকে কিছুতেই বুঝাইয়া নিজ বশে আনিতে পারিতেছি না; পিতা-মাতার অবাধ্য হইয়া চিরকাল ভ্রাতার বাধ্য থাকায় আমার সোণার সংসার ছারখার হইয়া যাইতেছে। রজনী ও তমোময় পূর্ব্বে আমার কত আদরের পুত্র ছিল, এক মুহূর্ত্ত আমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিত না; আজ কিনা তাহারাও আমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছুক নহে; হা অদৃষ্ট!

মায়া।—জ্যেষ্ঠ পুত্র সত্যময় ও কন্যা শৈলের মন্ত্রণায় সমস্তই নষ্ট হইতেছে। সত্যময় এমন কুলাঙ্গার জন্মিয়াছিল

যে, এত কালের পৈত্রিক সম্পত্তি সমস্ত অনায়াসে নষ্ট করিতেছে। নাথ! একবার ভাবিয়া দেখুন, আপনার সম্পত্তি সকল, সত্যময়ের দোষে কত নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সামান্য যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহাও বোধ হয় রাখিবে না।—(ক্রন্দন)

"আমার অতুল ঐশ্বর্য্য (রাজসম্পত্তি) ধ্বংস হইয়া গেলে আমাকে উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে; হা হতোস্মি!" এই বলিয়া নগেন্দ্র সিংহ মূর্চ্ছিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা লাভ হইলে, উভয়ে এইরূপে দুঃখে রজনী যাপন করিতে লাগিলেন। এদিকে মন্দির রক্ষক প্রহরিগণ সকলে একত্র মিলিত হইয়া হাস্য পরিহাসাদির সহিত গঞ্জিকা সেবনে রত আছে। কেহ গুণ্ গুণ্ করিয়া গান গাহিতেছে, কেহ নেশায় মাতিয়া করতালি দিতেছে এবং কেহ বা কুৎসিৎ গালাগালিতে রত আছে।*

এমন সময় এক রসিকা যুবতী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যুবতীর পরণে মোটা, লালপেড়ে সাড়ী, হাতে কাচের চুড়ি এবং কাল মুখের কসে একগাদা পান থাকায় মুখ ফুলিয়া অতীব সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার কাল অঙ্গে তৈল চক্ চক্ করিতেছে এবং কপালে একটী

* শরীরাভ্যন্তরীক জঘন্য বৃত্তি সকল মন্দিরের বাহিরে জঘন্য ব্যাপারে রত আছে।

সিঁদুরের টিপ শোভা পাইতেছে। যুবতী হাসিয়া হাসিয়া প্রহরিগণের নিকট আসিয়া, আড়নয়নে কটাক্ষপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ওগো! তোমরা কেহ বলিতে পার, একজন পুরুষ এদিকে আসিয়াছে কিনা?"

প্রহরিগণ কামিনীর এই হাব ভাব অবলোকন করিয়া মোহিত হইয়া পড়িল এবং সকলেই বলিয়া উঠিল "ওগো রসিকা যুবতি! তুমি যাহাকে খুঁজিতেছ, তাহার নাম কি?"

যুবতী।—তাহার নাম জানি না, দেখিলে চিনিতে পারি।

১ম প্র।—নাম জাননা অথচ তাহাকে খুঁজিতেছ, ইহার কারণ কি? সে তোমার কে হয়?

যুবতী।—সে আমার অনেক কালের পুরানো সাঙাৎ, সে আমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া চলিয়া আসিয়াছে; সাঙাৎ বিহনে কিরূপে থাকিব, তাই এই রাত্রে তাহাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছি; নাম বলিব না, দেখিয়াছ কি?

২য় প্র।—নির্দ্দিষ্ট লোকের দরকার কি? সাঙাৎ হইলেই যদি চলে, তবে আমাদিগকেও সাঙাৎ করিয়া লইতে আপত্তি কি?

যুবতী।—দূর হ অভাগীর বেটা, আমি কি বেশ্যা যে আমার সহিত তামাসা করিতেছিস? আমিও এককালে বড় লোকের ঝি ও বড়লোকের পরিবার ছিলাম, আজই যেন কপাল পুড়িয়া গিয়াছে।—(ক্রন্দন)

৩য় প্র।—বাছা! তোমার কি সাঙাৎ ছাড়া আর কেহ নাই?

যুবতী।—আমায় ভালবাসিবার লোক আর কেহই নাই।

৪র্থ প্র।—আহা, সুন্দরী! আমরা তোমাকে ভালবাসিব।

৫ম প্র।—হ্যাঁ হ্যাঁ—তাই ভাল—তাই ভাল।

যুবতী।—ছুঁচো ব্যাটারা,—আমিও তো তাই চাই।

১ম প্র।—তুমি যদি তাই চাও, তবে গালাগালি দিতেছ কেন?

২য় প্র।—আহা, উহা কি গালাগালি? উহা তো অমৃত বর্ষণ।

যুবতী।—আমি তো ভালবাসি সকলকে দিবানিশি।
কালো, কে বাসে ভাল, ভালবাসে পূর্ণশশী॥

১ম প্র।—না না—আমরা পূর্ণশশী ভালবাস না, কালশশীই আমাদের ভালবাসার জিনিষ।

"আচ্ছা তবে আমি রসালাপ করি, তোমরা শ্রবণ কর" এই বলিয়া যুবতী প্রহরিগণের মধ্যে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল, প্রহরিগণ আত্মহারা হইয়া উন্মত্তের ন্যায় যুবতীর নৃত্য দেখিতে লাগিল। যুবতী নৃত্য করিতে করিতে গীত আরম্ভ করিল:—

কীর্ত্তন।

রস হ'তে আমি রসিকা যুবতী, কেহত চাহে না মোরে।
ত্যজি সোমরস, বিষয় কুরস, পানে মত্ত নিশিদিন রে॥

প্রকৃতি সুন্দরী লয়ে, পুরুষ সকলে,
আছে বাঁধা কর্ম্মপাশে মায়ামোহ-জালে,
সে যে নিজের হাতে গাঁথা জাল,
সে জাল আছে নিরাকারে,—
জালেতে পড়িয়া জীব কাঁদে বারে বারে,
অস্থির হতেছে প্রাণ তবু নাহি ছাড়ে।

রসিকা যুবতী সঙ্গীত শেষ করিয়া সম্মুখস্থিত কলসী হইতে দুর্গন্ধ তালরস বাহির করিয়া নিজ হস্তে প্রহরিগণের মুখে ঢালিয়া দিতে লাগিল। প্রহরিগণ আকণ্ঠ ভরিয়া পান করিতে লাগিল। যুবতী তখন পুনরায় সঙ্গীত আরম্ভ করিল :—

কেন হে প্রহরিগণ!
মন্দির রক্ষক হ'য়ে বেহুঁস হও অকারণ?
দেহ-মন্দির মাঝারে, প্রকৃতি পুরুষ তরে,
আছেন বসি ধ্যান ধ'রে, পুরুষ আসিবে এখন॥
পুরুষ আসিলে পরে, প্রকৃতি হরণ ক'রে,
ল'য়ে যাবে নিজ ঘরে, মান্‌বে না কারো শাসন।
তোমরা ইন্দ্রিয়গণ, থাক সদা সচেতন,
প্রহরী রাখ নয়ন, ছেড় না সে নবঘন॥
আর এক কথা বলি শুন, গাও প্রতিপালক গুণ,
নিমক খাইয়া কেন হারামি কর এখন।

যত জীব জগতময়, সকলি তাঁর প্রজা হয়,
রাজারে ভুলিয়া হায়, মোহে মুগ্ধ জীবগণ ॥
আমারে চিনিতে নার, আমি প্রকৃতির পর,
ভুলাতে জীব নিরন্তর, জীবদেহ করি ধারণ।
সুমতি কুমতি আমি, বায়ু-জল-বহ্নি-ভূমি,
দেবভাবে তুষি দেবে, অসুর ভাবে করি দলন ॥
যে ভাবে যে দেখে মোরে, তারে তেমন আকারে,
রসিকা যুবতী বেশে, মুগ্ধ করি রসিকজন।
তোমরা রসিক নও, মোহ অনুচর হও,
বিষয় বিষ এই লও, খেয়ে হও অচেতন ॥

রসিকা যুবতী গীত গাহিতে গাহিতে নিজ বস্ত্রাঞ্চল হইতে একটী কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যস্থিত কোন বিষাক্ত পদার্থ পূর্ব্বোক্ত তাম্রদ্রবের সহিত মিশ্রিত করিয়া, প্রহরিগণের মুখে ঢালিয়া দিল। প্রহরিগণ তাহা পান করিবার অব্যবহিত পরেই অচেতন হইয়া ভূতলশায়ী হইল।

প্রহরিগণ অচেতন হইলে সত্যময় তথায় আসিয়া রসিকা যুবতীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বারম্বার তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিল। তখন সেই রসিকা যুবতী ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত ভবশক্তিবেশে সম্মুখে শোভা পাইতে লাগিলেন।

সত্যময় বলিলেন, "প্রহরিগণ অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, এই তো কার্য্যোদ্ধারের প্রশস্ত সময়।"

"কার্য্য করিয়া চল, উদ্ধার হউক বা না হউক, তাহা দেখিবার আবশ্যক নাই; এখন তুমি কেবল তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া থাক, তিনি আসিয়া নিজেই কার্য্যোদ্ধার করিয়া লইবেন। অধিক আর কি বলিব এক্ষণে আমি নিজ স্থানে গমন করি, সময় হইলে পুনরায় দেখা পাইবে।" এই বলিয়া ভবশক্তি চলিয়া গেলেন। সত্যময় আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

পুরুষ-প্রকৃতি।

এদিকে শৈল মন্দিরাভ্যন্তরে শিবস্বরূপ হৃদয়াকাশে লক্ষ্য করতঃ নিজ হৃদয়েশ্বরের উদ্দেশে স্তুতি পাঠে নিমগ্ন আছেন।

স্তোত্র।

জয় জয় গুরু, তুমি কল্পতরু,
চরণ করেছি সার।
যাই না অন্তরে, সদাই অন্তরে,
বিভূতি দেখি তোমার॥
রজ তমোগুণ, তুমি যে নির্গুণ,
পুরুষ হৃদয়ে স্থিতি।
সে স্থিতি কেমন, ইন্দ্র যব যেন,
বৃহৎ অণুতে গতি॥
সে গতি বুঝিতে, কার সাধ্য চিতে,
তব কৃপা বিনা প্রভু।
প্রকৃষ্টরূপেতে, হ'য়েছ জগতে,
জগতের পর বিভু॥
সে বিভু অন্তরে, চলে ধীরে ধীরে,
চলেতে অচল আছে।

চঞ্চলের ক্রিয়া, করি প্রাণ দিয়া,
প্রাণ মন মাঝে আছে॥
সে মধ্য ছাড়িয়া, বামে আছাড়িয়া,
ফেলিনু পাপের হাঁস।
গো মাংস ভক্ষণ, সব আচরণ,
ত্যজি হ'ল সর্ব্বনাশ॥
তুমি কৃপাময়, সব কর লয়,
রেখনা আমার আমি।
আন প্রাণধনে, হেরিব নয়নে,
নয়নের যিনি স্বামী॥

শৈল উক্ত প্রকার স্তুতি করিতেছেন, এমত সময়ে অদূরে মধুর সঙ্গীত ধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। শৈল মনোভি-নিবেশ পূর্ব্বক সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। ক্রমে ঐ গীতধ্বনি নিকটস্থ হইলে, বোধ হইল, যেন কি এক অমানুষিক ব্যাপারের মধ্যে অমানবের রব হইতেছে।

ঊর্দ্ধে গীতধ্বনি।

হরি হরি হরি ব'লে, পাপী সব আয় রে চ'লে।
শ্রীহরি উদয় হ'য়েছে হৃদয় নভোমণ্ডলে॥
পাপেতে দহিছ কেন,
কর দেব দরশন,
অন্তরে অনন্ত ভাব, দেখ আর থেকনা ভুলে।

মন প্রাণ চুরি করি,
বাঁশরী বাজায় (শ্রী) হরি,
আহা মরি কি মাধুরী দেখরে নয়ন মিলে ॥

শৈল মধুর গীতধ্বনি শ্রবণ করিয়া চমৎকৃত হইয়া ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিতে করিতে দেখিলেন, নীল নভোমণ্ডলের বহুদূর হইতে তমো ভেদ করিয়া এক পীতবর্ণ জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। সেই পীতজ্যোতিরাভ্যন্তরে আবার একটী আকাশ* রহিয়াছে এবং সেই আকাশ হইতেই বহু-বিধ অস্পষ্ট অবয়বা সকল দৃষ্ট হইতেছে; সেই অবয়ব সমুহের অন্তর্গত শব্দ‡ সকল একত্রিত হইয়া সুমধুর স্বরে কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতেছে।

অনন্তর শৈল ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া আছেন, অকস্মাৎ দেবমন্দিরের দ্বার খুলিয়া গেল।§ অকস্মাৎ সহস্র সহস্র সূর্য্যের প্রকাশ হইলে জগত যেরূপ আলোকিত হয়, তদ্রূপ সেই দেবমন্দির আলোকিত হইয়া উঠিল।

সেই আলোকের মধ্যে এক লোক বিদ্যমান আছেন, যাঁহাকে আকাশের ন্যায় চক্ষু¶ দ্বারা দেখা যাইতেছে।

---

* মনাকাশ। † ছন্দ সকল।

‡ মুচ্ছর্নার ন্যায় শব্দ।

§ স্বপ্রকাশ অনুভব হইল।

¶ দিব্যচক্ষু।

তাঁহাতে সমগ্র জগত* একত্রে প্রকাশমান আছে। চন্দ্র-সূর্য্য-সৌদামিনী অপেক্ষা উজ্জ্বল, বৈশ্বানর অপেক্ষা উগ্র এবং সুধাকর অপেক্ষা সুশীতল; এমত ব্রহ্মজ্যোতি অনুভব করিয়া শৈল কৃতার্থ হইলেন।

শৈলের পার্শ্ববর্ত্তী সহচরী চতুষ্টয় এই অপূর্ব্ব যোগানন্দ উপভোগ দ্বারা অন্তর পরিতৃপ্ত করিয়া ধন্য হইলেন। তখন সেই অনন্ত শক্তি সম্পন্ন চিন্ময় পুরুষ,† সহচরী চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিতা শৈলকে স্বকরে ধারণ করিলেন, অমনি শৈলের হৃদয় হইতে সকল দুঃখ অপসারিত হইল। পুরুষ দর্শনে শৈল নিজেকে প্রকৃতি জ্ঞানে মস্তকে অবগুণ্ঠন‡ দিয়া দাঁড়াইলেন।

অনন্তর পুরুষ প্রকৃতিকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে সুন্দরি! আমি তোমার প্রেমরজ্জু-আকর্ষণে এই স্থানে আগমন করিয়াছি; এক্ষণে তুমি আমার নিকট যাহা কিছু প্রার্থনা কর, আমি তাহা অবশ্যই পূরণ করিব।"

সখিচতুষ্টয়ের মধ্যে বিজয়া নাম্নী প্রধানা সখী বলিতে লাগিলেন, "হে প্রভু! আপনি নিশ্চযাত্মিকা বুদ্ধি প্রভাবে

* জগত—গতিশীল বস্তু; গতি দ্বিবিধ, যথা—স্থূল গতি ও সূক্ষ্ম গতি। স্থূলগতি এই স্থূল দেহ, সূক্ষ্ম গতি সূক্ষ্ম দেহ; অর্থাৎ জড় জগতের ইন্দ্রিয়বৃত্তি সকল এবং অন্তর্জ্জগতের অতিন্দ্রিয় ভাব সকল একত্রে হৃদয়াকাশে প্রকাশিত হইয়াছে।

† চিন্ময় পুরুষ—কূটস্থ চৈতন্য।

‡ গ্রীবা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ঘোমটার ন্যায় টান (গুরুবক্ত্রগম্য)।

প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছেন; অতএব আপনাকে নমস্কার করি।”

দ্বিতীয়া সখী জয়া করযোড়ে ভাবে গদ গদ হইয়া কহিতে লাগিলেন,—“হে বিভু! আপনি বিশেষরূপে হইয়াছেন ও হইতেছেন; আপনার সংযোগ বিয়োগের নিশ্চয় নাই। আপনি আপনা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন এবং আপনার আবির্ভাবের কাল নির্দ্ধারিত নাই; কারণ আপনি যে কখন আবির্ভাব হইবেন, তাহা কেহই জানে না। দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব এবং যক্ষ-রাক্ষসগণ প্রভৃতি কেহই আপনাকে জানে না, যেহেতু আপনি সকলের আদি; অতএব আপনাকে নমস্কার করি।”

শ্রদ্ধা কহিলেন,—“হে দেব! হে জগন্নিবাস! আপনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র রহিয়াছেন; আপনি শূন্যস্বরূপ সকলের চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছেন (কিন্তু সদ্‌গুরু অভাবে কেহ দেখিতে পাইতেছে না)। আপনি দেহরূপ ঘটের মধ্যে আত্মারূপে আছেন এবং আত্মযোগের অন্তর্গত দিব্য বিভূতি সকল পট বা চিত্রস্বরূপে শোভা পাইতেছেন। হে চিত্রকর! আপনি অনন্ত ভাবের চিত্র সমূহ চিত্তপটে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। আপনার চিত্র অঙ্কনের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বিশ্বকর্ম্মা এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন; অতএব বিশ্বকর্ম্মা ও আপনি প্রভেদ নহেন, আপনার অনন্তরূপ এবং অনন্ত নাম, আপনাকে নমস্কার করি।”

প্রীতি বলিতেছেন, "হে আদিদেব! আপনি সকলের আদি, মধ্য ও অন্ত। আপনার তুল্য কেহই নাই, আপনা অপেক্ষা বড়ও কেহ নাই এবং আপনি ভিন্ন অপর বস্তুও কিছু নাই, আমরা আপনার প্রকৃত ভাব অবগত না হওয়ায় সামান্য ব্যক্তিভাবে যে আরাধনা করিতাম, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি; বর্ত্তমানে দেখিতেছি যে আপনিই এক মাত্র গতি, অগতি ও পরাগতি।"*

সহচরী চতুষ্টয়ের স্তুতি সমাপ্ত হইলে শৈল কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন,—"হে প্রাণেশ্বর!† আপনাকে আর কি স্তুতি করিব? আপনি আমার আধার, আপনি ব্যতীত আমার অস্তিত্ব নাই। আমার এই 'আমি'ও আপনি; সুতরাং স্বতন্ত্র 'আমি' না থাকায়, আপনিই আপনার স্তুতি করিতেছেন। আপনি এতক্ষণ সখী সাজিয়া নিজের স্তুতি

* যে কাল নাসাভ্যন্তর দিয়া গতি হইতেছে, তাহাই একমাত্র গতি; কারণ সেই কালকে ধরিয়া জীব রহিয়াছে। সেই গতিতে মতি মিলাইলে অগতি অর্থাৎ সদ্গুরু প্রদর্শিত উপায় দ্বারা গমনশীল কালের সহিত মন মিলিত করিলে [বিনাবরোধে] গতি স্থির হয়, তাহাই অগতি। এই অগতির পরপারে অবস্থিত উত্তমপুরুষই পরাগতি (সাধন দ্বারা নিজবোধরূপ)।

† দিবারাত্রে ২১৬০০ বার শ্বাস প্রশ্বাস হইতেছে, তাহাই চঞ্চল প্রাণ; সদ্গুরু প্রদর্শিত প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণ স্থির হইলেই প্রাণেশ্বর। সেই স্থির প্রাণ (পরমাত্মা) এই চঞ্চল প্রাণকে রক্ষা করিতেছেন এইহেতু তিনি প্রাণেশ্বর।

নিজেই শুনিতেছিলেন এবং এক্ষণে শৈল সাজিয়া তাহার সম্মুখে দর্শন দিতেছেন। সাধু সাজিয়া আপনার ধ্যানে আপনি তন্ময়, আবার অসাধু সাজিয়া আপনার নিন্দায় আপনি রত হইয়া থকেন। আপনিই সমস্ত অথচ তাহার মধ্যে এই 'আমি' (অহংজ্ঞান) হওয়ায়, আপনাকে আপনি চিনিতে পারি নাই। বর্ত্তমানে আপনার চক্ষে আপনার রূপ দেখিয়া আপনাকে আপনিই পতিত্বে বরণ করিলাম। হে হরি! আপনি সর্ব্বস্ব হরণ করেন, এই হেতু আপনাকে নমস্কার* করি।"

---

* সদ্গুরু উপদিষ্ট ওঁকারের ক্রিয়া।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

ষট্‌চক্র বর্ণন।

—:—

এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতির মধুর সম্ভাষণ হইতেছে, এমত সময় সত্যময় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া পুরুষ-প্রকৃতির রূপ অবলোকন করতঃ বিশেষরূপে মোহিত হইয়া, ক্ষণকাল স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তৎপরে ভক্তি গদগদ চিত্তে করযোড়ে কহিলেন,—"দেব! বিধাতা আমার ভাগ্যে এই অপূর্ব্ব লীলা অধিক কাল দর্শন উপভোগ করিতে দেখেন নাই, তাই আজ সম্মুখে পুরুষ-প্রকৃতি-লীলা দর্শন করিয়াও শ্রীনাথ আদেশানুসারে স্বতন্ত্র কর্ম্মে* গমন করিতে হইতেছে। হায়! সাধকের যে কি সুখ, তাহা সাধকই জানে, দুঃখের বোঝা বহন করিয়া সারা জীবন কাটিল, তবু দুঃখের অন্ত পাইলাম না; তাই অনুমান হয় যে, বিধি সাধকের জন্য এই দুঃখকেই সুখ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

সত্যময়ের সম্মুখে পুরুষ-প্রকৃতির রূপ চল চল করিতেছে, নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ! স্থির!

---

* স্বতন্ত্র কর্ম্মে=প্রাণকর্ম্মে; রূপাদিতে মুগ্ধ না হইয়া সাধনরূপ সমরে রত থাকাই গুরূপদেশ।

সত্যময় নিজ দুঃখ-কাহিনীর উত্তর না পাইয়া, পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন—"শাস্ত্র ও গুরুবাক্য দ্বারা শুনিয়াছি যে, গুরু ও গোবিন্দ পৃথক নহেন; কিন্তু বর্ত্তমানে পৃথক অনুভব হইতেছে। আমি গুরু সমীপে যখন যে প্রশ্ন করিয়া থাকি, তৎক্ষণাৎ তাঁহার শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে আমার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাই, পরন্তু গোবিন্দ সমীপে মনোভাব জ্ঞাপন করা সত্বেও কোন উত্তর পাইতেছি না; ইহাই গুরু ও গোবিন্দের পৃথকত্ব।"

পুরুষ-প্রকৃতি নির্ব্বাক নিষ্পন্দ ও স্থির!

এবারেও সত্যময়ের কাতরোক্তি অরণ্য-রোদনের ন্যায় বৃথা হইল দেখিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস* ত্যাগ করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। সত্যময় এবারে বাক্ রহিত হইয়া পুরুষ-প্রকৃতির রূপের প্রতি কেবল চাহিয়া আছেন; আর পুরুষ-প্রকৃতিও বাক্ রহিত অবস্থায় স্থিরভাবে মন্দির-স্থিত নীলাকাশে দিব্যালোকে পরিবৃত হইয়া শোভা পাইতে-ছেন। এই সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত সুতরাং গ্রন্থকার গ্রন্থে লিখিতে অক্ষম।

সেই বর্ণনাতীত সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে দেখিতে নিশি অতিবাহিত হইয়া উষার সমাগম হইল। অমনি পক্ষীকুল ডাকিয়া উঠিল; সেই পক্ষী কলরবের সহিত মিশ্রিত হইয়া

* দীর্ঘনিশ্বাস=কুম্ভকের অন্ত প্রাণায়াম।

কোথায় একটী বংশী ধ্বনি হইল। বংশী একবার, দুইবার, তিনবার বাজিল; তৃতীয় বারে স্পষ্ট অনুভব হইল যে তাহা বংশীধ্বনি নহে, মন্দিরমধ্যস্থিত কোন মনুষ্যের কণ্ঠস্বর। সত্যময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই ধ্বনি প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "হে মন্দির নিবাসী পুরুষ-প্রকৃতি! আমাকে আর ছলনা করিও না—স্বরূপে প্রকাশ হইয়াছ, তবে কথোপকথনে বাধা কি?"

অকস্মাৎ দেহ-মন্দির-মধ্যস্থিত জীবন-সলিলে ছয়টি কমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সত্যময় স্থির ও প্রজ্ঞানয়নে দেখিলেন, পদ্মের কর্ণিকা মধ্যে ও প্রত্যেক দলে দেব-দেবীগণ আশ্রয় লইয়া সুখে অবস্থান করিতেছেন।

প্রথম মূলাধার চক্র—চতুর্দ্দল পদ্মে চারিটি দেব-দেবী অধিষ্ঠিত যথা—ব্রহ্মা, গণেশ, জগদ্ধাত্রী ও সরস্বতী এবং পদ্ম-মধ্যস্থিত কর্ণিকান্তর্গত দেবী কুলকুণ্ডলিনী স্বয়ম্ভু লিঙ্গে নিদ্রিতা আছেন। দ্বিতীয় স্বাধিষ্ঠান চক্র—তথায় ষড়দল পদ্মে হরিণ বাহনে লক্ষ্মী নারায়ণ অবস্থিত। তৃতীয় মণিপুর চক্র—তথায় দশদল পদ্মে শূলপাণি রুদ্র বিরাজমান। চতুর্থ অনাহত চক্রে—দ্বাদশদল পদ্ম মধ্যে চতুর্ভুজ শিব স্থাপিত আছেন। পঞ্চম বিশুদ্ধাখ্য চক্রে—ষোড়শদল পদ্মে নীলকণ্ঠ মহাদেব বিরাজ করিতেছেন। ষষ্ঠ আজ্ঞাচক্রে—দ্বিদল পদ্মে অবস্থিত পুরুষ-প্রকৃতি অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ সম্মুখে প্রকাশিত

আছেন। নবীন নীল নিরদ অঙ্গে স্থির তড়িত জড়িত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছেন।

ভূঃ

(মূলাধার চক্র)

প্রথম চক্রের প্রথম দলে সরস্বতী। সরস্বতী অর্থাৎ সুষুম্না; সেই সরস্বতী দেবীর অনুগ্রহে সাধকের বর্ণজ্ঞান হইয়া থাকে। বর্ণের অপরার্থে রং বলা যায়; পঞ্চতত্ত্বের রংচংয়ে ভুলিয়া আসল যে বর্ণ অ, উ, ম, তাহা বিস্মরণ হইয়া নকল স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ লইয়াই জগত ব্যতিব্যস্ত হইতেছে। এই স্বর ও ব্যঞ্জন উচ্চারণের আদি ও অন্তে সরস্বতী অবস্থিত; যথা—স র স ব ত ঈ অর্থাৎ স শব্দে প্রাণ, র শব্দে বহ্নিবীজ, স শব্দে প্রাণ, ব শব্দে কণ্ঠ, ত শব্দে দন্ত, ঈ শব্দে শক্তি, অর্থাৎ চঞ্চল প্রাণ বহ্নিবীজে অর্পণ দ্বারা স্থির প্রাণ হইলে, কণ্ঠের শূন্যে মিলিত হইয়া দন্ত দ্বারা শক্তি পূর্ব্বক উর্দ্ধে স্থিতি হইলে, যে অবস্থা অনুভব হয়, তাহাই সরস্বতীর ভাব। সেই অব্যক্ত ভাব বাক্যের দ্বারা বলা যায় না—তিনি বাক্য সকলের আদি, অন্ত ও মধ্য, এইহেতু তিনি বাগ্দেবী।

প্রথম চক্রের দ্বিতীয় দলে গণেশ। গণ+ঈশ=গণেশ; গণ শব্দে সংখ্যা, ঈশ শব্দে শ্রেষ্ঠ। দিবা রাত্রে ২১৬০০ বার অজপা জপ হইতেছে; এই অজপার সংখ্যা যে স্থানে

শেষ (স্থির) হইয়াছে, সেই স্থান শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ সেই অবস্থাই প্রকৃত গণেশ। এই গণেশের অনুগ্রহে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে। নাসিকা দিয়া নিশ্বাস টানা ও ফেলা, তাহাই গণেশের শুঁড়। সেই শুঁড় পশুমুণ্ডে অর্থাৎ পশুর ন্যায় বিবেক হীন মস্তিষ্কের বায়ু নাসাপথ দিয়া চলাচল করিয়া থাকে, সেই বায়ুকে গুরূপদেশে অন্তর্ম্মুখী করিলে সিদ্ধি (ইচ্ছা রহিত অবস্থা) হয়, এই হেতু তাঁহার একটী নাম সিদ্ধিদাতা।

প্রথম চক্রের তৃতীয় দলে জগদ্ধাত্রী। জগত—গতিশীল বস্তু ; ধাত্রী—ধারণ করেন যিনি, অর্থাৎ গতিশীল বস্তু সকল যে শক্তি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই প্রাণশক্তি, যাহা কৃমি কীট হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলকে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি জগদ্ধাত্রী।

প্রথম চক্রের চতুর্থ দলে ব্রহ্মা, ইনি ইচ্ছার রাজা ; ইচ্ছা করিয়া পুরুষ প্রকৃতি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিতেছে। অতএব এই ইচ্ছাই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নামে অভিহিত। ব্রহ্মার বাহন হংস এবং মুখ চারিটি ; হংস অর্থাৎ অজপা ; যাহাদের শ্বাস প্রশ্বাস নাসিকা দিয়া প্রবাহিত হয়, তাহারা ব্রহ্মার (ইচ্ছার) অধীনে আছে অর্থাৎ তাহাদের জন্ম হইবে। বদন চারিটী, অর্থাৎ চতুর্দ্দিক ইচ্ছার অধীন।

মূলাধার পদ্মের মধ্য স্থল :—

ঐ চতুর্দ্দলের মধ্যে অতলস্পর্শী চিৎসলিল। সেই চিৎ-

সলিল মধ্যে ভাবের হিল্লোলে প্রফুল্ল কমলকর্ণিকা মধ্যে এক শিবলিঙ্গ ভাসমান রহিয়াছেন। শিব মঙ্গলময়; সেই মঙ্গলময় অবস্থায় জড়িত হইয়া পূর্ণচন্দ্র জিনিয়া উজ্জ্বল সুচারু বদনী এক বায়বীশক্তি মৃদু মন্দ হাস্য করিতেছেন। তাঁহার রূপের প্রভায় চতুর্দ্দশ ভুবন* আলোকিত এবং চৌষট্টি যোগিনী† জাগ্রত হইতেছে। সেই অনন্ত জ্যোতিস্বরূপিনী কুলকুণ্ডলিনী মধ্যে মধ্যে কুটিল কটাক্ষ হানিতেছেন, সেই কটাক্ষ-শরে স্বরোদয়‡ সাধকগণ মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছেন। এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া সচেতন ও অচেতন ভাবে অর্থাৎ প্রতি মাহেন্দ্রক্ষণে জাগ্রত হইয়া পরক্ষণে নিদ্রিত হইতেছেন। নিদ্রিত হইবার কারণ ঊর্দ্ধ হইতে কুটস্থ-পাদ-পদ্ম-সুধা ক্ষরণ হইতেছে; জীব মোহমদে মত্ত হইয়া সুধাপানে অসমর্থ হওয়ায় সেই সুধা প্রকৃতি দেবী পান করিতেছেন; সুধার এমন মহিমা যে তাহা পান করিবামাত্র নেশায় অচেতন হইতে হয়। তাই দেবী কুলকুণ্ডলিনী সুধাপানে ব্রহ্মানন্দ-রূপ নেশায় বা যোগরূপ নিদ্রায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া আছেন। সেই দেবী শিবলিঙ্গ বেষ্টন করতঃ নিদ্রা যাই-তেছেন। তাঁহাকে যে যে ভাবে ডাকে, সে সেই ভাবে

* অন্তর্জগত (সাধনা দ্বারা নিজবোধরূপ)। † চৌষট্টি নাড়ী।

‡ ক্রিয়া বিশেষ (সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য), স্বরোদয় নামক পুস্তকে যাহা লেখা আছে, তাহা নহে।

দেখিয়া থাকে। সাধারণতঃ সকলেই "দেবী কুণ্ডলিনী সর্পাকারা কহিয়া থাকেন, পরন্তু পরাপ্রকৃতির সর্পের ন্যায় হিংসাবৃত্তি থাকিতেই পারে না; সর্পের ন্যায় গর্জ্জন হইয়া থাকে, এই হেতু সর্পের কথা (ভাবের সহিত) শাস্ত্র ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই সর্প সর্ব্ব জীবে অচৈতন্য; কেবল নিত্য যোগীন্দ্র-সমাজে জাগ্রত হইতেছেন। এই পৃথিবতত্ত্ব নামক মূলাধার চক্র বর্ণিত হইল।

ভূবঃ

(স্বাধিষ্ঠান চক্র)

স্ব+অধিষ্ঠান=স্বাধিষ্ঠান। স্ব শব্দে আত্মা, আত্মা-নারায়ণের অধিষ্ঠান স্থান স্বাধিষ্ঠান চক্র। লিঙ্গমূলের পশ্চাৎ মেরুদণ্ডে ষড়দল পদ্ম মধ্যে হরিণ বাহনোপরে লক্ষ্মী-নারায়ণ বিরাজমান। লক্ষ্মী—প্রকৃতি; তিনি মনরূপ মৃগে আরোহণ পূর্ব্বক নারায়ণরূপ পুরুষকে আসক্তির সহিত গ্রহণ করায়, উভয়ের সংসর্গে প্রবোধরূপ পুত্রের উৎপত্তি হইতেছে। প্রবোধরূপ পুত্রের দ্বারা মন পুৎ নামক নরক হইতে উত্তীর্ণ হইতেছেন।* আর বদ্ধ জীব মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা পরস্পর (স্ত্রী-পুরুষে) জড়িত হইয়া কামভাবে কন্দর্প

* অর্থাৎ মূলাধার ভেদ করতঃ স্বাধিষ্ঠান চক্রে মৃগলরূপে তন্ময় হইলে, যে জ্ঞান (পুল) জন্মে, তদ্দ্বারা কুণ্ডলিনী চৈতন্য হওয়ায়, পুন্নাম নরক হইতে মনের উদ্ধার হয়। পিণ্ড=কুণ্ডলিনী শক্তি।

প্রসব করিতেছে। পবিত্র স্বাধিষ্ঠান চক্রে সাধক নিত্য ধ্যেয়-বস্তুর আরাধনায় রত থাকেন; আর অসাধু নিত্য স্বাধিষ্ঠানের বহিরঙ্গ ব্যাপারে রত থাকিয়া (শিশ্নোদর-পরায়ণ হইয়া) ঘোর অশান্তিরূপ নরকে নিপতিত হইতে থাকে। রস ও রক্ত সংযুক্ত জলতত্ত্ব নামক স্বাধিষ্ঠান চক্র বর্ণিত হইল।

স্বঃ

(মণিপুর চক্র)

মণি অর্থাৎ মন, এই মনের যোগীগম্য স্থান। নাভিপদ্মে (মেরুদণ্ডাভ্যন্তরে) দশদলোপরে শূলপাণি রুদ্র বিরাজমান। শূল তিনটী; আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপরূপ ত্রিশূল ধারণ করিয়া যিনি আছেন, তিনি শূলপাণি অর্থাৎ মণিপুর চক্রে অবস্থান করিলে, ত্রিবিধ তাপ নাশ হওয়ায়, রুদ্রবৎ ক্ষমতা হয়। সাধক সদ্‌গুরু উপদিষ্ট প্রাণায়ামাদিরূপ যোগক্রিয়া দ্বারা আরাধনা করায় রুদ্র মূর্ত্তি (ব্রহ্মাগ্নি) দ্বারা সমস্ত বিষয়াশক্তি ভস্মীভূত হয় এবং সর্ব্বজীবের দেহে জঠরাগ্নিরূপে চর্ব্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় এই চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করিয়া থাকেন। এই তেজস্তত্ত্বের সাধনে তেজীয়ান হওয়া যায়। অন্যে সাধন বিহিন হওয়ায় উদরের জ্বালায় অস্থির হইয়া থাকে। নাভিপদ্মস্থিত রুদ্রদেব প্রলয়কালে (বিনা সাধনায়) নাভিশ্বাসের সহিত

বুকে চাপিয়া বসিলেই মৃত্যু; আর সাধন যুক্ত ব্যক্তি প্রলয় কালে ভক্তিযুক্ত চিত্তে রুদ্রমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে শান্ত শুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষোত্তম রূপ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়া থাকেন। এই তেজস্তত্ত্ব নামক মণিপুর চক্র বর্ণিত হইল।

ম্‌হঃ

(অনাহত চক্র)

হৃদয় অর্থাৎ বক্ষঃস্থলের পশ্চাৎ মেরুদণ্ডের মধ্যে সেই অন্তরীক্ষ মহাদেবের স্থান। তথায় মহাশূন্য, শূন্য ব্যতীত অপর কোন বস্তুর সত্তাই নাই। সেই মহাশূন্য বা মহাকাশ যাহার গুণ শব্দ; সেই শব্দ কাহারও দ্বারা আহত না হইয়া আপনা আপনি বাজিতেছে, এই হেতু তাহার নাম অনাহত ধ্বনি। উক্ত অনাহত ধ্বনি নহবতের ন্যায় দশ প্রকার বাজিতেছে। সেই ধ্বনি শ্রুত হইলে* জীব মৃত্যুঞ্জয় পদ প্রাপ্ত হয়েন। উক্ত ধ্বনি শ্রুত হইবার কথঞ্চিৎ পরে এক দ্বাদশ দলযুক্ত পদ্ম অনুভব হয়। সেই কমল মধ্যে চতুর্ভুজ শিব দর্শন হয়। তাহার পর সেই শিব হৃদয়

* ভৃঙ্গ, বেণু, বীণ, ঘণ্টা, মেঘ, ঝিল্লি, মৃদঙ্গ, কাংস, ডফ, সিংহনাদ। এই দশ প্রকার ধ্বনি আপনা আপনি হইবে; কর্ণ প্রভৃতি কোনও ইন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ থাকিবে না; হৃদয়াসনে সহজাবস্থায় থাকিয়া শব্দ-ব্রহ্মে লয় হইবেন (সদ্‌গুরুবক্ত্রগম্য)।

স্থিত বায়ু স্থির করতঃ কণ্ঠের শূন্যে লয় হয়েন। এই মরুৎ তত্ত্ব নামক অনাহত চক্র বর্ণিত হইল।

জনঃ

(বিশুদ্ধ চক্র)

কণ্ঠের পশ্চাৎ (কণ্ঠকূপে) মেরুদণ্ড মধ্যে ষোড়শদল বিশুদ্ধাক্ষ পদ্ম, তথায় মহাদেবের নীলকণ্ঠ মূর্ত্তি বিরাজমান। মেরুদণ্ডরূপ মন্দরগিরি এবং কুণ্ডলিনীরূপ দাড়ি দ্বারা হৃদয় সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে হলাহল উত্থিত হয়। সেই হলাহল শূন্য স্বরূপ শিবের কণ্ঠে (বিশুদ্ধাক্ষে) স্থিতি হওয়ায়, হলাহল অমৃত হইল; এই অমৃত (সাধননেশা) পান করিয়া দেবতাগণ§ অমর পদ লাভ করেন। এই আকাশতত্ত্ব নামক বিশুদ্ধ চক্র বর্ণিত হইল।

তপঃ

(আজ্ঞাচক্র)

ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী (মেরুদণ্ডের অগ্রভাগ) স্থান যাহা এই চক্ষে দেখা যায় না, আকাশের ন্যায় দিব্যচক্ষু দ্বারা সেই দেশ লক্ষ্য হয়, যে দেশ অবগত হইলে উপদেশ প্রাপ্ত কহে। সেই উপদেশ, উপ—উর্দ্ধে, দেশ—স্থান অর্থাৎ উর্দ্ধে অবস্থান হইলে সমস্ত জ্ঞান আপনা আপনি হয়; এমত

§ ক্রিয়াবান ব্যক্তিগণ ক্রিয়া দ্বারা দিব শব্দে আকাশে নিত্য স্থিতি থাকায় তাহারা দেবতা পদ বাচ্য; গগনে দেবতা-পদাকাঙ্ক্ষী।

জ্ঞানগম্য স্থান যাহা হ ক্ষ স্বরূপ দ্বিদল পদ্মের মধ্যে অবস্থিত। এই পুরী বিবেক দ্বারা রক্ষিত এবং ভক্তি ও শান্তি দ্বারা পরিমার্জ্জিত হইতেছে ও কোটি চন্দ্র ও কোটি সূর্য্যের দ্বারা আলোকিত হইতেছে। সেই আলোকময় আনন্দ ভুবন মধ্যে রত্নময় সিংহাসন, তন্মধ্যে নারায়ণরূপ অনাময় পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার চারিদিকে নারদ, বশিষ্ঠ, ব্যাস এবং সনকাদি ঋষিগণ সম্মুখে বিধি বিষ্ণু ও পঞ্চানন বসিয়া আছেন। গণেশ বাদ্য বাজাইতেছেন এবং পঞ্চতত্ত্ব হইতে পঞ্চানন গাহিতেছেন। সাধক সেই গীতধ্বনি শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মে লয় হইতেছেন। এই অহংতত্ত্ব নামক আজ্ঞাচক্র বর্ণিত হইল।

সত্যময় জ্ঞানচক্ষু দ্বারা উক্ত ছয় চক্র দর্শন করিতে করিতে স্থির লক্ষ্যে পুরুষ-প্রকৃতিকে মনোভাব জ্ঞাপন করিবামাত্র পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া কহিলেন,—"বৎস! কাতরতা প্রাপ্ত হইও না, এখনও যুদ্ধ বাকি আছে। এখনও পুরুষ প্রকৃতির মিলন হয় নাই; এখনও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা শৈল পুরুষস্বরূপ হরিকে প্রাপ্ত হয় নাই। এখনও শৈল-হরণ হয় নাই; এখনও শৈল-পিতা-মাতা মায়া-মোহ ও অসংখ্য সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ বাকি, আছে। যুদ্ধ সমাপনান্তে, পুরুষ-প্রকৃতি মিলন অন্তে এবং তোমার "আমি আমার" অন্তে, তুমি স্থিত হইলে, বিনা যাজ্ঞায় হরির উদয়

হইবে। তখন প্রাণ ভরিয়া দর্শন শ্রবণ স্পর্শন ও কথোপ-কথন করিও। এখন অনাবশ্যক ইচ্ছা রহিত হইয়া কেবল-যুদ্ধ* করিয়া চল।"

দ্বিদল স্থিত পুরুষ-প্রকৃতির ভাব অবগত হইয়া সত্যময় কহিলেন,—"হে দেব-দেবী! পূর্ব্বে শ্রীনাথ প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে শৈলের বিবাহ কালে হরি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইব; তবে আবার একি অসম্ভব কথা শুনিতেছি যে যুদ্ধ অন্তে, মিলন অন্তে, আমি আমার অন্তে হরি মিলিবে।"

প্রকৃতি-পুরুষ।—বিবাহ কালে অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষে মিলন কালে শ্রীহরি দর্শন ঘটিবে, কিন্তু দর্শনে প্রকৃত শান্তি হয় না, যেহেতু তখনও দ্বন্দ্বভাব থাকে। "দর্শন স্পর্শন ও অহং অন্তে" অর্থাৎ সমাধি অবস্থাতে শান্তি প্রাপ্ত হইবে। অতএব বাক্য রহিত হইয়া অনাবশ্যক ইচ্ছা রহিত হইয়া সাধন করিয়া চল "সহজাবস্থা"† আপনিই আসিয়া পড়িবে।

সত্যময় ও পুরুষ-প্রকৃতির এবম্প্রকার কথাবার্ত্তা চলি-তেছে, এমত সময়ে শান্ত ও শুদ্ধ তথায় আগমন করিয়া কহিলেন, "নগেন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক নিয়োজিত অসংখ্য সৈন্যগণ

---

* কেবল যুদ্ধ=কেবল একটী ক্রিয়া বিশেষ; যে কর্ম্ম দ্বারা কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই কেবল কর্ম্ম; কেবল যুদ্ধ অর্থে কৈবল্যধাম প্রাপ্ত উপযোগী সাধন (গুরুবক্ত্রগম্য)। † সহজাবস্থা=মুক্তাবস্থা।

যুদ্ধার্থে মন্দির দ্বারে ও রাজপথে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত না করিয়া, হরির শৈল-হরণ পক্ষে বিশেষ বাধা পড়িতেছে।"

"মায়া-মোহ কর্ত্তৃক অপহৃতচিত্ত সেই সকল সৈন্যগণ সহিত যুদ্ধার্থে তোমরা তিনজনে অগ্রসর হও, আর আমি তোমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রথ লইয়া চলি।" এই কথা বলিয়া প্রকৃতি জড়িত পুরুষ নিস্তব্ধ হইলেন।

শান্ত কহিলেন,—"দেব! আমরা বল বীর্য্যহীন; সুতরাং তোমার কৃপা ব্যতীত এই সকল মোহ অনুচরগণকে পরাস্ত করিতে আমাদের কাহারও ক্ষমতা নাই।"

শুদ্ধ কহিলেন,—প্রভু! তুমি পশ্চাৎ থাকিলে বিপক্ষ-গণের তীক্ষ্ণ শর দ্বারা আমরা নিহত হইব। তুমি সম্মুখীন হইলে, শত্রুগণের শর তোমার তেজরাশিতে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, অতএব তুমি সম্মুখে থাক।

তাহাদের বাক্য শুনিয়া চক্রধারী* ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, "হে বীর সাধকগণ! তোমাদের মুখে কাপুরুষের ন্যায় বাক্য শ্রুত হওয়ায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি। যেহেতু ক্ষত্রিয় বীরগণ কদাচ ধর্ম্মযুদ্ধে বিরত হয়েন না বা জীবনের মমতা হেতু শত্রুগণকে পৃষ্ঠদেশ পরিদর্শন করান না। তোমাদের এই আশু বিষণ্ণতা মুক্তি পথের অর্গল জানিও;

* চক্রধারী=কূটস্থ চক্রী।

অতএব যত্নপূর্ব্বক আগ্রহের সহিত সঙ্গ রহিত হইয়া (একা একা) অসংখ্য সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। আমি পশ্চাতে থাকিয়া শক্তি সঞ্চারে রত হই এবং প্রকৃতিরূপা শৈল সম্মুখে বসিয়া রথ চালাইতে থাকুক।

পুরুষের বাক্য শ্রুত হইয়া সত্যময় আনন্দ সহকারে গাণ্ডীব উত্তোলনা[*] করতঃ ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সম্মুখে সত্যময়, তৎপশ্চাতে শান্ত ও শুদ্ধ এবং সর্ব্বশেষে পুরুষ-প্রকৃতির রথ চলিতে লাগিল। দৈবপক্ষ অবলম্বন করতঃ দেবতাগণ আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি, শঙ্খধ্বনি এবং দুন্দুভি (রণবাদ্যরূপ) বাজাইতে লাগিলেন; সেই শব্দ তুমুল হইয়া শত্রুগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

---

[*] গাণ্ডীব উত্তলন=মেরুদণ্ড সোজা করিয়া।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মযুদ্ধ।

—:—

সশস্ত্র নগেন্দ্র সিংহ অসংখ্য সৈন্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিক ও রাজপথে দণ্ডায়মান। সৈন্যবর্গের মধ্যে কেহ বিকট হাস্য করিতেছে, কেহ বীরত্ব আস্ফালনে পৃথিবীতে পদাঘাত করিতেছে এবং কেহ কেহ দৈবপক্ষের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া ভীত হইয়া বিকট চীৎকার করিতেছে। বাদ্যকরগণ তালে তালে রণবাদ্য বাজাইতেছে।

এইরূপ ইন্দ্রিয়-সমাজে দৈবপক্ষ আগমন করিবামাত্র সত্যময়, শান্ত ও শুদ্ধের প্রতি সশস্ত্র নগেন্দ্র সিংহ অসংখ্য সৈন্য সহ আক্রমণ করিল। তখন বলবীর্য্যশালী সত্যময় নগেন্দ্র সিংহের সহিত গদাযুদ্ধ* আরম্ভ করিলেন। রণ-নিপুণ সত্যময় নানাপ্রকার অদ্ভুত রণ-কৌশল† প্রদর্শন করিয়া শত্রুগণকে বিমোহিত করিতে লাগিলেন। নগেন্দ্র-সেনাপতি কল্পনাথ‡ শান্তের সহিত এবং নগেন্দ্র-বয়স্য তর্কপঞ্চানন§ শুদ্ধের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ

---

* গদাযুদ্ধ—প্রথম ওঁকার কর্ম্ম। † কৌশল—যোগঃ কর্ম্ম সুকৌশলম্।

‡ কল্পনাথ—কল্পবৃক্ষ। § তর্কপঞ্চানন—তার্কিক।

পরস্পর (সকলেই) গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ; গদাযুদ্ধে অসুরগণ পরাস্ত হইয়া তরবারি চালাইতে লাগিল, এবারেও অসুরগণ পরাস্ত হইল। শেষে ধনুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই ধনুযুদ্ধে অসংখ্য অসুর-সৈন্যগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া সত্যময় যুদ্ধে পারদর্শিতা লাভ করিলেন। নগেন্দ্র সিংহ আপন সৈন্য ও সেনাপতি আহত দেখিয়া সক্রোধে সত্যময়ের প্রতি তরবারি আঘাত উদ্দেশে অসি উত্তোলন করিবামাত্র সত্যময় তাহা আপন অসি দ্বারা নিবারিত করিলেন।

অস্ত্রের ঝন্ ঝন্ শব্দের সহিত মিলিত হইয়া ঝমাঝম্ ঝমাঝম্ ঝম্, রণবাদ্য বাজিতে লাগিল। রণনিপুণ বীরগণের উৎসাহার্থে বংশীধর সুললিত বংশীধ্বনি করিতে লাগিলেন। অস্ত্রের ঝন্ ঝন্, দুন্দুভির ঝমাঝম্ শব্দে মিলিত হইয়া মোহন-বেণু বাজিতে লাগিল।

শান্ত ও শুদ্ধের অসীম পরাক্রমে পরাস্ত হইয়া অসংখ্য অসুর সৈন্যগণ পলায়ন করিল। তখন রাজা নগেন্দ্র সিংহ নিরূপায় হইয়া একা তিন জনের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত রিপুশ্রেষ্ঠ নগেন্দ্র সিংহ তিন প্রহরকাল সমভাবে যুদ্ধ করিয়া শেষে দৈবপক্ষকে রণে পরাস্ত করিল। শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময় নগেন্দ্র সিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ায় লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন; অনন্তর দুর্দ্দান্ত অসুরেশ্বর লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক রথারোহণ করতঃ শৈলবালার

কেশাকর্ষণে উদ্যত হইল। তথন রথস্থিত পুরুষ ঈষদ্ধাস্য সহকারে কহিলেন, "বৎস! সমতা প্রাপ্ত হও।"

অকস্মাৎ নগেন্দ্র সিংহের মোহান্ধকার ঘুচিয়া চক্ষের সম্মুখে সপ্তাশ্বযুক্ত* রথে অবস্থিত আদিত্যপুরুষ প্রকাশিত হইলেন। তথন নগেন্দ্র সিংহ সেই রথস্থিত পুরুষ-প্রকৃতিকে আত্মা ও আত্মবিদ্যারূপে অবলোকন করিয়া, অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিলেন, "হে শক্রবিমর্দ্দন মধুসূদন! আজ আপনি আমার পরম শক্রকে হনন করিয়া স্বরূপে প্রকাশ হইলেন, এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সমস্ত মোহ অপনোদিত হওয়ায়, আপনাকে জগতকারণ ও নিত্যস্বরূপ বলিয়া প্রত্যক্ষ অনুভব করিতেছি।"

পুরুষ কহিলেন,—"কে তোমার শক্র, আর কে তাহা হনন করিল? আর তুমিই বা কে?"

নগেন্দ্র।—আমার শক্র, জগতের শক্র এবং শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময়ের শক্র, আজ তাহা আপনি হনন করিয়াছেন। শক্র—মোহ, হননকর্ত্তা আপনি, আর আমি আপনার বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ।

শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময় এই সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পুরুষ ও নগেন্দ্র সিংহের পূর্ব্ববৎ কথোপকথন চলিতে লাগিল।

---

* সপ্তাশ্বযুক্ত রথ—সপ্তজ্যোতি বিশিষ্ট দেহরথ।

পুরুষ।—নগেন্দ্র সিংহ! তুমিইত জীবদেহে অবস্থিত মোহ; তোমা অপেক্ষা অধিক মোহ আর কোথায় কে আছে? আমি যদি মোহ-বিনাশক হইতাম, তাহা হইলে তোমাকেই ত বিনাশ করিয়া ফেলিতাম।

নগেন্দ্র।—দেব! দিব্‌স্বরূপ আকাশে অবস্থিত আপনিই সমস্ত; চিল, কাক, বক, কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য ও দেবতা সবই আপনি। দেব-ভাব ও মনুষ্য-ভাব আপনি, দেবতান্তরে অবস্থিত জ্ঞান বিজ্ঞান এবং নরদেহে অবস্থিত মোহও আপনি; সেই মোহ আজ ঘুচিল।

পুরুষ।—মোহ ঘুচিয়া বা মরিয়া কোথায় গেল?

নগেন্দ্র।—মোহস্বরূপ কুবাতাস বহিতেছিল; অকস্মাৎ প্রসূন-সৌরভে কুবাতাস সুবাতাসরূপে পরিণত হইল। আমার নাসাপ্রবাহিত বিকারযুক্ত প্রাণবায়ু প্রাণায়াম দ্বারা বহির্গমন হইতে বিরত হইয়া, অন্তর্মুখী হওয়ায় বিকৃত-বায়ু সুকৃত হইল। বিকৃত বায়ুই মোহ—সুকৃত বায়ুই প্রাণ এবং প্রাণের প্রাণই আত্মারাম। সেই আত্মা এই দেহরূপ পুরে শয়ন করিয়া আছেন, এইহেতু তিনি বা আপনি পুরুষ। আপনার জ্যোতিই প্রকৃতি, যিনি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা শৈল। আমি পূর্ব্বে মোহ বশতঃ তাঁহাকে আত্মসমীপে গমন করিতে নিষেধ করিয়া আত্মার অধোগতি করিয়াছি; সেই পাপে আমি

এতদিন এই অনন্ত সুখ সৌন্দর্য্যে বঞ্চিত ছিলাম। প্রভু! আমার অস্মিত্বই তোমার তুমি এবং পর ও আপন, তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইলাম। অতএব হে জগদ্‌গুরু জগন্নাথ! আপনি আমাদের এবং জগতের অন্তরস্থিতা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরূপা শৈলবালার প্রাণ-পতি। শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময়কে আমি যে মায়িক ভাবে দেখিতাম, আজ আমার সে অজ্ঞান দূরীভূত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহাদিগকে আত্মস্বরূপে দেখিতেছি। অতএব হে শ্রীনিবাস! এক্ষণে গুরুস্বরূপ আপনাকে কন্যাস্বরূপা শৈলদান করিয়া কৃতার্থ হইব।*

নগেন্দ্র সিংহ ভক্তি গদগদ হইয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার পর—শান্ত, শুদ্ধ ও সত্যময় তিনজনে তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক রথস্থিত পুরুষ-প্রকৃতিকে মধ্যে রাখিয়া, তাঁহার চারিদিকে চারিজন ঘেরিয়া দাঁড়াইলেন। তখন আকাশ হইতে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল; অপ্সরাগণ মেঘের অন্তরাল হইতে সুললিত কণ্ঠে মঙ্গলগীত

* শিষ্য নিজ কন্যাকে গুরুর সহিত বিবাহ দিতে পারেন; আর গুরু বা ব্রাহ্মণ সকলকেই বিবাহ করিতে পারেন। কামনাবর্জ্জিত সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণ পদ বাচ্য; ব্রাহ্মণ চারিবর্ণে বিবাহ করিতে সক্ষম। শিষ্ (মস্তক) যিনি গুরুকে অর্পণ করিতে পারেন, তিনি শিষ্য বা শিষ্যা। এইরূপ শিষ্যা বা শিষ্যকন্যা পত্নী হইবার উপযুক্ত। গুরু ও গোবিন্দ এক।

গাহিতে লাগিল এবং সমরক্ষেত্রস্থিত বাদ্যকরগণ রণবাদ্যের পরিবর্ত্তে মঙ্গল আগমনী বাদ্য বাজাইতে লাগিল। রথ ঘর্ঘর শব্দে নগেন্দ্র-গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল।

রাজপুরবাসীগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় প্রায় হইল। পরিশেষে সকলেই রাজার মনোরঞ্জন হেতু মৌখিক আমোদাদিতে রত হইল,* নাচিল, গাহিল ইত্যাদি। আর শৈল-জননী মায়া-দেবী—অন্তপুর-প্রাঙ্গনে পড়িয়া হা হা রবে চীৎকার করিতে লাগিল।

---

* জীবের মোহভাব কাটিল; পরন্তু মায়ারাজ্ঞীর পরিচিত প্রজাগণ (ইন্দ্রিয়-গণ) মনে মনে অসন্তোষ থাকিলেও বাহ্য আহ্লাদিত ভাব দেখাইতে লাগিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

পবিত্র প্রেম।

—:—

নগেন্দ্র সিংহ দৈবভাব প্রাপ্ত হইয়া রণে ক্ষান্ত দিয়া পুরুষ প্রকৃতিকে লইয়া নিজ ভবনে আসিতেছেন শুনিয়া মায়াদেবী উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রাজ্ঞীর এবম্বিধ ভাব অবলোকন করতঃ তাঁহার সখী কমলা* নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কেন লো সজনী আজি বসি অধোমুখে,
আঁখিজলে ভাসিতেছ কোন মনোদুঃখে?"

মায়া।— কহিতে সে সব কথা বিদরে হৃদয়,
প্রাণেশ অকূলে ফেলি গিয়াছে আমায়।
মোহ-তরু বিনা মায়া-লতা কোথা যাবে,
প্রাণেশ বিহনে সে যে ভূমিতে লুটাবে।
হায় সখি! কি কুক্ষণে নিজ গর্ভে ধরি,
প্রসব করিয়া কন্যা নিজে প্রাণে মরি।
কন্যা লাগি ঘোর-রণ রাজ্যেতে ঘটিল,
পিতারে বধিয়া প্রাণে মায়ে কাঁদাইল।

---

* ছদ্মবেশিনী রাজলক্ষ্মী।

কাঁদিল নগরবাসী, তরু-লতাগণ,
পশু পক্ষী কাঁদিতেছে দেখ অনুক্ষণ।
কি করিব কোথা যাব বলগো সজনি!
কোথা গেলে পাব পুনঃ হৃদয়ের মণি?

কমলা।—ধৈর্য্য ধর প্রাণসখি! অধীরা হ'য়ো না,
প্রাণেশ হৃদয় মাঝে চাহিয়ে দেখনা।
এ পাঞ্চভৌতিক দেহ ক্ষণমাত্র রয়,
দশ বিশ শতাধিক বর্ষে হবে লয়।
দেহ মাঝে প্রাণেশ্বর প্রাণরূপে স্থিতি,
সে প্রাণে ত্যজিয়া বৃথা দেহে কর রতি।
রক্ত মাংস অস্থি চর্ম্মে এ দেহ শোভিত,
এই তব প্রিয় বস্তু? ইহাতে পিরীত?
জঘন্য গুণের স্থান যোনি লিঙ্গ আদি,
তাহাতে আসক্ত হ'লে হয় নানা ব্যাধি।
সেই ব্যাধি ভালবাস ওহে প্রেমময়ি!
এই কি পবিত্র প্রেম? বলিহারী যাই!
হায়! হায়! কি কহিব সে দিন গিয়াছে,
যে দিন সাবিত্রী সীতা ভক্তি দেখায়েছে।
সাবিত্রী কেমন সতী ভক্তি সুকৌশলে,
বাঁচালেন মরা পতি পিরীতের বলে।

সেই ত পিরীতি আর সেই প্রণয়িনী,
সে প্রেম নাহিক যার সে যে মায়াবিনী।
রামের ঘরণী সেই জনক দুহিতা,
রাম বিনা এক পল না রহিত কোথা।
সেই রাম আত্মারাম সকল দেহেতে,
তাঁহারে ভুলিয়া কেন মজিছ মোহেতে ?
তুমিতো অবলা নারী প্রকৃতির রূপ,
মায়া নাম পরিহর হেরিয়া স্বরূপ।
স্বরূপ স্বামীর রূপ হইলে দর্শন,
সাবিত্রী সীতার সমা হইবে তখন।
তা' হ'লে বৈধব্য জ্বালা না পাইবে কভু,
পাইবে পরম পতি প্রেমময় বিভু।

মায়া।— যা' কহিলে সখি তুমি সত্য অনুমানি,
স্মরিলে সীতার কথা শিহরে পরাণী।
ত্রেতাযুগে আমি মায়া হ'য়ে মন্দোদরী,
রাবণ-প্রেয়সী ছিনু লঙ্কার ঈশ্বরী।
এই মোহ স্বামী তবে ছিল লঙ্কেশ্বর,
আজ্ঞাকারী ছিল দেব দানব ঈশ্বর।
একদা ঋষির যজ্ঞে হ'য়ে অধিষ্ঠান,
কর মাগি দাঁড়ালেন পতি সে রাবণ।

ঋষিগণ নিজ নিজ হৃদয় রুধির,
বক্ষ অঙ্গ চিরি সবে দিলেন সত্বর।
সকলেই একবাক্যে দেন অভিশাপ,
এ রুধিরে হবে কন্যা তুমি তার বাপ।
অযোনি সম্ভবা কন্যা সম্পর্কেতে পিতা,
এ রুধির গর্ভে ধোর্ব্বে মন্দোদরী মাতা।
সেই গর্ভজাত কন্যা হ'তে রক্ষকুল,
নাশ হবে স্বর্ণলঙ্কা হইবে না ভুল।
শুনিয়া রুধির রাজা লুকায়ে আমারে,
রাখিলেন সযতনে হাণ্ডির ভিতরে।
অকস্মাৎ সে রুধির চক্ষেতে পড়িল,
তদবধি নররক্ত পানে ইচ্ছা হ'ল।
স্বভাবে রাক্ষস জাতি তাহে আমি নারী,
লোভ সম্বরণ আর করিতে না পারি।
এক দুই তিন দিন গত হ'লে পরে,
চতুর্থ দিবসে রক্ত পাঠানু উদরে।
দৈববশে সেই রক্ত জরায়ু মাঝারে,
প্রবেশ করিয়া ধরে সন্তান আকারে।
গর্ভের সঞ্চার দেখি সর্ব্বাঙ্গ শিহরে,
ভাবিনু কুলটা বলি (রাজা) দুষিবে আমারে।
কলঙ্কের ভয়ে আমি মিথিলা নগরে,

পশিনু বিদেহ রাজ্যে রাক্ষসী আকারে।
সেই দেশে ছিল সাধু জনক রাজন,
তাঁহার ক্ষেত্রেতে করি বেদ উদ্ঘাটন* ।
সেই বেদফেলা কন্যা সীতা কও যারে,
জনক পাইল তারে ক্ষেত্রের মাঝারে।
তাহারে হরণ করি রাজা দশানন,
স্বর্ণলঙ্কা নাশ হ'ল স্ববংশে নিধন।
সেই সীতা এবে শৈল—সেই মায়া আমি,
সেই রাম আত্মারাম—বধিলেন স্বামী।

কমলা।—একি অসম্ভব কথা কহলো সজনি!
শাস্ত্রেতে এরূপ কথা কখন না শুনি।
রাক্ষসীর গর্ভে হয় সীতার উদ্ভব!
শৃগালী প্রসবে সিংহি? একি অসম্ভব!
আকাশকুসুম যথা বাতুলের ভাব,
জল বিনা স্থলে পদ্ম তেমতি উদ্ভব!
মুগ্ধজীব তব বাক্যে সতত মোহিত,
ধীমান† তোমার বাক্যে করে পদাঘাত।

* বেদ উদ্ঘাটন—গর্ভস্রাব।

† ধীমান—ধী—বুদ্ধি; আত্মাতে থাকিলে সেই বুদ্ধি আপনিই হয়; অতএব যিনি আত্মবান, তিনিই বুদ্ধিমান।

সত্য যাহা আছে তাহা থাকিবে সর্ব্বথা,
রামলীলা, কৃষ্ণলীলা অন্তরের কথা।
সর্ব্বদেহে আত্মারাম আত্মবিদ্যা সীতা,
মানবী নহেন তিনি প্রেমময়ী গীতা।*
গীতা ধ্যান† গীতা জ্ঞান‡ গীতা রাম প্রিয়া,§
গীতাতে বঞ্চিত হ'লে জলে সদা হিয়া।
ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বলি মোহ প্রাপ্ত হয়,
মোহমুগ্ধ জীবে, সাধু, লঙ্কেশ্বর কয়।
সেই মোহ আত্মবিদ্যা হরে ছিল যবে,
সাধন সমর হ'ল দেহ মধ্যে তবে।
বহুবিধ প্রাণবায়ু কপি নাম ধরি,
মায়াবারি উতরিল যোগ-সেতু'পরি।
মহাবীর প্রাণবায়ু হ'য়ে আগুয়ান,
প্রাণায়াম মৃত্যুবাণ করিল হরণ।

---

* গীতা—আত্মকর্ম্মের অতীতাবস্থা। সেই অতীতাবস্থা লাভের জন্য যে কর্ম্ম ভগবান গীতাতে উপদেশ করিয়াছেন, তাহাই গীতা; পুস্তকখানা গীতা নহে।

† গীতাধ্যান—আত্মকর্ম্ম দ্বারা ১৭২৮ প্রাণায়ামের পরাবস্থায় থাকা।

‡ গীতাজ্ঞান—আত্মকর্ম্ম দ্বারা আত্মাকে জানা।

§ রামপ্রিয়া—রাম অর্থাৎ রমণের অবস্থা; হৃদয়স্থিতা প্রকৃতিতে আত্মা রমণ করিতে করিতে প্রকৃতি পুরুষে লয় হয়েন। প্রকৃতি পরম পুরুষে লয় হইলেই তিনি আত্মারামের প্রিয়া হয়েন অর্থাৎ আপনি আপনার প্রিয় বা প্রিয়া।

লক্ষ্মণ অনন্ত ভাব রাম আত্মারাম,
ধর্ম্মযুদ্ধে প্রকাশিত দুর্ব্বাদল শ্যাম।*
সরল প্রকৃতি ভাব সরমাসুন্দরী,
বিভীষণ সখ্যভাব রাবণের বৈরী।
অতিনিদ্রা কুম্ভকর্ণ, মদ মেঘনাদ,
প্রমিলা প্রেমের আশা অনিত্যতে সাধ।
মোহ অনুগতা বুদ্ধি সুর্পনখা ভগ্নী,
প্রমাদ ঘটালে পুরে জলে ব্রহ্ম-অগ্নি।
সেই অগ্নি জ্ঞান-অগ্নি পরমাত্ম-তেজ,
পবিত্র পরম তেজে ইন্দ্রিয় নিস্তেজ।
আত্মাতে ইন্দ্রিয় লয় হইলে তখন,
আত্মবিদ্যা আত্মারামে হইল মিলন।
সখ্যভাব বিভীষণ হেরিল নয়নে,
যুগল মিলন রূপ দ্বিদল আসনে।
এই সার রামলীলা কহিনু তোমাকে,
আর কি মনের ভাব কহলো আমাকে।

মায়া।— আর কি মনের ভাব আছে বা আমার,
সকল সন্দেহ ভাব ঘুচিল এবার।
আত্মস্বামী ত্যাগ করি মোহস্বামী ধ'রে,
এতকাল মায়া নাম ধরেছি সংসারে।

---

* দুর্ব্বাদলশ্যাম -দুর্ব্বাদলশ্যাম কান্তি অনুভব হয় (সদ্‌গুরুবক্ত্‌গম্য)।

এই যে আমার মায়া কোথা হ'তে এল,
কেমনে যাইবে ছাড়ি? কে ছাড়াবে বল।
তুমি লো সজনি মম কেমনে জানিলে,
এ পবিত্র প্রেম ভাব কোথায় পাইলে?
বল বল প্রাণসখি বিলম্ব ক'রনা,
হৃদয় খুলিয়া বল গোপন রেখনা।

কমলা।—মায়া ব'লে কোন বস্তু নাহিক সংসারে,
মোহমুগ্ধ জীব সদা মায়া সৃষ্টি করে।
নাই যাহা আছে তাহা বলে বারংবার,
শূন্যেতে দেখিছে রূপ রূপ রূপান্তর।
রূপাতীত পরব্রহ্মে কল্পনা করিয়া,
জড়ভাবে দেখে যাহা তাহাই ত মায়া।
এই যে সম্মুখে দেখ বিস্তৃত সংসার,
জ্ঞানচক্ষে নাহি কিছু সব শূন্যাকার।
শূন্য ব্রহ্ম শাস্ত্রবাক্য-গুরুবাক্য সার,
গুরু বিনা শূন্য দেখে আছে সাধ্য কার?
সম্মুখে রয়েছে শূন্য অন্তরে পশ্চাতে,
ত্রিভুবন ঘুরিতেছে সর্ব্বদা শূন্যেতে।
সেই শূন্য জড় চক্ষু না দেখিতে পায়,
শূন্যেতে রাখিলে দৃষ্টি জড় দেখা যায়।

আকাশে করিলে দৃষ্টি মেঘ তারাদলে,
নয়নেতে দৃষ্ট হয় শূন্যের বদলে।
"শব্দধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ" হৃদয়ে স্থিতি,
পরম পুরুষ সেই স্থিতি প্রাণপতি।
সে পতি ভুলিয়া রতি কর মোহ সনে,
মোহ হ'তে মায়া-মেঘ গর্জ্জিছে সঘনে।
সেই ফাঁকা গর্জ্জনেতে নাহি হয় শান্তি,
শান্তিবারি বিনা কভু নাহি ঘুচে ভ্রান্তি।
ভ্রান্তি ঘুচাইতে যদি কর অভিলাষ,
শিবনেত্রে দৃষ্টি কর হৃদয় আকাশ।

মায়া।— (শিবনেত্র* করিয়া)

একি দেখি অপরূপ,†
অমিয় রসের কূপ,‡
এ কঠিন মন প্রাণ সকলি গলিল;
সকলি গলিয়া গেল,
হৃদয়ে উদয় হ'ল,

---

* সাধারণতঃ যাহাকে শিবনেত্র কহে, তাহা নহে; সদ্‌গুরু প্রদর্শিত শিবনেত্র ব্যতীত পড়িয়া শুনিয়া শিবনেত্র করিলে কিছুই হয় না।

† অপরূপ—আশ্চর্য্য রূপ; যাহা কখন দেখে নাই, শুনে নাই, তাহাই জ্ঞানচক্ষে দৃষ্ট হইতেছে।

‡ অমিয় রসের কূপ—সাধনা দ্বারা সর্ব্বদা কণ্ঠকূপে থাকায় অমৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল (সাধনা দ্বারা নিজবোধরূপ)।

কমলা* কমলরূপে চক্রে প্রকাশিল।
কি দেখিনু অকস্মাৎ,
স্থির হ'ল বহির্বাত,†
হৃদয়ের চঞ্চলতা হ'ল অবসান‡ ;
নিশ্বাস রহিয়া গেল,§
বেঁচে থেকে মৃত্যু হ'ল,||
মোহ মায়া ঘুচে গেল জীব-সমাধান।$

একি দেখি প্রাণসখি,
জীবন-সলিলে থাকি,
ফুটিতেছে একে একে কমল রূপেতে ;

---

* কমলা নাম্নী সখি ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া, নিজ স্বরূপ দেখাইল ; অর্থাৎ দেহস্থিত ছয় চক্রে পদ্মরূপে প্রস্ফুটিত হইল।

† বহির্বাত=বহিঃপ্রাণ ; অর্থাৎ নাসা প্রবাহিত বায়ু [সাধনা দ্বারা] স্থির হইল।

‡ অথাৎ জীবিতাবস্থায় হৃদয়স্থিত রস রক্ত চলাচল বন্ধ হইল এবং স্থির স্বরূপ হৃদ্‌গগনে বাসনা স্বরূপ চঞ্চল বায়ু লয় হইল।

§ শ্বাস প্রশ্বাস এই দেহ মধ্যেই (চক্রে চক্রে) চলাচল করিতে লাগিল (গুরুবক্ত্রগম্য)। পুঁথি পড়িয়া বা লোকমুখে শুনিয়া ইহা জানা বা করা যায় না।

|| বেঁচে থেকে মৃত্যু—সাধনা দ্বারা সর্ব্বদা কুম্ভকের অবস্থায় থাকা ; রেচক পুরক স্বতঃ বর্জ্জিত অবস্থাকে কুম্ভক কহে।

$ জীব সমাধান—অর্থাৎ সাধনা দ্বারা সাধকের জীবভাব ঘুচিয়া শিবভাব প্রাপ্ত হওয়া ; শিবভাব অর্থাৎ শান্ত ভাব।

ছয় চক্রে পদ্ম ছয়,
মধু লোভে ভৃঙ্গ ধায়,
এখন তোমারে সখি! পেরেছি বুঝিতে।

পদ্মরূপা তুমি সতি,
মেরু মধ্যে তব স্থিতি,
সাধনে প্রকাশ হও ষট্‌চক্রাকারে;

চক্রের উপরে মন,
বুদ্ধি আর নারায়ণ,*
সঁপিলাম তাঁরে দেহ জনমের তরে।

আর না করিব হেলা,
জপিব অজপা-মালা,†
গাহিব বিভুর নাম ত্রিতন্ত্রের‡ তারে;

গাও সবে সঙ্গিনীরা,
প্রেমে হ'য়ে মাতোয়ারা,
প্রেমময় হরিনাম সহিত ওঁকারে।

---

* পঞ্চচক্রের উর্দ্ধে ষষ্ঠ চক্রে অর্থাৎ দ্বিদল পদ্মে মন, বুদ্ধি ও অহংকার; এই অহংভাব (সাধন দ্বারা) ঘুচিলে তথায় কূটস্থচৈতন্য প্রকাশিত হয়েন।

† অজপা—সদ্‌গুরুবক্ত্র গম্য।

‡ ত্রিতন্ত্রের তার—তিন গুণজাত তিন নাড়ী—ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না।

হরিনাম কর সার,
হরি তব কর্ণধার,
শ্রীহরি প্রাণের মাঝে অব্যক্ত আকার ;
হরে কৃষ্ণ হরে রাম,
মিলিল আনন্দধাম,
আনন্দ স্বরূপ বিভু প্রেম-পারাবার।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মিলনে—যোগৈশ্বর্য্য।

রাজা নগেন্দ্র সিংহের বাটীর নয়টী দ্বার। সেই নবদ্বার বিশিষ্ট রাজ-ভবনে আজ মহা সমারোহ। পুরবাসিগণ সকলেই নব নব বেশে সুসজ্জিত হইয়া নব নব ভাবে বিভোর; চতুর্দ্দিকে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আম্র-পল্লব, কদলীবৃক্ষ ও পূর্ণকুম্ভ দ্বারা নবদ্বার সুশোভিত হইয়াছে। কামিনীগণ কামনা রহিত হইয়া আনন্দময় পুরুষের আগমনে, আনন্দ-সাগরে নিমগ্না হইয়া আছেন। মায়াদেবী মায়া-পাশ ছিন্ন করতঃ এবং নগেন্দ্র সিংহ মোহ-পাশ ছেদন করতঃ পতি-পত্নী উভয়ে নিষ্কামভাবে সত্যময়ের সহিত শুভ-বিবাহে উৎসুক। জয়া, বিজয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি কমলার সহিত পুষ্পমাল্য গ্রথিত করিতেছেন। শান্ত ও শুদ্ধ বহির্ব্বাটীতে আগন্তুক ব্যক্তিবর্গের শুশ্রূষার ভার লইয়াছেন। আর ভবশক্তি ও শৈল নিভৃত নিকুঞ্জে বসিয়া আছেন, যেন মণি ও কাঞ্চন একত্রিত হইয়াছে।

এদিকে রাজভবনের নয়টী দ্বারে নয়টী বৃত্তি প্রহরীরূপে দ্বার রক্ষা করিতেছে। নগেন্দ্র-পুষ্পোদ্যানে কাম ও রতি

প্রেমালাপনে রত আছে। কাম রতিকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছে:—

"প্রিয়ে! আজ আমাদের কি সুখের দিন! যে দিকে চাই, সেই দিকেই সুখ—সুখ ব্যতীত দুঃখ এক বিন্দু নাই—হায়! হায়! এমত সুখের বস্তু হইতে আমরা এতদিন বঞ্চিত ছিলাম?"

রতি।—নাথ! আমি চিরকাল ইন্দ্রিয়পরায়ণ জীবের অন্তরে অবস্থান করতঃ ইন্দ্রিয় জনিত ক্ষণিক সুখে রতি করিয়া এই বিপুল সুখভোগ হইতে বঞ্চিত ছিলাম; বর্ত্তমানে সাধক সত্যময়ের অনুগ্রহে এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আমরা প্রকৃত সুখের অধিকারী হইলাম। এক্ষণে নারায়ণে রতি ব্যতীত আমার অপর কোনও বিষয়ে রতি নাই।

কাম।—আমি চিরকাল পার্থিব পদার্থ সকলে কাম ভাবে (আসক্তির সহিত) দেখায় আমার দৃষ্টিদোষ ঘটিয়াছিল; বর্ত্তমানে আমার সেই ক্ষুদ্র ঘৃণিত দৃষ্টি ঘুচিয়া তৎপরিবর্ত্তে মহান্ অনন্ত-দৃষ্টি-দ্বারা অনন্তদেবের লীলা দেখিতেছি এবং প্রত্যেক পদার্থকে মধুময় ভাবে গ্রহণ করিতেছি। আমি যে কাম ছিলাম, সেই কামই আছি—কিন্তু অভাবের পরিবর্ত্তে ভাবের উদয় হওয়ায়, নিষ্কামরূপে অবস্থান করিতেছি।

রতি।—আমিও পূর্ব্বের সেই রতিই আছি; কিন্তু কাম্যবস্তুতে রতিশূন্য হওয়ায়, নিষ্কাম স্বরূপ পরমাত্মরূপ চরণে রতি মতি সমস্তই অর্পণ করিয়াছি। অতএব চল আমরা পুরুষ-প্রকৃতির মিলন দর্শন করিতে যাই।

এই বলিয়া উভয়ে নগেন্দ্র-অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল।

অপর দিকে ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য, এই কয়জন দস্যু, যাহারা সাধকের চিরবৈরী, তাহারা আজ সাধক সত্যময়ের সহিত চির সখ্যতাপাশে আবদ্ধ হইবার নিমিত্ত প্রতিজ্ঞা করিল। ক্রোধ বলিল:—

"সত্যময়ের চেষ্টায় এবং আত্মানারায়ণের কৃপায় আমি এখন উষ্ণবারি হইয়াছি; উষ্ণবারিতে যেমন গৃহ দাহ হয় না, অথচ হস্ত স্পর্শ করিতে ভয় হয়—আমি তদ্রূপ নামে ক্রোধ; পরন্তু আমার দ্বারা আর কাহারও অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই; আমি জীবগণের অন্তরস্থিত রাগ—কিন্তু বর্ত্তমানে রাগের পরিবর্ত্তে অনুরাগ হইয়াছি,—আবার সেই অনুরাগটী কেবল আত্মার প্রতি রাখিয়াছি।"

লোভ।—কামিনী ও কাঞ্চনের প্রতি আমার আর লোভ নাই; পরদ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ দেখিতেছি—এমন কি যাবতীয় পার্থিব পদার্থ হইতে মন অপসৃত হইয়া কেবল সেই অপার্থিব আত্ম-চরণামৃত পানে লোলুপ হইয়া

মোহ।—আমি সাধক হৃদয়ে চিরকাল মোহনিদ্রায় অবশ ছিলাম। এক্ষণে সাধক আত্ম-বশীভূত হওয়ায় মোহ-পাশ ছেদন হইয়াছে। সত্যময়রূপ মালির হৃদয়স্থিত উদ্যানে শৈলস্বরূপা একটী প্রসূন প্রস্ফুটিত হইয়াছে; সেই প্রসূন-সৌরভে "আমি আমার" ঘুচিয়া শূন্যে লয় হইয়া আছি। এখন কেবল উদ্যানস্থিত উচ্চবৃক্ষশাখে রাধাপদ্ম নামক পুষ্প টল টল করিতেছে; এইবারে কূটস্থস্বরূপ ভ্রমর আসিয়া পুষ্পগর্ভে প্রবেশ করিবে।

মদ।—পুষ্প মধ্যে সুকাল ভ্রমর শোভিত হইলে, আমার সমস্ত অহংকার দূরীভূত হইয়া যাইবে। এতকাল আমি অহংমদে মত্ত থাকিয়া লড়াই, বড়াই, বুকচাড়া দিয়া চলা ইত্যাদি বৃথা কর্ম্মে সময় অতিবাহিত করিয়াছি। বর্ত্তমানে সাধক হৃদয়াস্থিত ষড়রিপুর মধ্যে আমি মদ অর্থাৎ অহংকার প্রবৃক্ত প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আর কখন বাহ্য বিষয়ে মত্ত হইব না, সর্ব্বদাই আত্মসুধা পান হেতু উন্মত্ত থাকিব।

মাৎসর্য্য।—প্রথমে ইচ্ছার উৎপত্তি হইল অর্থাৎ পুরুষ স্ত্রী গ্রহণ জন্য ইচ্ছুক হইল (কাম)। দ্বিতীয়—শুধু ইচ্ছায় জীব নিরস্ত নহে; সুতরাং সেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য একাগ্র ভাবে স্ত্রী গ্রহণ করিল (লোভ)। তৃতীয়—কোন কারণে কামনায় বাধা পড়ায় ক্রোধ

উৎপন্ন হইল। চতুর্থ—ক্রোধ হইলেই হিতাহিত বিবেক-শূন্য হইয়া জীব মোহ প্রাপ্ত হয়। পঞ্চম—মোহ প্রাপ্ত হইলেই অহং ইত্যাকার বোধ হয়, তাহাই মদ। ষষ্ঠ—সেই বিষয়-মদে মত্ত হইলে জীবের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান না থাকায়, মৃত্যু তুল্য হইয়া জীবিত থাকে—তাহাই মাৎসর্য্য ; সেই মাৎসর্য্য আমি। অদ্য হইতে পার্থিব দুঃখ-যাতনায় মৃত্যু তুল্য না হইয়া, আত্মধ্যানে থাকিয়া, তাহার পরিসমাপ্তিতে (সমাধির অবস্থায়) থাকিয়া জীবিতাবস্থায় মৃত্যু তুল্য হইব, ইহাই একমাত্র বাসনা।

মাৎসর্য্যের মনোভাব, ব্যক্ত করিবার পরেই ষড়রিপুগণ ষড়মিত্র ভাব ধারণ করিয়া আনন্দে আত্ম-সংগীত গাহিতে গাহিতে রাজ-অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিল। সত্যমঙ্গ তাহাদিগকে সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক পবিত্র আসনে উপবেশন করাইলেন।

(নবদ্বার বর্ণনা।)

নেত্রদ্বয় বলিতেছে :—

"অজ্ঞান-তিমিরাঁধারে ডুবেছিলাম প্রভু হে,
জ্ঞানঞ্জন-শলাকায় ধ্রুবজ্যোতি দেখালেন।
বাহ্যরূপে মুগ্ধ ছিনু পড়ি মোহ-মায়া-জালে,
প্রেম-জালে জড়ায়েছি হেরি প্রভু নারায়ণ।"

নাসিকাদ্বয় বলিতেছে :—

"নাসা প্রবাহিত বায়ু সতত চঞ্চল রহে,
চঞ্চল ঘুচিয়া এবে স্থির হ'ল মন প্রাণ ;
আকাশে কূটস্থ-ফুল ফুটিয়াছে মনোহর,
সকল সৌরভ ত্যজি সেই গন্ধে মজে মন।"

কর্ণদ্বয় বলিতেছে :—

"রমণীর কণ্ঠস্বর হাসি কান্না রব,
তাহাতে বধির হ'য়ে, শুনি বংশীধ্বনি ;
সে ধ্বনি বাজিছে সদা হৃদয়-কন্দরে,
অনাহত নাম তার সাধুমুখে শুনি।"

জিহ্বা বলিতেছে :—

"বিষম বিষয় রস করিব না পান,
গাহিব বিভুর নাম দিবস সর্ব্বরী ;
কণ্ঠকূপে সদা মন করিয়া স্থাপন,
ত্রিকূটে থাকিব সদা ঊর্দ্ধনেত্র করি।"

লিঙ্গ বলিতেছে :—

"শিবলিঙ্গ আমি, কিন্তু ভ্রমে এতদিন,
নারীযোনি মধ্যে কত করিয়াছি রতি।
ত্যজি সে ইন্দ্রিয়-কার্য্য অতিন্দ্রিয় ভাবে,
ব্রহ্মযোনি আজ্ঞাচক্রে হ'তে চাই স্থিতি।"

গুহ্য বলিতেছেঃ—

"মলদ্বাররূপে আছি ঘৃণিত সংসারে,
অধোদেশে বাস মম জ্ঞাত সর্ব্বজন।
গোবিন্দ গুরু আর সাধক কৃপায়,
কুলকুণ্ডলিনী হেথা পাইবে চেতন।"

উক্তরূপে নবদ্বারে নবভাবোদয় হইলে পর নবরত্ন আর অষ্টসিদ্ধি নগেন্দ্র-ভবনে প্রবেশ করিল; তাহার পর যুগল শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ-বাসর।

—:—

মুহুর্ম্মুহু শঙ্খধ্বনি হইতেছে। নানা জাতীয় বৃক্ষ-লতা ও গুল্মাদি পুষ্পরাজিতে সুশোভিত হইয়া রাজ-অন্তঃপুরের স্থানে স্থানে শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কোথাও পন্নগ সনে শিখিনী* নৃত্য-গীতাদিতে রত রহিয়াছে। সিংহ সনে মৃগ-শাবক এবং শার্দ্দুল সনে বৃষ বিচরণ করিতেছে। দেবতাগণ দশ প্রকার বাদ্য বাজাইতেছেন এবং চেকিতান শঙ্খধ্বনি করিতেছেন।

অন্তঃপুরস্থিত প্রাঙ্গনে শুভ্রবর্ণের চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। তন্নিম্নে নবজলধর শ্যামবর্ণ পুরুষরত্নকে পরিবেষ্টিত করিয়া মুনি ও মুনিপত্নিগণ চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছেন। জয়া, বিজয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সখি চতুষ্টয় বরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক আচারে রত আছেন। কুমারীগণের হস্তস্থিত মশাল সমূহ স্থিরভাবে জ্বলিতেছে এবং আকাশ নিবাসী নক্ষত্রগণ মধ্যে মধ্যে ফুটিতেছে ও ডুবিতেছে।

---

* পন্নগ=সর্প। সর্পে ও ময়ূরে ক্রীড়া—হিংসা জয় হইলেই সর্ব্বত্র এইরূপ বৈর ত্যাগ হয়।

অনন্তর নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিরূপিনী শৈলকে কূটস্থ চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের চতুর্দ্দিকে সপ্তবার প্রদক্ষিণ* করাইয়া বর ও কন্যার শুভদৃষ্টি† করান হইল। উভয়ের এইরূপ শুভদৃষ্টি হওয়াতে পরস্পর মালা বদল‡ হইয়া গেল। তাহার পর কেবল উলু উলু ধ্বনি§ উত্থিত হইতে লাগিল।

এইরূপে স্ত্রী-আচার সমাপ্ত হইলে পর বর-কন্যাকে লইয়া পুরোহিত$ অগ্নি সম্মুখে পরস্পরকে প্রতিজ্ঞা¶

* সপ্তবার প্রদক্ষিণ=ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনঃ তপঃ সত্যং অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এই সপ্ত বিভক্তি অহংভাবে সূক্ষ্ম পুরুষের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন। † শুভদৃষ্টি—স্বরূপ দর্শন।

‡ মালা বদল=প্রাণরূপ সূত্রে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ-পুষ্প গ্রথিত রহিয়াছে। প্রকৃতির প্রবৃত্তি-প্রসূন এবং পুরুষের নিবৃত্তি-প্রসূন দ্বারা মালা গাঁথা আছে। তাহা পরস্পর বিনিময় করা অর্থাৎ প্রবৃত্তি সকল ভগবানে অর্পণ করিয়া, তাঁহার নিবৃত্তি ভাব গ্রহণ করতঃ ইচ্ছারহিত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া। § অনাহত ধ্বনি।

$ পুরোহিত—যাঁহার দ্বারা দেহরূপ পুরের হিত সাধন হয়, বৃহস্পতি (গুরুবক্ত্রগম্য)।

¶ নাভিতে জঠরাগ্নি আছেন, তাঁহার সম্মুখে (মেরুদণ্ডে) প্রতিজ্ঞা—মনে প্রাণে এক করা (দৃঢ়তা)। পুরুষ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ পুরুষ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া সৃষ্টি করিতেছেন, যেহেতু পুরুষ নির্গুণ হওয়ায়, তিনি প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া, কার্য্যাদি করিতেছেন এবং প্রকৃতি শরীরে প্রকাশিত হওয়ায়, পুরুষ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতেছেন ; নতুবা পুরুষকে কোথাও খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই, পুরুষ বলিলেই প্রকৃতি এবং প্রকৃতি বলিলেই পুরুষ। যখন পুরুষ-প্রকৃতি দুই নাই, তখন বলিবারও উপায় নাই ; সুতরাং

করাইলেন যে "বর কন্যা কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিবেন না। পতি চিরকাল স্ত্রীকে রক্ষা করিবেন এবং স্ত্রী চিরকাল পুরুষের বাধ্য থাকিবেন।"

পুরুষ-প্রকৃতির বাধ্যবাধকতা* স্থাপন হইলে পর নব-দম্পতি বাসর-গৃহে চলিলেন।

সুরম্য বাসর-গৃহাভ্যন্তরের চতুর্দ্দিক নানাবিধ কারুকার্য্য দ্বারা সুশোভিত, অন্তঃপুরচারিণীগণ তথায় নবদম্পতি লইয়া আনন্দে বিভোর। কেহ দিব্য গন্ধদ্রব্য দ্বারা অঙ্গ অনুলেপিত

অব্যক্ত। তদ্রূপ প্রকৃতিও পুরুষ ছাড়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতে পারেন না; অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ পুরুষের অবলম্বন ব্যতীত দেহবিশিষ্ট প্রকৃতি এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারে না। সূক্ষ্ম ব্রহ্মের সত্ত্বা ব্যতীত (গাছ পাথর প্রভৃতি) কোন জড় বস্তু থাকিতে পারে না। যে শক্তি দ্বারা যাহার স্থায়ীত্ব বজায় রহিয়াছে, তাহাই তাহার প্রাণ; সুতরাং প্রাণকে ধরিয়া সকলেই রহিয়াছে। অতএব কি পুরুষ কি প্রকৃতি, উভয়েই উভয়কে ধারণ করিয়া আছেন; এই ধারণ করার নাম (ধৃ ধাতু, ম প্রত্যয়) ধর্ম্ম। ইহার বিপরীত অধর্ম্ম অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির অন্তরস্থিত অন্তরাত্মাতে লক্ষ্য না রাখিয়া পরস্পর পরস্পরের দেহ লইয়াই ব্যস্ত এবং দেহের প্রতি ভালবাসা; সুতরাং এইরূপ স্বার্থগত ভালবাসার হ্রাস হইলেই বিচ্ছেদ জ্বালা সহ্য করিতে হয়। বর্ত্তমান কালে এই উপদ্রব প্রতি গৃহে বিরাজ করিতেছে।

---

* বাধ্যবাধকতা=একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব না থাকা; অতএব ছায়া স্বরূপ প্রকৃতি পুরুষের সঙ্গে রহিয়াছে, ইহাই বাধ্যবাধকতার চিহ্ন এবং ইহাকেই এক প্রাণ কহে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে সমস্তই বিপরীত; স্ত্রীর রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হইয়া পুরুষ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে সেই স্ত্রৈণ্য পুরুষকে কামিনীগণ একপ্রাণ বলিয়া থাকে।

করিয়া এবং কেহ পুষ্পরাজিতে সুশোভিত হইয়া, কেহ বা রত্নালঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত হইয়া বাসর গৃহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছেন। তাঁহাদের সেই সৌন্দর্য্যরাশি প্রসারিত হইয়া দিক্‌দিগন্তে লুকাইত হইতেছে; পরন্তু নবদম্পতির অপূর্ব্ব রূপরাশি দিগন্ত ব্যাপিয়া চিরবিরাজিত রহিয়াছে। এইরূপে বিভুর বাসর-সজ্জা চলিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:—

ধ্রুব দর্শনে নিরঞ্জন।

—:—

সুখের রজনী প্রভাতা হইলে পর পুরোহিতের আজ্ঞানু-সারে নবদম্পতি জাহ্নবী সলিলে অবগাহন পূর্ব্বক স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, সম্মুখস্থিত অগ্নিকুণ্ডে ঘৃতাদি নিক্ষেপ দ্বারা হোমাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর পুরোহিত পুরুষ-প্রকৃতির সম্মখস্থিত নীল নভোমণ্ডলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ধ্রুব দর্শন করাইয়া বাসিবিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। তথায় অবস্থিত অন্যান্য পুরবাসিগণ সকলেই দিবাভাগে ধ্রুব দর্শন করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। অন্তর্যামী পুরোহিত তাঁহাদের অন্তরের ভাব অবগত হইয়া, ঈষদ্ধাস্যে বলিলেন,—"বিবাহ ধর্ম্মমূলক ব্যাপার; ইহাতে ইন্দ্রিয় চরিতার্থের ব্যাপার কিছুই নাই; তবে কালদোষে সমস্তই বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে।"

শ্রদ্ধা কহিলেন,—"ঠাকুর! বিবাহ কাহাকে বলে এবং তাহার অকরণে কি প্রত্যবায় ঘটিয়া থাকে, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন করিয়া কৃতার্থ করুন।"

পুরোহিত।—বিশেষরূপে বহন করিতে আরম্ভ করার নাম

বিবাহ। স্ত্রীজাতিকে পুরুষ বহন না করিলে, জড়-প্রকৃতি বিশিষ্টা স্ত্রীজাতি চৈতন্য স্বরূপ পুরুষের অভাবে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারে না। বাহিরে যেমন স্ত্রী ও পুরুষ আছে, দেহের ভিতরেও তদ্রূপ স্ত্রী-পুরুষ বর্ত্তমান আছেন। পরমাত্মস্বরূপ কূটস্থচৈতন্য পুরুষ এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি (সুমতি) প্রকৃতি। অতএব স্ব স্ব প্রকৃতিকে কূটস্থ স্বরূপ আত্মানারায়ণে মিলন করাই প্রকৃত বিবাহ কার্য্য শাস্ত্র কহিয়া থাকেন। তাহা না করিলে, প্রকৃতি পুরুষের অভাবে জড় ভাবে পরিণত হয়। জড় প্রকৃতি ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য বস্তু; অতএব ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত প্রকৃতি অহঃরহ নরক (দুঃখ) ভোগ করিয়া থাকে, ইহাই প্রত্যবায়। সেই বিবাহ কালীন মন্ত্রাদি বা হোমাদি কার্য্য যাহা হইয়া থাকে, তাহা সমস্তই শরীরাভ্যন্তরিক স্থির বায়ুর কার্য্য; পুরোহিত (সদ্‌গুরু) উপদেশে ঐ সকল ক্রিয়া দ্বারা স্থিতি লাভ করিলে যে আনন্দ উদয় হয়, তাহাই প্রেম। সেই প্রেমসুধা পান করিলে মৃত্যু ভয় থাকে না। এই প্রেম হইতে বিমুখ হইয়া জগত ক্ষণিক (ইন্দ্রিয় জনিত) প্রেমে মত্ত হইয়া অহঃরহ বিচ্ছেদ জ্বালা অনুভব করিতেছে। মায়িক জীবের সবই বিপরীত।

শ্রদ্ধা।—ঠাকুর! যাঁহারা আপনার কথিতরূপ প্রেমরজ্জু

দ্বারা অংবেদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদের কি আদৌ বিচ্ছেদ জ্বালা অনুভব করিতে হয় না ?

পুরোহিত।—সে প্রেমসুধা যে একবার পান করিয়াছে, সে কখনও তাহা হইতে বঞ্চিত হয় না। জগতে যত প্রকার রস আছে, সকল রসেরই শেষ আছে ; কিন্তু এই প্রেমসুধা, যাহা ষড়রস নামে অভিহিত, তাহার শেষ কখন হয় না, অর্থাৎ এই ষড়রস পানের নেশা কখন ছাড়ে না। এই রস হাটে বাজারে বিক্রয় হয় না, বিনা মূল্যে আপনি মিলিয়া যায়, যদ্যপি আপন মনে মিলন হয়।

শ্রদ্ধা।—ষড়রস কাহাকে কহে ?

পুরোহিত।—কটু, তিক্ত, কষায়, লবণ, অম্ল ও মধুর এই ষড়রস ; কিন্তু ইহা বাহিরের ; ভিতরের ষড়রস অন্যরূপ (গুরুবক্তুগম্য), তাহাই আত্মচরণামৃত।

শ্রদ্ধা।—চরণ কাহাকে কহে ?

পুরোহিত।—চরণের যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গতিবিধি হয়, তদ্রূপ এই দেহস্থিত প্রাণের গতিবিধি হইতেছে, এইহেতু প্রাণের একটী নাম চরণ। কায় মন সমর্পণ পূর্ব্বক এই চরণের সেবা করিলে উক্ত চরণকমল হইতে উক্তরূপ চরণামৃত নিস্থত হইয়া থাকে।

এইরূপে পুরোহিতের সহিত কামিনীগণের কথোপকথন

হইতেছে, এমন সময় তথায় সত্যময় আসিয়া দণ্ডবৎ প্রনাম করিলেন। পুরোহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর সত্যময় পুরোহিতকে করযোড়ে কহিতে লাগিলেন—"প্রভু! আপনি অনন্তরূপ, আমি আপনার মহিমা কীর্ত্তনে অক্ষম। আপনি পূর্ব্বে গুরুরূপে আমাকে আত্মক্রিয়া প্রদান করিয়া, তৎপরে যোগীবেশে শৈলের পাত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন; আবার বর্ত্তমানে পুরোহিতবেশে বহুরূপ পুরের হিত সাধন করিতেছেন। হে মঙ্গলময়! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন "শৈলের বিবাহকালে পুরুষের দর্শন পাইবে," তাহা আমি পাইয়াছি। আমার তৃষিত মন-চকোর, এতদিন পরে আজ নবজলধরের বারিবিন্দু পান করিয়া, চির পিপাসা দূরীভূত করিল।"

পুরোহিত।—বৎস! দম্পতি-পরিণয় সমাধা হইল, এক্ষণে জয়া, বিজয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সখিচতুষ্টয়ের দ্বারা নিরঞ্জন কার্য্য সমাধা করাও।

সত্যময়।—ঠাকুর! নিরঞ্জন কথা শুনিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রাণের পুত্তলী শৈল, তাহাকে অপরিচিত পুরুষের সহিত কি প্রকারে বিদায় দিব।

পুরোহিত।—জগতে কে কাহার পরিচিত? তুমি জগতে আসিয়া কাহাকে পরিচিত জ্ঞান করিয়াছিলে? যদি কেহ তোমার পরিচিত ব্যক্তি থাকিত, তাহা হইলে

মাতৃগর্ভ হইতে চ্যুত হইয়া, চীৎকার সহকারে রোদন করিয়াছিলে কেন? বস্তুতঃ কেহ কাহারও আপন বা পর নহে; জীবগণ মায়া দ্বারা অভিভূত হইয়া আত্মীয় বোধে আপন এবং অনাত্মীয় বোধে পর জ্ঞান করিয়া থাকে মাত্র।

সত্যময়।—দেব! আপনি পূর্ব্বে বলিয়াছেন, যে আত্মযোগের অন্তর্গত বিষয় সকলই প্রকৃত আত্মীয় এবং আত্মযোগের বিপরীত বিষয়গুলিই পর। আমি সাধক; আমার সাধনার যোগৈশ্বর্য্য স্বরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত জয়া, বিজয়া, শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রভৃতি যাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদিগকে আত্মীয় না ভাবিয়া, পর ভাবিয়া কি প্রকারে পরিত্যাগ করিব? বিশেষতঃ তাহাদিগের দ্বারা যখন সুখস্বচ্ছন্দতা লাভ হইতেছে।

পুরোহিত।—বৎস! বালক যেমন অজ্ঞান বশতঃ ধূলামাটী লইয়া খেলাঘরে খেলা করিয়া থাকে, ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত খেলাঘরকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায়, তাহা আপনিই ক্রমে পরিত্যক্ত হইয়া যায় এবং সেই মিথ্যা খেলাঘরের পরিবর্ত্তে সংসাররূপ সত্য খেলা ঘরে খেলিতে থাকে। সাধক তদ্রূপ সাধন-কালে যে সকল যোগৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে আসক্ত হওয়ায়, তাহার অদর্শনে দুঃখ অনুভব করেন

বটে, কিন্তু যখন ক্রমশ উন্নতি দ্বারা প্রকৃত জ্ঞান জন্মে, তখন ঐ সকল যোগৈশ্বর্য্য জ্ঞেয় বস্তুতে লয় হইতে থাকে। তৎপরে সেই জ্ঞেয় বস্তু সর্ব্বস্থান অধিকার করায়, পরমাত্মীয় হইয়া থাকেন; তখন সাধক যোগেশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া, যোগৈশ্বর্য্য আকাঙ্ক্ষা করেন না। বৎস! তুমি এখনও যোগেশ্বরকে প্রাপ্ত হও নাই, এইহেতু যোগৈশ্বর্য্য স্বরূপ সুখভোগ ত্যাগ করিতে দুঃখিত হইতেছ, পরন্তু যোগেশ্বরকে প্রাপ্ত হইলে সুখ ও দুঃখ এ দুই থাকিবে না—থাকিবে কেবল সেই এক যোগেশ্বর।

সত্যময়।—ঠাকুর! তবে কি আত্মীয় স্বজনগণকে পর ভাবিব?

পুরোহিত।—আত্মীয়কে পর ভাবাই উচিত, যেহেতু পরই প্রকৃত আত্মীয়; পর অর্থাৎ পরব্রহ্ম৭

সত্যময়।—আপন কাহাকে ভাবিব?

পুরোহিত।—আপনকে পর ভাবিবে এবং পরকে আপন ভাবিবে।

সত্যময়।—তাহা হইলে কি হইবে?

পুরোহিত।—তোমার আত্মীয় স্বজন (ইন্দ্রিয় জনিত বিষয়) তোমার অস্থি, মজ্জা ও ধমনীতে প্রবেশ করিয়া চিন্তা দ্বারা স্ত্রী-পুত্র, পিতা-মাতা, ঘরবাড়ী, টাকাকড়ি প্রভৃতি

আত্মীয় সাজিয়া রহিয়াছে, সেই আপনদিগকে পর ভাবিতে ভাবিতে তাহারা পর হইয়া যাইবে; তখন যিনি প্রকৃত আপন, যাঁহাকে পর করিয়া রাখিয়াছ, সেই "পরাবস্থা" আসিয়া আপন হইবে; পরাবস্থাই পরব্রহ্ম।

সত্যময়।—প্রভু! তবে আর আমার কোন কথাই নাই; কূটস্থ স্বরূপ পরম পুরুষের সহিত নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধিরূপা শৈলকে পাঠাইতে স্বীকৃত হইলাম এবং আমিও তাঁহার সহিত যাত্রা করিব।

পুরোহিত।—বৎস! তোমার জন্যই ত সব হইতেছে, তুমি প্রকৃতির সহিত রথযাত্রা না করিলে চলিবে না।

সত্যময় ও নগেন্দ্র সিংহ পুরোহিতের আজ্ঞানুসারে বর-কন্যার মুখ চুম্বন করিলেন। বিজয়া প্রভৃতি কামিনীগণ নিরঞ্জন করিয়া বর কন্যাকে বিদায় দিলেন। সত্যময় বর-কন্যার সহিত সপ্তাশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। পুরোহিত পুরের হিত সাধন জন্য সর্ব্বাগ্রে গমন করিলেন। রথ বায়ুবেগে অন্তর্হিত হইল। "

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতা জাগিল—জগত ডুবিল।

—:—

রথ জনপদ অতিক্রম করিয়া শূন্যময় আকাশপথে আসিয়া পড়িল। মহাকাশ মধ্যে গ্রহ, উপগ্রহ প্রভৃতি জ্যোতির্ম্ময় রূপ ধারণ করতঃ স্থানে স্থানে শোভা পাইতেছে; সেই নীলবর্ণ আকাশস্থিত পুঞ্জ পুঞ্জ নক্ষত্র সকল ভেদ করতঃ রথ বায়ুবেগে ঊর্দ্ধগতি হইতে লাগিল। রথ প্রথমে মেঘদল, তৎপরে চন্দ্রমণ্ডল ও নক্ষত্র ভেদ করতঃ শীতল আনন্দময় অনুভব প্রদেশে গমন করিল। তথায় গমন করিবামাত্র সত্যময়ের মস্তক হিমানী সদৃশ শীতল ভাব ধারণ করিল। সত্যময় পুরুষ-প্রকৃতিকে এই প্রদেশের বিবরণ জিজ্ঞাসা দ্বারা অবগত হইলেন যে, তাহা হিমালয় প্রদেশ।

রথ দ্রুতগতিতে সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিলে পর, তথায় অকস্মাৎ এক বৃহৎ ত্রিশূলের অগ্রভাগ দৃষ্ট হইল। সত্যময় দেখিলেন, সহস্র যোজন নিম্ন হইতে (পৃথিবী হইতে) সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে এক বৃহৎ রজতবর্ণ ত্রিশূল অবস্থিত রহিয়াছে। পুরুষ নির্ব্বাক, শৈল কহিলেন,—"দাদা! এটা কি বলদেখি?"

সত্যময় কহিলেন,—"আমার বোধ হয় এইটা শিবের ত্রিশূল।"

শৈল।—হ্যাঁ দাদা, ঐ ত্রিশূলের সাহায্যে ত্রিতাপের জ্বালা দূরীভূত হয়।

সত্যময়।—আচ্ছা শৈল, ত্রিশূল দেখা গেল, কিন্তু শিব দর্শন হইল না কেন?

শৈল ঈষদ্ধাস্য সহকারে ত্রিশূলাগ্রভাগ দেখাইয়া কহিলেন,—"ঐ দেখ! ত্রিশূলাগ্রভাগে রজতগিরি সদৃশ কৈলাসশিখর অবস্থিত রহিয়াছে। ঐ দেখ, কৈলাসশিখর নিবাসীগণ ঊর্দ্ধ হইতে অধঃস্থিত আমাদিগের প্রতি নিমেষ শূন্য নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছেন; ঐ দেখ, উক্ত শিখর নিবাসীগণের মধ্যস্থিত কৈলাসপতি ব্যোমকেশ নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

সত্যময় ভাবে বিভোর হইয়া ঊর্দ্ধপানে তাকাইয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—

"ভো নভোমণ্ডল—
শান্ত শুদ্ধ নিরমল"—

শৈল।—শান্ত শুদ্ধ নির্ম্মল আকাশই শিবস্বরূপ। পৃথিবী হইতে সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত ব্রহ্মদণ্ডরূপ মহাত্রিশূল অবস্থিত, সেই ত্রিশূলের ঊর্দ্ধস্থিত আকাশই শিবপদ বাচ্য; তথায় ত্রিবিধ তাপ ভস্মীভূত হয়।

সত্যময়।—শিব দর্শন হইল, কিন্তু পার্ব্বতী কোথায়, সেই জগত জননী কোথায়?

এইবারে শৈল হতবুদ্ধি হইয়া আস্তে আস্তে কহিলেন,— "দাদা! আমার গতি এই পর্য্যন্ত; দাদা! আমি যাহা যাহা জানিতাম, সমস্তই বলিয়াছি—আর আমার বলিবার কিছুই নাই।"

পুরুষ এতক্ষণ বাক্‌রহিত হইয়া কেবল শক্তি সঞ্চারে রত ছিলেন; বর্ত্তমানে প্রকৃতির ক্ষমতা সমাপ্ত দেখিয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে মধুর বচনে সত্যময়কে কহিলেন,—"বৎস! তোমার ভগ্নী ত্রিবিদ্যায় পারদর্শী, ছলনায় বিস্মরণ হইও না।"

পুরুষের রহস্য অনুভব করিয়া প্রকৃতি (শৈল) নিজ প্রাণেশ্বরকে করযোড়ে কহিলেন,—"প্রভু! আমার দৌড় এই অবধি। জীবের জন্ম কর্ম্ম আমা দ্বারা সাধিত হইতে পারে; কিন্তু কর্ম্মের অতীতাবস্থা আমার বুদ্ধির অগম্য। অতএব জগত জননী কুলকুণ্ডলিনী দর্শন করান আমার সাধ্যাতীত। সে অবস্থা কেবল আপনার অনুগ্রহে কচিৎ কোন ভাগ্যবানের হইয়া থাকে।"

সত্যময়।—অ্যাঁ—একি কথা? কচিৎ কোন ভাগ্যবানের হইয়া থাকে? সকলের হয় না? যে অভাগা তার হয় না?

শৈল।—ভগবানের দ্বেষ্য বা প্রিয় নাই; তিনি নিজ ইচ্ছায় ভাগ্যবান বা অভাগা কাহাকেও করেন না।

জীব নিজ ইচ্ছায় প্রকৃতির অধীন হয়—নিজেই আবার প্রকৃতি হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করে; সেই চেষ্টাই সাধন এবং সাধনের ফলাফল প্রকৃতি কর্ত্তৃক পাইয়া থাকে; কিন্তু ফলাফলের অতীত হওয়ার অবস্থায় প্রকৃতি নাই। ভাগ্যবান অর্থাৎ যিনি ললাটদেশে গিয়াছেন; অভাগা অর্থাৎ যিনি ললাটদেশে অবস্থানশূন্য হইয়া ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য করেন। এইরূপ অভাগার পক্ষে সমস্তই দুঃখময় এবং এইরূপ ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বহেন; অতএব ভগবানের কৃপায় জগজ্জননী কুণ্ডলিনীর চৈতন্য কর; এ প্রকৃতির আর কোন ক্ষমতা নাই।

সত্যময় প্রজ্ঞানয়নে দেখিলেন, শৈল আর পূর্ব্বের ন্যায় দীপ্তিবিশিষ্টা নাই, ছায়ারূপে পুরুষের পার্শ্বে বসিয়া আছেন মাত্র। সত্যময় কহিলেন,—"ভগিনী তুমি অকস্মাৎ বিবর্ণা হইলে কেন? তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি কোথায় গেল? তাহার পরিবর্ত্তে এই ছায়াময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখিত হইতেছি।"

শৈল ক্ষীণ স্বরে কহিলেন,—"দাদা! আমার আশা আর করিও না; আমি জীবন যৌবন সমস্তই পতিপদে অর্পণ করিয়াছি; কেবল দেহমাত্র বাকী আছে, তাহাও বোধ হয় পাণ্ডগৃহে প্রবেশ করিতে না করিতে শেষ হইবে।"

সত্যময়।—শৈল! তোমার জ্যোতির্ম্ময়ী দেহ কোথায় গেল?

শৈল।—পুরুষে।

সত্যময়।—তোমার এই ছায়ামূর্ত্তি কোথায় যাইবে?

শৈল।—পুরুষে।

উভয়ের এই কথা শেষ হইতে না হইতে অকস্মাৎ পৃথিবী কম্পিত এবং ভয়ঙ্কর সমুদ্র গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ উত্থিত হইল। সেই শব্দ শ্রুতিগোচর করিয়া সত্যময় ভীত হইয়া আশ্রয়ার্থে প্রকৃতিকে ধরিতে গেল—ছায়ারূপা (শৈল) প্রকৃতি তাহাকে ধরিতে অসমর্থ হইলেন; অগত্যা সত্যময় পশ্চাৎস্থিত পুরুষের কটিদেশ বেষ্টন পূর্ব্বক ভীত কম্পিত স্বরে কহিলেন, "ঠাকুর! রক্ষা কর—রক্ষা কর!"

পুরুষ ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন—"ইহাতেই এত ভয়? তবে আমার সহবাসে থাকিবে কি প্রকারে?"

সত্যময়।—ঠাকুর! তোমার সহবাসে যদি কেবল ভয়ই থাকে, তবে আনন্দ কোথায়?

পুরুষ।—ভয়ের মধ্যে আনন্দ আছে।

সত্যময়।—সে কি রকম?

পুরুষ।—আমি কালস্বরূপ সকলকে গ্রাস করি—আমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীব আনন্দ পায়। মৃত্যু আমার রূপ; সেই মৃত্যুকে জীবগণ বড়ই ভয় করে; কিন্তু যদ্যপি কোনক্রমে মৃত্যুকে কেহ ভালবাসিতে

পারে, তবে আর আনন্দের সীমা থাকে না ; সে আনন্দ বলিয়া বুঝাইবার নহে—যেহেতু সে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ এ জগতে আদৌ নাই।

সত্যময়।—ঠাকুর! আমি আর ভয় করিব না, সেই আনন্দময় ভাব আমাকে অনুভব করাইয়া দাও, আমি তোমার শরণাগত শিষ্য।

নবীন-নীরদ-নীলকান্তিবিশিষ্ট জ্যোতির্ম্ময় পুরুষরত্ন কটাক্ষপাত দ্বারা সত্যময়কে সহস্র যোজন নিম্নে লক্ষ্য করিতে সঙ্কেত করিলেন। সত্যময় সেই চিণ্ময় পুরুষের আজ্ঞাক্রমে নিম্নে চাহিয়া দেখিলেন—

ঢুলু ঢুলু আঁখি অবশ কায়,
জাগে কুণ্ডলিনী মোহ নিদ্রায়।

ত্যজি সর্পাকার বায়বীরূপিনী,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ ধরেন জননী।

সত্যময় আনন্দে বিহ্বল হইয়া দেখিলেন—নিম্নস্থিতা সেই দেবী কুলকুণ্ডলিনী ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি দ্বারা তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন; মূলাধারস্থিতা দেবী কুলকুণ্ডলিনীর আগমনে চতুর্দ্দিক বিদ্যুৎ-প্রভায় উদ্ভাসিত হইল। তখন সেই নিদ্রিতা দেবী চৈতন্যরূপা হইয়া দশভূজারূপে শোভা পাইতে লাগিলেন।

পুরুষ-প্রকৃতি ও সত্যময় সেই দুর্গা দশভুজাকে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক সন্তুষ্ট করিলেন; দেবী দশ কর যুড়িয়া কূটস্থ স্বরূপ পুরুষকে স্তুতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পরস্পরের শুভ সম্মিলন হইবার পর সত্যময় সেই অনন্তজ্যোতি প্রকাশিনী দেবী কুণ্ডলিনীকে কহিলেন, "মা! এতদিন তুই নিদ্রিতা ছিলি কেন মা? আমি দিবানিশি তোকে যে মা মা ব'লে কত ডেকেছি, তবু তুই সাড়া দিস্‌নি কেন মা?"

কুণ্ডলিনী।—বৎস! সাড়া দিব কি প্রকারে? আমাকে যে তুমি ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছিলে, তাই আমি ঘুমাইয়াছিলাম; এক্ষণে তুমি আমার ঘুম ভাঙ্গাইলে, তাই চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া উঠিলাম।

সত্যময়।—মা! আমি এইবারে বুঝিয়াছি—আর বলিতে হইবে না; এই পশ্চাৎস্থিত পুরুষের সাহায্য ব্যতীত মাতা কুণ্ডলিনী কিম্বা ভগিনী শৈল, ইহাদের কোন ক্ষমতা নাই। ভগিনী শৈল্ল যেমন আত্মবিদ্যা বা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আত্মারাম হইতে বিশেষ নহেন, তদ্রূপ কুণ্ডলিনী দেবীও দেবতাশ্রেষ্ঠ কূটস্থচৈতন্য অপেক্ষা বিশেষ নহেন। অতএব সেই চৈতন্যস্বরূপ পুরুষকে ধরিলে সকলকেই পাওয়া যায়, কিন্তু পুরুষের প্রেমে বঞ্চিত হইয়া প্রকৃতির প্রেমে মুগ্ধ হইলে কিছুই পাওয়া যায় না।

সত্যময়ের কথা শুনিয়া ছায়ারূপা শৈল ক্ষীণ প্রদীপের ন্যায় মিট্ মিট্ করিয়া একটু হাসিলেন, আর দেবী কুল-কুণ্ডলিনী দশ হস্তে ধারণ পূর্ব্বক একটী বৃহদাকার বীণা হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত স্বরে নিনাদিত করিলেন। অনন্তর সেই বীণাধ্বনি অনন্ত আকাশে পশিবামাত্র সেই মহাশূন্য হইতে অনবচ্ছিন্ন ধ্বনি হইতে লাগিল। ১ম হ্রস্ব, ২য় দীর্ঘ, ৩য় প্লুত, এই ত্রিমাত্রা; তারপর অর্দ্ধ মাত্রা, যাহা অনন্ত নেশা; সেই নেশায় বিভোর হইয়া, দেবী কুণ্ডলিনী আরও সহস্র যোজন ঊর্দ্ধে উঠিয়া অনন্ত নাগরূপে সহস্র ফণা বিস্তার পূর্ব্বক অনন্ত আকাশে শোভা পাইতে লাগিলেন। সত্যময় দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন।

এই কৃতার্থ হইবার অনতি বিলম্বে অকস্মাৎ সত্যময়ের জগত উল্টাইয়া গেল; দিবা রাত্র সমান হইল; অন্তর্বহি এক হইল; চতুর্দ্দিক কৃষ্ণময় হইল—মেদিনী জীবন-সলিলে মগ্ন হইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

মহা শ্মশান।

—:—

কৃষ্ণপক্ষ রজনী—চতুর্দ্দিক শূন্যময়—জগত নিস্তব্ধ। সেই নৈশনিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া বিকট চীৎকার করিয়া কে বলিল —"শ্মশান তুমি কে?"

ভীষণ শ্মশান মাঝে বজ্রনিনাদরবে উত্তর হইল,—"ছায়া-রূপী! তুমি কে?"

প্রশ্নকারী ভীতস্বরে কহিল,—"আমি"।

উত্তর হইল,—"হাঃ হাঃ হাঃ! এখানেও আমি আমার?"

উত্তরকারীর হাঃ হাঃ রবে বিকট হাস্য শ্রুত হইয়া প্রশ্নকারীর অন্তরাত্মা শুকাইয়া আসিল; তখন সে কম্পিত-কলেবরে কহিল—"আমি নিয়তি, জগত হইতে বিমুখ হইয়া এখানে আশ্রয় পাইতে আসিয়াছি। হে শূন্যমূর্ত্তে! একটু আশ্রয় দাও।

উত্তর হইল,—"এ যে মহাশ্মশান, এখানে থাকিয়া কি করিবে?—জগতে যাও।"

নিয়তি কহিল,—"শ্মশান কি জগত ছাড়া?"

উত্তর।—শ্মশান জগত ছাড়া; জগতে জীবগণ লীলাখেলা

করিয়া থাকে, আর শ্মশানে সেই লীলাখেলার শেষ হয়। অতএব লীলাখেলা করিবার ইচ্ছা থাকিলে জগতের সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়া তথায় কিছুদিন থাক; পরে ইচ্ছার বেগ শিথিল হইলে, এখানে আসিও।

নিয়তি।—জগত গতিশীল, যে চলিয়া গিয়াছে, আমি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না।

উত্তর।—জগত গিয়াছে—আবার আসিবে, ভয় কি?

নিয়তি।—জগতের হাত পা ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, হাড় চূর্ণ করিয়া দিয়াছে, জলে লবণ মিলিয়া যাইবার ন্যায় সে মহা সমুদ্রে মিলিয়া গিয়াছে; হায়! হায়! জগত আর ফিরিয়া আসিবে না,—সে একেবারে মরিয়া গিয়াছে (ক্রন্দন)।

উত্তর।—জগতকে কে মারিল?

নিয়তি।—তাহাকে জীব মারিল।

উত্তর। জীব অসংখ্য, তন্মধ্যে কোন্ জীব?

নিয়তি। সত্যময় নামক জীব জগতকে মারিল।

উত্তর।—অসম্ভব কথা,—সত্যময় ক্ষুদ্র জীব, এই বৃহৎ জগতকে বধ করিতে সে নিতান্ত অক্ষম; জগত গতিশীল, গমনাগমন তাহার স্বভাবের নিয়ম; সুতরাং সে আপনিই গিয়াছে।

নিয়তি।—না—না, সে আপনি যায় নাই, আপনি কেহ যাইতে চাহে না, মরিবার নাম শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত

হয়। এ জগতের মধ্যে ক্ষুদ্র কীটাণুকীটও মরিতে চাহে না—জগত তো অন্য কথা।

উত্তর।—জগতকে সত্যময় মারে নাই, অপর কে মারিয়াছে তাহা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া বল।

নিয়তি।—তাহাকে কে মারিল, তাহা বলিতে পারি না—তবে, সদ্‌গুরু জগতকে মারিবার উপায়টী সত্যময়কে (জীবকে) বলিয়া দিয়াছিলেন, সত্যময় (জীব) সেই উপায়ে তাহাকে মুমুর্ষু শয্যায় শায়িত করিয়াছিল। তারপর অকস্মাৎ তথায় কে আসিয়া শার্দ্দূল সদৃশ জগতকে গ্রাস করিল।

উত্তর।—শার্দ্দূল সদৃশ গ্রাস করিল? হাঃ—হাঃ—হাঃ।

উত্তরকারীর হাঃ হাঃ রব চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়া বিকটরবে দিগদিগন্ত কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল,—"হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

নিয়তি কম্পিত কলেবরে কহিল,—"জগত আমার মেষশাবক স্বরূপ ছিল, আমি চিরকাল তাহাকে চরাইয়া আসিতেছি। স্বয়ং প্রজাপতিও এই নিয়তির অধীনে আছেন, সদ্‌গুরু ক্ষমতায় সামান্য জীব আজ জগতকে মারিয়া নিয়তিকে অতিক্রম করিল। হায়! হায়! সামান্য জীব হইয়া বিধির বিধি লঙ্ঘন করিয়া, তাঁহার শির্ষ স্থান অধিকার করিল? তবে আমার আর কি উপায় আছে?"

উত্তর।—উপায়—আমার কাছে আসা।

নিয়তি।—তুমি কে?

উত্তর।—আমাকে দেখিবে?

নিয়তি।—তোমার কথা চতুর্দ্দিক হইতে শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না; আমি তোমাকে দেখিব। হে নিরাকার পুরুষ! তুমি কে? আমাকে তোমার রূপ দেখাও।

উত্তর।—আমার রূপ দেখিয়া ভয় পাইবে না?

নিয়তি।—সর্ব্বদাইত ভয়ের মাঝে পড়িয়া আছি, ইহা অপেক্ষা অধিক ভয় আর কি আছে? আমি তোমাকে দেখিয়া ভয় পাইব না, তুমি আমাকে দেখা দাও।

"তবে এই দেখ"—মেঘগম্ভীর রবে "তবে এই দেখ" বলিবামাত্র নিয়তি দেখিল, জগত জুড়িয়া করাল বদন বিস্তার পূর্ব্বক ঘূর্ণিত চক্ষু কালপুরুষ দণ্ডায়মান।

সম্মুখে প্রলয় উপস্থিত। কালপুরুষ দর্শনে নিয়তির হৃৎকম্প উপস্থিত। অগত্যা সে অণু হইয়া সেই বিশাল ঘূর্ণিত নেত্রের আকর্ষণে ভীষণ আস্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া করালবদনাভ্যন্তরিক মহাশূন্যে বিলীন হইয়া গেল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০—

স্বদেশাগমন্।

—ঃ—

মেদিনী জীবন-সলিলে মগ্ন হইলে, নিয়তি কালগর্ভে প্রবেশ করিলে পর, ছায়ারূপা শৈল নিজ পতিকে কহিলেন—"নাথ! এই অনিত্য ছায়া স্বরূপ দেহটা আর রাখিবার আবশ্যক কি? স্বরূপে মিশাইয়া লউন।"

পুরুষ কহিলেন—"সুন্দরি! আমার ছায়া, তোমার কায়া, সুতরাং আমার এই ছায়া স্বরূপ কায়াটা যদি আপনাতে মিলাইয়া লই, তবে সত্যময় আমার মূর্ত্তি দর্শনা-ভাবে বিচলিত হইতে পারে, অতএব হে ছায়ারূপা প্রকৃতি! তুমি আর একদিন মাত্র অবস্থান কর, তারপর নিশ্চয়ই তোমাকে আমার অনন্ত-রূপ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া লইব।

সত্যময়।—হে জ্যোতির্ম্ময় দেব! তুমি প্রকৃষ্টরূপে হইয়াছ ও হইতেছ; কিন্তু কোথা হইতে হইয়াছ, তাহা আমরা অবগত নহি, আমিও যে কোথা হইতে হইয়াছি, তাহাও জ্ঞাত নহি; তবে তুমি ও শৈল আমার গুরুদত্ত প্রাণযজ্ঞ হইতে আবির্ভূত বটে, কিন্তু তাহার আদ্যন্ত কেহই জানে

না। আবার আমরা কোথায় যাইব, তাহাও অবগত নহি। হে পুরুষ! তোমার সপ্তজ্যোতি বিশিষ্ট রথে আরোহণ করতঃ ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে গমন করিতেছি বটে—কিন্তু পথের আদি অন্ত খুঁজিয়া পাইতেছি না। রথ যত চলিতেছে, ততই তাহার গতি বর্দ্ধিত হইতেছে; তাহার গতির আর বিরাম নাই। হে চিণ্ময়! আমি পথ ভুলিয়া এই ভবসংসারে আসিয়া অনেক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি; তারপরে গুরুদত্ত প্রাণযজ্ঞের আশ্রয় দ্বারা তোমার রথ মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছি; অতএব হে আশ্রয়দাতা! রথ আর চালাইও না, দেহরথ অনেক রার চলিয়াছে, মনরথ অনেকবার চলিয়াছে, প্রাণরথও অনেক চলিয়াছে, এক্ষণে প্রাণের প্রাণ আত্মারাম স্বরূপ সপ্তজ্যোতি বিশিষ্ট রথ আর চালাইও না,—রথের গতি রোধ কর অথবা রথকে আপনার অনন্ত চিৎসলিলে বিসর্জ্জন কর—আমার আমিত্ব স্থির হউক।

শৈল সত্যময়ের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"দাদা! আমার শ্বশুরবাড়ী আর কতদূর?"

"আমি অবগত নহি—তবে তোমার পতিকে জিজ্ঞাসা দ্বারা জানিতেছি।" এই বলিয়া সত্যময় পুরুষকে কহিলেন,—"ঠাকুর! তোমার বাড়ী আর কত দূর?"

পুরুষ ঈষদ্ধাস্য সহকারে উর্দ্ধদেশ দেখাইয়া কহিলেন,—

"ঐ দেখ—আমার দেশ; ঐ দেশ জুড়িয়া সর্ব্বত্র আমার আবাসভূমি রহিয়াছে।"

সত্যময় উর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন—অদূরে একটী অনির্ব্বচনীয় উপদেশ স্থাপিত রহিয়াছে; তথায় চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা নাই—অগ্নির দীপ্তি নাই এবং সংস্কারের দাগ নাই, কেবল প্রকাশ। সেই প্রকাশময় আনন্দ-ভূমি দর্শনমাত্রেই রথ তথায় উপস্থিত হইল। শৈল পুরুষের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া রথ হইতে অবতরণ করিলেন। সত্যময় অবিচলিত ভাবে সুখ দুঃখ শূন্য হইয়া তাঁহাদিগের সহিত আনন্দ-ভূমিতে পদার্পণ করিলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:—

ফুলশয্যা।

—:—

ফুলের এত আদর কেন? সাধু ও গৃহী—শিশু ও দেবতা—সকলেই ফুলে তুষ্ট হয় কেন?

ফুলের রূপ আছে।—আহা! সবুজবর্ণ বৃক্ষশাখায় সুশোভিত হইয়া, প্রতি ডালে, পাতায় পাতায়, কেমন সুন্দর শ্বেত, পীত, লোহিত ও হরিৎ বর্ণের কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়াছে! রূপে কানন আলোকিত হইয়াছে। এমন কুসুমরূপে কার মন না ভুলিয়া যায়? তাহার উপর সৌরভ বিস্তার! রূপে চক্ষু জুড়ায়, আর সৌরভে মন প্রাণ আমোদিত করে। যে বস্তুর আকর্ষণে মন প্রাণ ও আঁখি তৃপ্ত হয়—তাঁহাকে কে না ভাল বাসে?

রূপ ও গন্ধ আছে বলিয়া পুষ্পের এত আদর? তাহাই যদি হয়—তবে পুষ্পের ন্যায় রূপ ও গন্ধবিশিষ্ট আরও অনেক বস্তু আছে, যাহাদের আকর্ষণে মনপ্রাণ ও আঁখি পুষ্পের ন্যায় আনন্দ বর্দ্ধন করে; তবে কুসুমই কেবল দেবতার প্রীতিকর কিসে?

কুসুমের রূপ ভাল—গুণ ভাল—তাহার উপর আবার তাহার মন নাই। অহংকার শূন্য বলিয়া উহা সাধু সমাজে এত আদরণীয়। সামান্য মানব একটু বেশভূষা করিয়া মনে করে যে আমি কতই রূপবান! পরন্তু অপরিমিত রূপ গুণ সত্ত্বেও (মনশূন্য হেতু) ফুলের কোন অহংকার নাই; এইহেতু দেবতাগণ পুষ্পকে মস্তকে গ্রহণ করেন। এই পুষ্পের মত মনটী (অর্থাৎ মনশূন্য জীব) হইলে তাহা নারায়ণপাদপদ্ম পূজায় লাগিয়া থাকে। যিনি পূজা করেন, তিনিও পুষ্পের মত (নিষ্কাম) অবস্থায় থাকিয়া অর্পণ করিলে অবশ্য কৃষ্ণ তাহা গ্রহণ করেন, এইহেতু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন:—

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥

উক্ত প্রকার সংযতাত্মার মনটী ঠিক ফুলের মত হয় এইহেতু সেই কুসুম-হৃদয়-শয্যায় নারায়ণ (ফুলশয্যায়) শয়ন করিয়া থাকেন। আজ সেই পুরুষ স্বরূপ আত্মানারায়ণ আত্মবিদ্যা সনে এই গগন-গুহারি আখ্যায়িকায় সত্যময়ের কুসুম-হৃদয়ে ফুলশয্যায় শয়ন করিলেন।

নারায়ণ শয়ন করিলে, সত্যময় আনন্দে বিভোর হইয়া ভাবিলেন—"আজ আমার কি সৌভাগ্য! আজন্ম মহাদুঃখ ভোগ করিয়া সদ্গুরু কৃপায় সাধনা দ্বারা আজ প্রকৃত

সুখের অধিকারী হইলাম। চিরকাল জীবভাবে অকিঞ্চিৎকর কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত হইয়া কত দুঃখ ভোগ করিয়াছি। আমার ন্যায় ত্রিতাপদগ্ধ অন্যান্য জীবগণের সহিত (সুখের আশায়) সখ্যতা স্থাপন করিয়াছি; পরন্তু তাহাতে সুখের পরিবর্ত্তে দুঃখই মিলিয়া যাইত। দৈব কৃপায় গুরুরূপী নারায়ণকে অবলম্বন করায়—আজ সকল দুঃখ বিস্মরণ হইয়া তাঁহার হৃদয়ে আমার হৃদয় মিলাইয়া পরম সুখ উপলব্ধি করিতেছি। যতদিন পার্থিব ধনজনের প্রতি আসক্ত ছিলাম, ততদিন আত্মারাম বহুদূরে অবস্থান করিতেছিলেন। বর্ত্তমানে পার্থিব বিষয় বিভব এবং জীবগণের সহিত পার্থিব সখ্যতা বিস্মরণ হওয়ায়, আত্মারাম আপনি আসিয়া সখ্যতা স্থাপন পূর্ব্বক আমার পরমাশ্রয় হইলেন। আহা! আত্মারাম কি দয়ার সাগর!"

সত্যময়ের মনোভাব অবগত হইয়া পুরুষ কহিলেন—"সখা! কি ভাবিতেছ?"

সত্যময়।—দেব! তোমার দয়া অপার। তোমার সৃষ্ট বস্তু সকলের মধ্যে কত শক্ত জ্ঞানী ধনী বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদের সুখের আবাস পরিত্যাগ করিয়া, এই দীন দুঃখী চিরভিখারীর ভগ্ন হৃদয়ে আজ ফুলশয্যা করিয়া তাহাতে শয়ন করিলেন। তোমার সেই অপার দয়ার মাহাত্ম্য ভাবিতেছি।

পুরুষ।—সখা! আমি কাহারও হৃদয়াবাস পরিত্যাগ করি নাই, সকলেরই হৃদয়াবাসে প্রাণরূপে আছি,—তাঁহারা তাহা জানে না। তাহাদের মন বিষয়ে আসক্ত; পার্থিব ধনজন তাহাদের আশ্রয় স্থান। কত বড় বড় রাজা মহারাজা প্রভৃতি তাহাদের আশ্রয়দাতা, কত বুদ্ধি বিবেচনা পাণ্ডিত্য প্রভৃতি তাহাদের আশ্রয় স্থল; এমত অবস্থায় তাহারা এই কাঙ্গালের ঠাকুরকে (আত্মাকে) আশ্রয় করিবে কেন? তাহাদের (জীবগণের) অনেক সহায় সম্পত্তি থাকায়, তাহারা আমাকে অগ্রাহ্য করে; সুতরাং আমি দূরে পড়িয়া থাকি—অর্থাৎ তাহারা আমাকে দেখিতে পায় না। তোমার ন্যায় কাঙ্গাল (আত্মধনের কাঙ্গাল) সাধক সমস্ত সহায় সম্পত্তি হইতে মনকে টানিয়া আনিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করে, সুতরাং আমিও তাহার হৃদয়-বাসে চিরকাল বাস করি। কাঙ্গালের প্রাণ-পুষ্প এবং মন-পত্র একমাত্র আমার গ্রহণের বস্তু। সখা! তোমার প্রাণ মন আজ আমি পাইয়াছি, আর তোমাকে ছাড়িব না; চিরকাল তোমার হৃদয়-কুসুম-শয্যায় শয়ন করিয়া রহিলাম।

এই বলিয়া সেই হৃদয়-কুসুম-শয্যায় শয়ন করিয়া পুরুষ সত্যময়ের সহিত মধুর আলিঙ্গন করিলেন। তখন চতুর্দ্দিক মধুময় হইয়া গেল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরি দর্শনে শান্তি।

—:—

সত্যময়ের দেহরূপ পুরে হৃদি-শয্যাপরে আত্মস্বরূপ পরম পুরুষ শায়িত হইলে পর শৈলস্বরূপা আত্মবিদ্যা তাঁহার পদ সেবা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঊর্দ্ধস্থিত সহস্রদল কমল অনন্ত নাগরূপে পুরুষের মস্তকে সহস্র ফণা বিস্তার পূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সত্যময় আত্মানারায়ণের এই মধুর লীলা দর্শন করিতে করিতে শুনিলেন—আকাশ-নিবাসিগণ গাহিতেছেন:—

হের রে নয়ন সদা যে তোমারে নিরমিল।
সে আসি হৃদয়-মাঝে স্বরূপে প্রকাশ হ'ল॥
হৃদয়-কুসুমবাসে, পুরুষ-প্রকৃতি হাসে,
শ্রীনিবাসে মহাকাশে হেরি মন গলে গেল।
ঘুচিয়াছে মায়াপাশ, হ'য়েছে কামনা হ্রাস,
বাকিমাত্র সর্ব্বনাশ তা'ও বুঝি হ'য়ে এল॥
চাহি না সুখের আশা, চাহি না সে ভালবাসা,
একমাত্র হ'ল বাসা পুরুষ চিরকাল॥

আকাশ-নিবাসিগণের স্তুতিগীতে তুষ্ট হইয়া পরম পুরুষ সত্যময়কে কহিলেন—"সখা! সর্ব্বনাশ কি এত ভাল?"

সত্যময়।—প্রভু! সর্ব্বনাশ যে কি বস্তু ও কি প্রকার আনন্দের অবস্থা, তাহা কেহই জানে না; এইহেতু সর্ব্ব-নাশের কথা শুনিলে সকলেই ভয়ে অস্থির হয়; সর্ব্বনাশ পরম পবিত্র ও পরম আনন্দের অবস্থা। তাহার আভাস কিঞ্চিন্মাত্র আকাশনিবাসিগণের ও আমার অনুভব পথে আসিতেছে, এইহেতু তাহা সম্যকরূপে আয়ত্ত করিতে ব্যগ্র হইয়াছি; কিন্তু সে যে কোন্ পথ দিয়া আসিতেছে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছি না।

পুরুষ।—সখা! তোমার পশ্চিম শিরে লক্ষ্য করিয়া দেখ—তাহা হইলে পথের ঠিকানা পাইবে।

পুরুষ আজ্ঞায় সত্যময় পশ্চিম-শিরঃপ্রদেশ দর্শন করিয়া কহিলেন—"ঠাকুর! এখানেও যে তুমি!! তোমার ঐ হৃদয় মধ্যে মহাশূন্য অনুভব করিতেছি এবং সেই হৃদ্-গগনে একটী জ্যোতির্ম্ময় গুহা দেখিতেছি। ঐ গুহামধ্যে অতি সূক্ষ্ম পথ অনুভব করিতেছি—ওটি কি?"

পুরুষ।—সখা! তুমি যে সর্ব্বনাশ অনুসন্ধান করিতেছিলে, তুমি যে আমাকে দেখিতে চাহিয়াছিলে, তুমি যে ধর্ম্মের তত্ত্ব অবগত হইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে, তাহা ঐ গুহাস্থিত সূক্ষ্ম পথে গমন করিলে দেখিতে পাইবে।

সত্যময় :—দয়াময়! ঐ গুহাটির নাম কি? ঐ সূক্ষ্ম পথটির নাম কি এবং কে কে ঐ পথে গমন করিয়াছেন, তাহা আমাকে বল।

পুরুষ।—গুহাটি ঐ চিদ্গগনে অবস্থিত, এইহেতু উহার নাম "গগন-গুহা।" ঐ পথটীর নাম ধর্ম্মপথ। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব (ব্রহ্ম) ঐ গুহা মধ্যে নিহিত আছে; তাহার উদ্দেশে মহাজনগণ (সাধুগণ) সাধন দ্বারা ঐ পথে গমন করিয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মে লয় হইয়াছেন। এই জন্য শাস্ত্রকারগণ (মহাপুরুষগণ) শাস্ত্রে বলিয়াছেন:—

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়োবিভিন্নাঃ,
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং,
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

অর্থাৎ বেদ, স্মৃতি এবং মুনিগণের মত জ্ঞানীর কাছে এক এবং অজ্ঞানীর কাছে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব গুহামধ্যে নিহিত। সে গুহাটি ঐ। ঐ গুহা মধ্যস্থিত পথে মহাজনগণ গমন করিয়াছেন; অতএব সদ্‌গুরূপদেশে ঐ পথে সকলের গমন করা কর্ত্তব্য।

গগন-গুহা বর্ণন করিতে করিতে মধ্যরজনী* ধীরে ধীরে

* মধ্যরজনী—আভ্যন্তরিক সুষুপ্তির অবস্থা (গুরুলক্ষ্যগম্য)।

আগমন করিলেন। অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ হইয়া গেল; পুরুষ সম্মুখে শৈল ও সত্যময় স্থির ও অচল ভাবে বসিয়া আছেন—সকলেই নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ। নিশ্চয়াত্মিকাবুদ্ধি-রূপা শৈল আস্তে আস্তে ছায়া স্বরূপ নিজ দেহ আত্মস্বরূপ চৈতন্য পুরুষে অর্পণ করিতেছেন, এমত সময় তথায় এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হইল। অকস্মাৎ শৈল ও পূর্ব্বোক্ত পুরুষ কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। সত্যময় সেই আদ্য ও অনন্ত বিরাট রূপ দর্শন মাত্রেই আশ্চর্য্য ও রোমাঞ্চিত হইলেন। দেখিলেন সেই বিরাটরূপ সমুদয় বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন; বিরাটরূপ ব্যতীত অপর কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই।

সত্যময় আকাশের ন্যায় চক্ষু দ্বারা সেই বিশ্বজোড়া বিশ্বরূপ দেখিতেছেন; তখন (সাধকের) বাহ্যদেহের প্রতি হুঁস্ নাই—ক্ষণে ক্ষণে যুক্ত, ক্ষণে ক্ষণে অযুক্ত। সেই দ্বন্দ্বাতীত অবস্থায় অনন্ত বিরাট পুরুষকে দেখিয়া সত্যময় ভাবিলেন ইনি কে?

অনুভব হইল—

জগত খুঁজিছে যাঁরে হ'য়ে দিশহারা,
যাঁহার আজ্ঞায় ঘুরে শশী সূর্য্য তারা,
প্রাণরূপে সর্ব্বজীবে বসতি যাঁহার,
এ আদ্য অনন্ত রূপ জানিও তাঁহার।

বেদ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান কর্ম্ম সমুদয়,
এ ভাব আনিতে নারে জানিও নিশ্চয়।
কর্ম্মের অতীত ভাবে যাঁহার উদয়,
এই সে অনন্ত ভাব কৃষ্ণ প্রেমময়।

এই সে পবিত্র ভাব আনন্দ লহরী,
শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত এই, এই শান্তিবারি।
ইনি গুরু নিরঞ্জন পারের কাণ্ডারী,
এই সে প্রাণের প্রাণ আত্মারাম হরি।
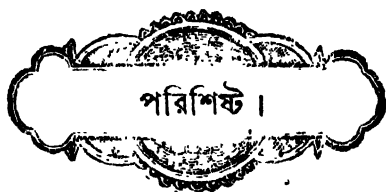
বিরাটরূপে ব্রহ্ম প্রকাশিত। সত্যময় কভু চমৎকৃত, কভু আনন্দিত; অন্তরে শান্তিধারা প্রবাহিত হইতেছে। আকাশ, পাতাল সব এক হইয়া গিয়াছে, দিবা-রাত্র, চন্দ্র-সূর্য্য সব এক ব্রহ্মময় হইয়া গিয়াছে। জীবদ্দশায় এই দেহে সেই বিচিত্র অবস্থায় সত্যময়ের অহং সেই বিরাট পুরুষে মিশিয়া গেল। তখন মোহের বস্তু কিছুই রহিল না।

সেই চৈতন্য-সমাধিযোগে সত্যময় (জীব) ব্রহ্মের অবস্থা লাভ করিয়া দেখিতেছে যে—কে কাহার পিতা-মাতা? কে কাহার স্ত্রী-পুত্র? নিজেই নিজের পিতা-মাতা-স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি সাজিয়া লীলা করিতেছিলাম? সেই লীলায় সুখ-দুঃখ বোধ করিতেছিলাম; পরন্তু সমস্তই আপন কীর্ত্তি। আপন কর্ম্মে আপনি বদ্ধ ছিলাম—আবার আপন কর্ম্মে আপনিই মুক্ত হইলাম। "আপন" এই দেহ নহে; এই দেহাভ্যন্তরে প্রাণ-রূপে যিনি অবস্থান করিতেছেন, তিনিই "আপন বা আত্মা"।

তাঁহার কর্ম্ম (আত্মকর্ম্ম) যাহা সদগুরু ব্যতীত অপরে অবগত নহে। সেই আত্মকর্ম্মের অভ্যাস দ্বারা আজ কর্ম্মের অতীত অবস্থা, ত্রিজগতের অতীত অবস্থা ব্রহ্মস্বরূপ বিরাট পুরুষে আশ্রয় পাইলাম। এখন আর মোহের বস্তু খুঁজিয়া পাইতেছি না, আর খুঁজিবার লোকও কেহই নাই, যেহেতু "আমি নাই—আমারও নাই।" আছেন কেবল শ্রীহরি।

নিমাইচরণ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত আধ্যাত্মিক গ্রন্থ

আত্ম-লীলা।

—:—

এই মায়াময় সংসারে জীব কিরূপে সদ্‌গুরু কৃপায় আত্ম-কর্ম্ম লাভ করিতে সক্ষম হয়, উক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানকালে ইন্দ্রিয়-গণের সহিত সাধকের কিরূপ সমর উপস্থিত হয়, গুরু কৃপায় কিরূপ সাধনে কাম দমন হয়, কিরূপ প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে সংশয় ও কুবুদ্ধি দূরীভূত হয়, কিরূপ পত্নীর দ্বারা সাংসারিক ও পরমার্থিক উন্নতি হইতে পারে, প্রকৃত প্রেম কাহাকে বলে, তদ্দ্বারা কিরূপ কল্যাণ সাধিত হয়, কিরূপে পতি-পত্নীর সুখ-সম্মিলন হয়, প্রকৃত পুরুষ ও স্ত্রী কাহাকে বলে, সতী স্ত্রীর চিহ্ন কি, সতীর সতীত্ব, পুরুষের পুরুষত্ব কি কার্য্যের দ্বারা রক্ষা হয়, উক্ত সতীত্ব ও পুরুষত্ব রক্ষা হইলে আত্মদর্শনের অধিকারী হওয়া যায় কি না, ষট্‌চক্রভেদ কি প্রকার এবং তৎকালে সাধকের কিরূপ ভাবের উদয় হয়, প্রকৃত শব সাধনা কিরূপ এবং তাহাতে শক্তির আবির্ভাব কি ভাবে হয়, কিরূপ জ্ঞানের দ্বারা আত্মাকে দেখিতে পাওয়া যায়, পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের (গোপীগণের বস্ত্র হরণ প্রভৃতি) লীলাদির সার মর্ম্ম কি, তুলসী-লীলার সার বৃত্তান্ত কি, উক্ত লীলা সকল কোন স্থানে ও কি প্রকারে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা বিষদরূপে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ৷৷৹ আনা, ডাক মাশুল ৵৹ আনা।